আগাথা ক্রিস্টি-এর

দ্য মার্ডার অফ রজার অ্যাকরয়েড

রূপান্তর: ফুয়াদ আল ফিদাহ

ভূমিকা

রহস্যের রানী আগাথা ক্রিস্টি। অসাধারণ চমক সৃষ্টিতে যাঁর কোন জুড়ি নেই। যাঁর হাত থেকে আমরা পেয়েছি এরকুল পোয়ারো আর মিস মার্পলের মত গোয়েন্দা। এন্ড দেন দেয়ার ওয়্যার নান, দ্য মার্ডার অফ রজার এ্যাকরয়েড আর দ্য মার্ডার অন ওরিয়েন্টাল এক্সপ্রেসের মত বই। কলকাতা থেকে আগাথা ক্রিস্টির বিভিন্ন বই এর অনুবাদ বের হলেও, আমাদের দেশে তাঁর বই খুব কমই অনুদিত হয়েছে।

আগাথা ক্রিস্টির বই আগে থেকেই আমার খুব পছন্দের। কিন্তু একটা বই অনুবাদ করার মত কাজে হাত দেবার সাহস বা সময় কোনটাই করে উঠতে পারছিলাম না। কয়েক মাস আগে হাতে কলিন্স (এই বইটির প্রথম প্রকাশক) থেকে বের হওয়া বইটির সংক্ষেপিত ভার্সন হাতে পেয়ে অনুবাদ করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বইটি ইবুক হিসেবে রিলিজ দেয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, আগাথা ক্রিষ্টির লেখার সাথে সবাইকে পরিচয় করে দেয়া। আর দ্বিতীয়টি হল, ইবুকের জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

বইটিতে কোন এনক্রিপশন নেই, একেবারে ই ফ্রি। তবে ডোনেশনের সিস্টেম রাখা আছে। আপনি পড়বেন, ভাল লাগলে ডোনেট করবেন। বিকাশ নাম্বার বা ফ্লেক্সির নাম্বার একেবারে শেষের পাতায় দেয়া আছে।

বইটি প্রচ্ছদ করেছেন সামিউল ইসলাম অনিক, তাকে অসংখ্য

ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ বাংলা পিডিএফ আর বিবলিওফাইলের পুরো টিমকে, বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করার জন্য। আরেক জন, যাকে ধন্যবাদ না দিলেই না - আমার ঘরের লোক। এক সময় বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম - তাঁর জন্যই পারি নি।

ইবুক দেশে জনপ্রিয় হলেও, অফিশিয়ালি ইবুকের জন্য কোন আলাদা প্লাটফর্ম নেই। কে জানে, হয়ত এই বই এর সাথেই শুরু হবে নতুন এক বিপ্লবের।

সবাইকে ধন্যবাদ। হ্যাপি রিডিং।

- মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

এক
নাস্তার টেবিলে ডা. শেপার্ড

মিসেস ফেরার্স যেদিন মারা যান, সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার - ১৬ ই সেপ্টেম্বর। আমাকে ডেকে পাঠানো হয় পরেরদিন। শুক্রবার, সকাল ৮ টার দিকে। গিয়ে দেখি বেশ খানিকক্ষণ আগেই তিনি মারা গিয়েছেন, আমার করার কিছুই নেই। বাসায় ফিরতে ফিরতে নয়টার কিছু বেশিই বেজে যায়।

'জেমস! ফিরেছিস নাকি?', আমার বোন ক্যারোলিন ডাকল, ‘নাস্তা খাবি আয়!’

নাস্তার টেবিলে গিয়ে বসলাম, খাবারের প্লেটটা টেনে নিলাম নিজের দিকে।

'এত সকালে ডাক পড়ল যে আজ?', ক্যারোলিন জিজ্ঞাসা করল।

'হু,', আমি বললাম,'কিংস প্যাডকে গিয়েছিলাম, মিসেস ফেরার্সের বাসায়।'

'জানি', আমার বোন আমাকে চমকে দিল।

'কিভাবে জান?'

'এ্যানি বলল।'

এ্যানি আমাদের পরিচারিকা। ভালো মেয়ে, তবে বাঁচাল-প্রকৃতির।

'কি দেখলি?'

'বড়ই আফসোসের বিষয়। কিন্তু গিয়ে দেখি, কিছুই করার নেই। মনে হয় ঘুমের মাঝেই মারা গিয়েছেন।'

'এটাও জানি।', আমার বোন বলল। এবার আমি একটু বিরক্ত হলাম।

'কিভাবে জান?' একটু রাগত ভাবেই বললাম, 'আমি নিজেই সেখানে যাবার আগে জানতাম না। আর আমি কাউকেই বলি নি। যদি এ্যানি তোমাকে বলে থাকে, তাহলে ত দেখছি যে সে সর্বজ্ঞ।'

'এ্যানি বলে নি, দুধ ওয়ালা বলেছে। সে শুনছে ফেরার্সেদের বাবুর্চির কাছে। তা মিসেস ফেরার্স কিভাবে মারা গেল? হার্ট ফেইলর?'

'ওভার ডোজ, ভেরোনাল। বেশ কিছু দিন হল তিনি ঘুমাবার জন্য খাচ্ছিলেন। সম্ভবত ভুলে বেশী খেয়ে ফেলেছেন।'

'অসম্ভব।', ক্যারোলিন আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথে বলল, 'ভুল হতেই পারে না। ইচ্ছা করেই বেশী খেয়েছে। আমি তোকে আগেই বলেছিলাম না, সে তার স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে? আমি এখন নিশ্চিত। সেই অপরাধ বোধ থেকেই ...'

'তোমার কথায় কোন যুক্তি নেই।' আমি দ্বিমত জানালাম।

'কে বলেছে তোকে?', ক্যারোলিনের জবাব, 'বাজি ধরবি? দেখিস একটা চিঠি লিখে সব স্বীকার করে গেছে।'

'এমন কোন চিঠি পাওয়া যায় নি।', আমি তাড়াতাড়ি বললাম। ওকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে কখন যে ওর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসেছি, টের পাই নি।

'তাই নাকি!', ক্যারোলিন বলল, 'তারমানে তুই এমন একটা চিঠি খুঁজে দেখেছিস, তাই না?'

আমি উত্তর না দিয়ে টেবিল থেকে উঠে পরলাম।

দুই
কিং'স এ্যাবটের বাসিন্দারা

কিং'স এ্যাবটে উল্লেখ করার মত পরিবার মাত্র দুইটি। একটি পরিবারের সম্পদের নাম হল কিং'স প্যাডক, যেটা মৃত্যুর সময় মিঃ ফেরার্স, মিসেস ফেরার্সকে দিয়ে যান। আরকটি হল ফ্রেনলি পার্ক, যার মালিক হলেন রজার এ্যাকরয়েড। রজার এ্যাকরয়েড একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। বয়স পঞ্চাশের ঘরে। তিনি গ্রামের চার্চ প্রতিনিধির খুব কাছের লোক, চার্চের ফান্ডে ভালই দান খয়রাত করেন (যদিও নিন্দুকেরা বলে, উনি কৃপণ স্বভাবের), ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে আগ্রহী না হলেও খেলাতে আগ্রহী। সেই সাথে মহিলাদের ক্লাব, পঙ্গু সৈন্যদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থাও তাঁর সুনজরে আছে। এক কথায়, আমাদের শান্ত গ্রাম কিং'স এ্যাবটের প্রাণ হলেন এই রজার এ্যাকরয়েড।

রজার এ্যাকরয়েডের বয়স যখন ২১, তখন তিনি তাঁর চেয়ে ৫-৬ বছর বড় এক সুন্দরী বিধবা মহিলার প্রেমে পড়েন। উনাদের বিয়েও হয়। মহিলার নাম ছিল প্যাটন। তার একটি ছেলেও ছিল। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত আর অসুখী। সরাসরি বললে বলতে হয়, মিসেস এ্যাকরয়েড ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত মদাসক্ত। বিয়ের চার বছরের মাথায়, মদ খেয়ে খেয়ে মারা যান। রালফ এখন পঁচিশ বছরের যুবক। এ্যাকরয়েড সবসময় তাকে নিজের ছেলের মতই দেখে এসেছেন, বড়

করেছেন। কিন্তু সে কিছুটা হলেও উড়নচণ্ডী, আর তাই তাঁর সকল দুশ্চিন্তা আর সমস্যার মূলে রালফ। যাই হোক, আমরা, কিং'স এ্যাবটে সবাই রালফ প্যাটনকে পছন্দ করতাম, সুদর্শন এক যুবক।

মি. ফেরার্সের মৃত্যুর পর, মিসেস ফেরার্স অনেকটা সময় রজার এ্যাকরয়েডের সাথে কাটানো শুরু করেন। তাই সবাই বলাবলি করত যে, মিসেস ফেরার্সের শোক পালন শেষ হলেই, তাঁরা বিয়ে করবেন। মিসেস ফেরার্স হয়ে যাবেন মিসেস এ্যাকরয়েড। ব্যাপারটা সবাই মেনেও নিয়েছিল।

ফেরার্সরা এখানে এসেছেন বেশী দিন হয় নি, মাত্র এক বছর হবে। কিন্তু, এ্যাকরয়েডকে ঘিরে রটনা অনেক আগে থেকেই চলছে। রালফ প্যাটন যুবক হবার আগে, বেশ কয়েকজন পরিচারিকাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এ্যাকরয়েডের ঘর সামলাবার জন্য। তাদের কেউই, ক্যারোলিন আর তার গুজব রটানো বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। যদি বলি - প্রায় ১৫ বছর ধরে, গ্রামবাসীরা নিশ্চয়তার সাথে বলত যে, রজার এ্যাকরয়েড তাঁর কোন এক পরিচারিকাকে বিয়ে করবেন - তাহলে অত্যুক্তি হবে না। এদের মধ্যে একেবারে শেষ জন হলেন মিস রাসেল নামের এক মহিলা, গত পাঁচ বছর ধরে ফ্রেনলি পার্ক দেখাশোনা করছেন। অন্য যে কারও চেয়ে দ্বিগুণ সময়। মিসেস ফেরার্স না থাকলে, এ্যাকরয়েডের বাঁচার কোন আশাই ছিল না - অন্তত গ্রামবাসীদের ধারণা এমনটাই। এরই মাঝে, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কানাডা থেকে আগমন ঘটে এ্যাকরয়েডের বিধবা ভাই বৌ তার এক মেয়ের। মিসেস

সেসিল এ্যাকরয়েড, রজার এ্যাকরয়েডের অকর্মণ্য ছোট ভাই এর বিধবা স্ত্রী, ফ্রেনলি পার্কে বসবাস করতে শুরু করেন। আর ক্যারোলিনের মতে, মিস রাসেলকে বুঝিয়ে দেন, তার আসল জায়গা কোথায়।

এই আসল জায়গা ব্যাপারটা আমি বুঝি না। শুনে ত বেশ বাজে জায়গা বলেই মনে হয়। তবে আমি জানি যে, মিস রাসেল প্রায়ই ঠোঁট চেপে, গা জ্বলানো হাসি হেসে বলতেন, 'বেচারী মিসেস এ্যাকরয়েড। পুরোপুরি নিজের স্বামীর ভাই এর দানের উপর নির্ভরশীল। দানের রুটি, গলা দিয়ে নামানো খুবই কষ্টের কাজ। আমি ত ভাবতেই পারি না যে, কারও দানের উপর চলছি।'

এসব হাবিজাবি ভাবছি আর যন্ত্রের মত রাউন্ড দিয়ে যাচ্ছি। তেমন চটকদার কোন কেস আমার নেই। সেই জন্যই হয়ত আমার চিন্তা আবার মিসেস ফেরার্সের রহস্যময় মৃত্যুর দিকে ধাবিত হল। কবে তাঁকে আমি শেষ দেখেছি? এক সপ্তাহের বেশী হবে না। তাঁর আচরণ কিন্তু সবকিছু হিসেব করলে স্বাভাবিকই বলতে হবে।

তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে পড়ল - গতকালই আমি তাঁকে দেখেছি, যদিও কথা হয় নি। তিনি তখন রালফ প্যাটনের সাথে হাঁটছিলেন। আমার মনে আছে, কারণ রালফকে দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। সে যে কিং'স এ্যাবটে আছে, সেটা আমরা জানাই ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, অবশেষে বোধ হয় সৎ বাপের সাথে ঝগড়া করেছে। কারণ, গত ছয় মাস ধরে রালফের কোন খবর নেই।

তাঁরা পাশাপাশি হাঁটছিলেন, মাথা জোড়া প্রায় লেগে আছে

এমন। মিসেস ফেরার্স খুব মনোযোগের সাথে কিছু বলছিলেন।

আমার মনে হয়, সেটাই ছিল সেই মুহূর্ত, যখন আমার মন কু-ডাক দেয়। তেমন নিশ্চিত কিছু না, কিন্তু একটা অস্বস্তি বোধ আমার মনে কাজ করছিল। মিসেস ফেরার্স আর রালফ প্যাটনের সেই মুখোমুখি কথোপকথনের ব্যাপারটা একদমই ভাল ভাবে নিতে পারি নি।

রজার এ্যাকরয়েড যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখনও আমার মাথায় সেই চিন্তাই ঘুরছিল।

'শেপার্ড!', তিনি চেঁচিয়েই বললেন, 'আরে আপনাকেই খুঁজছি! ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেছে।'

'আপনি খবর পেয়েছেন?'

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। আঘাতটা ভালোভাবেই পেয়েছেন, বোঝাই যাচ্ছে। তাঁর বড় লালচে গাল দুটো ভিতরে বসে গেছে। সচরাচর ফুর্তিবাজ ভঙ্গি গায়েব, দেখে একেবারে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে।

'ব্যাপারটা আপনি পুরোপুরি জানেন না।', তিনি ধীরভাবে বললেন, 'দেখুন, ডাঃ শেপার্ড, আপনার সাথে কথা বলতে হবে। আমার সাথে এখন যেতে পারবেন?'

'এখন ত সম্ভব না। আমার এখনও তিনজন রোগী দেখা বাকি আছে। আবার বারটার মাঝে আমাকে আমার সার্জারির রোগীগুলো দেখার জন্য ফিরতে হবে।'

'তাহলে বিকালে - নাহ, সবচেয়ে ভাল হয়, রাতের খাবারটা আমার ওখানে খেলে। এই ধরুন সাড়ে সাতটার দিকে? অসুবিধা হবে?'

‘নাহ, পারব। কি সমস্যা? রালফ কিছু করেছে?’

আমি ঠিক জানি না এই প্রশ্নটা কেন করলাম। আসলে, রালফ এত বেশী উলটা পালটা করে যে প্রথমে ওর নামটাই মাথায় এল।

এ্যাকরয়েড শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন বুঝতে পারেন নি, আমি কি বলেছি।

আমি বুঝলাম ব্যাপারটা রালফকে নিয়ে নয়, অন্য কিছু ঘটেছে। আমি এ্যাকরয়েডকে এই প্রথম এত বিপর্যস্ত হতে দেখছি।

‘রালফ?’, তিনি বললেন, ‘আরে না, রালফ না। রালফ ত লন্ডন-ধুর, মিস গ্যানেটকে আসতে দেখছি। আমি তাঁর সাথে এই ভয়ানক ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। রাতে দেখা হবে ডাঃ শেপার্ড। সাড়ে সাতটায়, ভুলবেন না।’

আমি সায় জানালাম আর তিনি তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন, যেন পালিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু আমি চিন্তায় পরে গেলাম। রালফ লন্ডনে? কিন্তু, গতকাল যে তাকে কিং’স এ্যাবোটে নিজের চোখে দেখলাম। সে হয়ত, গতকাল রাতে বা আজকে সকালে শহরে ফিরে গিয়েছে, কিন্তু এ্যাকরয়েডের কথায় ত তেমনটা লাগল না। তাঁর কথা শুনে ত মনে হল, বহুদিন ধরেই রালফ ফ্রেনলি পার্কে যায় না।

আমি এসব নিয়ে ভাববার বেশি সময় পেলাম না। মিস গ্যানেট এসে পড়েছেন, তথ্যের জন্য ব্যাকুল। ‘আহা, মিসেস ফেরার্সের ব্যাপারটা বরই দুঃখজনক, তাই না? অনেকেই বলছে যে তিনি নাকি আগে থেকেই মাদক নিতেন। লোকজন কত খারাপ - একজন মৃতা ভদ্রমহিলার

ব্যাপারে এমন কুৎসা রটাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার হল যে, এসব রটনায় কিছুটা হলেও সত্যতা থাকে। যা রটে, তা কিছুটা ত বটে! লোকেরা এটাও বলছে যে, এ্যাকরয়েড ব্যাপারটা জেনে যান। আর তাই, মিসেস ফেরার্সের সাথে বাগদান ভেঙে ফেলেন। বাগদান কবে হল? হয়েছে, হয়েছে। আর মিস গ্যানেটের কাছে সবগুলোরই প্রমাণ আছে। অবশ্য, আমার সবই জানার কথা - ডাক্তাররা সবই জানে - কিন্তু কখনোই কিছু বলে না।'

হা হু করে সায় জানালাম। প্রথম সুযোগে কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

চিন্তিত মনে ঘরে ফিরে এসে দেখি, কয়েক জন রোগী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

তিন
যে লোকটা লাউ ফলাত

ক্যারোলিনকে জানালাম যে, রাতের খাবার আজ ফ্রেনলিতেই খাব। সে কোন আপত্তি ত জানালই না, বরং আগ্রহই দেখাল।

‘খুব ভাল।’, সে বলল, ‘তাহলে সব খবরই শুনতে পাবি। আচ্ছা, রালফকে নিয়ে কি সমস্যা? ফ্রেনলি পার্কে না থেকে, গতকাল সকালে থ্রি বোরসে কেন উঠেছে? এখনও আছে। এমনকি গতকাল রাতে তাকে একটি মেয়ের সাথেও নাকি তাকে দেখা গেছে। আমি জানি না কার সাথে।’

অবাক হলাম। কারণ, কিছু না জানার কথা স্বীকার করা, ক্যারোলিনের পক্ষে খুব কষ্টের।

‘কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।’, আমার নাছোড়বান্দা বোন বলল, ‘তার কাজিন - ফ্লোরা এ্যাকরয়েডের সাথে। ফ্লোরা এ্যাকরয়েডের সাথে রালফ প্যাটনের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। তারা গোপনে বাগদান সেরেছে। কিন্তু এ্যাকরয়েড এতে রাজি না। তাই এভাবে ছাড়া ওদের দেখা করার কোন উপায় নেই।’

আমি আমাদের নতুন প্রতিবেশীর ব্যাপারে একটা ছোট্ট কথা বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললাম।

আমাদের পাশের বাড়ি, ‘দ্য লার্চেস’, অপরিচিত কেউ একজন

কিনে নিয়েছে। ক্যারোলিনের আগ্রহের কারণ হল, সে এতদিনেও লোকটার সম্পর্কে কিছু জানতে পারে নি। শুধু এত টুকুই যে - লোকটা বিদেশী। ক্যারোলিনের গুপ্তচরেরা এক্ষেত্রে ব্যর্থ। লোকটা অন্য সবার মতই কেনাকাটা করে। মাঝে মাঝে দুধ, সবজি, কিছু মাছ - মাংস কিনতে তাকে দেখা যায়। কিন্তু যারা এসব সরবরাহ করে তারা কেউই লোকটার সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারে নি।

'আরে ক্যারোলিন,' আমি বললাম, 'লোকটার পেশা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। সে একজন অবসরপ্রাপ্ত নাপিত। শুধু লোকটার গোঁফ দেখলেই বোঝা যায়।'

আমি কথা না বাড়িয়ে বাগানে পালিয়ে গেলাম। আমার বাগান করতে ভালই লাগে। শিকড়ের আগাছা পরিষ্কার করছি, এমন সময় আমার কানে সাবধান বাণী ভেসে এল। এরপর পরই কানের পাশ দিয়ে কিছু একটা উড়ে এসে পায়ের কাছে 'থ্যাচ' করে এসে পড়ল। তাকিয়ে দেখি, লাউ জাতীয় সবজি। আমি রাগতভাবে উপরে তাকালাম। আমার বামে, বেড়ার উপর একটা চেহারা দেখা গেল। ডিমের মত মাথা, পুরোটা না হলেও মাথার কিছু অংশ কালো চুলে ঢাকা, দুইটি বিশাল গোঁফ আর সাবধানী এক জোড়া চোখ। বুঝলাম, আমাদের রহস্যময় প্রতিবেশী - মি. পোয়ারো।

তিনি সাথে সাথে মাফ চাওয়া শুরু করলেন। 'হাজারবার ক্ষমা চাচ্ছি, মসিয়ে। সাফাই হিসেবে বলার মত আমার কিছুই নেই। বেশ কয়েক মাস ধরেই আমি লাউ ফলাবার চেষ্টা করছি। আজ সকালে জানি

না কেন, মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, বাদ দিয়ে দেই, নষ্ট করে ফেলি। তাই সবচেয়ে বড়টা ধরে ছুঁড়ে দিলাম। মসিয়ে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার নিজের উপরই রাগ হচ্ছে। আমি আবার ক্ষমা চাচ্ছি, এমন করা আমার অভ্যাস না। কিন্তু, আশা করছি আমার ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন। মসিয়ে; ধরেন কেউ একজন কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বহু চেষ্টা করে সে একটা নির্দিষ্ট পেশা থেকে অবসর নিল। কিছুদিন অবসরের পর দেখা গেল, সে আগের জীবন আর আগের পেশায় ফেরার জন্য ব্যস্ত। অথচ এই পেশা, থেকে অবসর নেবার জন্য সে ব্যাকুল ছিল? লোকটার কেমন লাগবে?'

'কঠিন প্রশ্ন,' আমি ধীরে ধীরে বললাম। তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গিটা অদ্ভুত, 'অনেক ক্ষেত্রেই আমি এমনটা ঘটতে দেখেছি। আমি নিজেই এমন একটা উদাহরণ। এক বছর আগে আমি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকা পাই - বেশী না হলেও আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণের জন্য যথেষ্ট। আমার স্বপ্ন ছিল দেশ-বিদেশ ঘোরার। এক বছর হয়ে গেল - দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এখনও এখানেই।'

আমার ছোট খাট প্রতিবেশীটি মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন, 'আসলে আমরা অভ্যাসের দাস। আমরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করি, আর লক্ষ্য অর্জিত হলে দেখা যায়, আমরা আগের কাজগুলোই সবচেয়ে বেশী মিস করি। আর বিশ্বাস করুন, আমার কাজ খুবই আকর্ষণীয় ছিল। সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে আকর্ষণীয় কাজ - মানুষের মনস্তত্ব নিয়ে গবেষণা করা, মসিয়ে!'

‘তাই নাকি!’, আমি বললাম।

বোঝাই যাচ্ছে আমিই ঠিক, অবসরপ্রাপ্ত নাপিত। কারণ একজন নাপিতের চেয়ে মানুষের মনস্তত্ব আর কে ভাল বুঝতে পারে?

‘আমার একজন বন্ধুও ছিল - বছর ধরে আমার সাথে থেকেছে। মাঝে মাঝে এমন বোকার মত আচরণ করতে যে, মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু খুব কাছের লোক ছিল। বুঝতেই পারছেন, আমি তার বোকামিও মিস করছি। তার অপরিপক্ক আচরণ, তার সৎ স্বভাব, তাঁকে আমার বুদ্ধি দিয়ে বোকা বানানো - সব মিলিয়ে তাকে আমি খুব মিস করি।’

‘কেন সে কি মারা গেছে?’, আমি সমবেদনার সুরে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘না, না। সে ভালই আছে। কিন্তু দুনিয়ার উলটো দিকে। সে এখন আর্জেন্টিনায় থাকে।’

‘আর্জেন্টিনায়?’, আমি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েই বললাম। আমি সবসময় দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে চেয়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি সমবেদনার দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে, ছোট খাট হলেও বেশ বুদ্ধিমান।

‘আপনার সেখানে যাবার ইচ্ছা আছে, তাই না?’, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লাম। ‘যেতে পারতাম,’

বললাম, ‘এক বছর আগে হলে। কিন্তু আমি বোকার মত কাজ করে এখন তার খেসারত দিচ্ছি! না ভুল হল। বোকার চেয়েও খারাপ কাজ - একেবারে লোভীর মত। আমি ছায়ার লোভে শরীরকে বাজিতে ধরেছি।’

‘বুঝতে পেরেছি।’, মি. পোয়ারো বললেন, ‘আন্দাজে ব্যবসায় খাটিয়েছেন?’

আমি হতাশ হয়ে মাথা নাড়লাম, কিন্তু লোকটার আচরণে মনে মনে কিছুটা আনন্দই পেলাম। এই আজব ছোট মানুষটার আচরণ অস্বাভাবিক রকমের গাম্ভীর্যপূর্ণ।

‘নতুন গড়ে ওঠা তেলের খনিতে খাটান নি ত?’ তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘একবার তাদের উপর খাটাব ভাবছিলাম। কিন্তু পরে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটা স্বর্নখনিতে খাটিয়েছিলাম।’

আমার প্রতিবেশী আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইলেন। চোখের দৃষ্টিতে কি বুঝতে পারলাম না।

‘ভাগ্যের খেলা’, অবশেষে তিনি বললাম।

‘কি ভাগ্যের খেলা?’, আমি বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘কি আর? আমাকে ভাগ্য আমাকে এমন এক লোকের লোকের প্রতিবেশী বানিয়েছে, যে কিনা তেলের খনি আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্নখনিতে টাকা খাটাবার কথা চিন্তা করে। আপনি মাঝবয়সী, অভিজ্ঞ, তার উপর ডাক্তার। এমন একজন মানুষ, যিনি আমাদের জীবনের

অধিকাংশ জিনিসের অন্ধকার দিকটার কথা জানেন। যাই হোক, খুব খুশি হলাম যে আমরা প্রতিবেশী। আশা করি, আমার সবচেয়ে ভাল লাউটি আপনি গ্রহণ করবেন আর আপনার অসাধারণ বোনটির জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে যাবেন।'

তিনি কথা বলা থামিয়ে আগ্রহের সাথে তাঁর জমির এক বিশাল লাউ আমাকে দিলেন। আমিও আগ্রহভরেই গ্রহণ করলাম।

'আসলেই', ছোট মানুষটি আনন্দ চিত্তে বললেন, 'সকালটা নষ্ট হতে হতে বেঁচে গেল। আমার এমন একজনের সাথে পরিচয় হল, যার সাথে আমার সেই দূরের বন্ধুর অনেক মিল। আচ্ছা, কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করার ছিল। আপনি ত সম্ভবত গ্রামের সবাইকে চেনেন। একজন যুবককে দেখলাম। কালো চুল আর চোখ, দেখতেও হ্যান্ডসাম। হাঁটার সময় মাথা কিছুটা পিছনে হেলানো থাকে, সুন্দর করে হাসে। চেনেন?'

বর্ননা শুনেই বুঝে গিয়েছি, কার কথা বলছেন। 'ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটন ছাড়া আর কেউ নন।', আমি ধীরে ধীরে বললাম।

'আমি কিন্তু তাকে আগে এখানে দেখি নি।'

'নাহ, বেশ কিছুদিনের মাঝে সে এখানে আসেনি। কিন্তু আসলে সে ফ্রেনলি পার্কের মি. রজার এ্যাকরয়েডের ছেলে - দত্তক নেয়া ছেলে।'

আমার প্রতিবেশীকে অধৈর্য মনে হল, 'তাই নাকি! আমার আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল। মি. এ্যাকরয়েডের মুখে অনেক বারই ছেলেটার কথা শুনেছি।'

‘আপনি মিঃ এ্যাকরয়েডকে চেনেন?’, আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

‘মি. এ্যাকরয়েডের সাথে আমার লন্ডনে পরিচয় - আমি তখন লন্ডনে কর্মরত ছিলাম। আমি অবশ্য তাঁকে অনুরোধ করেছি, যেন আমার পেশা সম্পর্কে এখানকার কাউকে কিছু না বলেন। এখানকার লোকেরা আমার নামকেও ভুলভাবে উচ্চারণ করে, তাও ঠিক করে দেই নি। ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটন আর মি. এ্যাকরয়েডের সুন্দরী ভাতিজি মিস ফ্লোরা ত একে অন্যের বাগদত্তা তাই না?’

‘কে বলল আপনাকে?’, আমি হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘মি. এ্যাকরয়েড নিজেই। এক সপ্তাহ আগে হবে। তাঁকে বেশ খুশিই মনে হল - অনেক দিন ধরেই নাকি মনে মনে এমনটা চাচ্ছিলেন। তবে আমার বিশ্বাস, তিনি ছেলেটিকে কিছুটা হলেও চাপে রেখেছিলেন। এটা বুদ্ধিমানের মত কাজ হয়নি। কোন যুবক যদি বিয়ে করে, তাহলে নিজের জন্য করা উচিত - নিজের সৎ বাপকে খুশি করার জন্য নয়।’

আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, এ্যাকরয়েডের মত একজন লোক কেন একজন নাপিতকে এমন গোপন কথা বলবেন।

ঠিক সেই সময় ক্যারোলিন আমাকে ডাকল। আমি ভিতরে গেলাম। ক্যারোলিনকে দেখলাম তার হ্যাট পড়া অবস্থায়। বোঝাই যাচ্ছে, কেবল গ্রাম থেকে ফিরল। সে বাড়তি কোন কথা বলা ছাড়াই শুরু করে দিল। ‘আমার মি. এ্যাকরয়েডের সাথে দেখা হয়েছে, তাঁকে রালফের

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি পুরো হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর কোন ধারণাই ছিল না যে, ছেলেটা এখন এখানে। এরপর তিনি আমাকে বললেন যে, রালফ আর ফ্লোরা এখন একে অন্যের বাগদত্তা। আমিও মি. এ্যাকরয়েডকে জানিয়ে দিয়েছি যে, রালফ থ্রি বোরসে উঠেছে।'

'ক্যারোলিন,' আমি বললাম, 'তোমার কি কখনোই মনে হয় না যে, তোমার এই বকবক করা স্বভাব কত ক্ষতিকর?'

'ধুর, বোকার মত কথা বলিস না ত।' আমার বোনের উত্তর, 'লোকের জানা উচিত। মি. এ্যাকরয়েডের কথাই ধর। আমার মনে হয় উনি সেখান থেকে সোজা থ্রি বোরসে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু রালফকে সেখানে পাননি। কারণ, আমি যখন বনের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম-'

'বনের ভিতর দিয়ে?' আমি ক্যারোলিনকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্যারোলিনও তাহলে লজ্জা পায়! কেননা দেখলাম সে একটু লাল হয়ে গেল। 'কি করব বল? কত সুন্দর একটা দিন।' সে বলল, 'আমি ভাবলাম একটু হেঁটে বেড়াই। বনের গাছ গুলো দেখতে যে কি সুন্দর লাগে এই সময়।'

ক্যারোলিন বছরের কোন সময়ই বনের সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। আর কিং'স এ্যাবটে সবার চোখ এড়িয়ে কোন মেয়ের সাথে কথা বলার একমাত্র জায়গা হল এই বন। ও আর বনটা ফ্রেনলি পার্কের সাথেই।

'যাইহোক, আমি বনের ভিতর দিয়ে ফিরে আসছিলাম, এমন

সময় গলার আওয়াজ কানে এল। একটা গলা রালফ প্যাটনের - আমি শোনার সাথে সাথেই চিনতে পেরেছি। অন্যটা কোন এক মেয়ের। মেয়েটা কিছু বলল - আমি বুঝতে পারি নি। রালফ উত্তর দিল। শুনে মনে হচ্ছিল বেশ রাগান্বিত। 'দেখ প্রিয়তম,' সে বলল, 'বুঝতে পারছ না যে বাবা জেনে গেলে আমাকে ত্যাজ্য করবে? একটা ফুটো পয়সাও পাব না? আর খবরটা না জানালে, বুড়ো লোকটা মারা গেলেই, আমি বিশাল ধনী হয়ে যাব। আমি চাই না, সে তাঁর উইল পরিবর্তন করুক। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি দুঃশ্চিন্তা কর না।' কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয়, তখনই আমার পা কোন শুকনো ডালের উপর পড়ে। ওরা আওয়াজ শুনতে পেয়ে গলা নামিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে সেখান থেকে চলে যায়। আমি ত আর তাদের পিছনে দৌড়ে যেতে পারি না। তাই, মেয়েটা কে সেটা দেখতে পাই নি।'

আমি ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য বিড়বিড় করে বললাম, আমার রোগী দেখতে হবে। আর সেখান থেকে সরে পড়লাম।

কিন্তু নিজেই থ্রি বোরসের দিকে রওয়ানা হলাম। রালফ প্যাটনের এতক্ষণে ফিরে আসার কথা। রালফ প্যাটনের যেন জন্মই হয়েছে, বিনা কষ্টে অন্যদের মুগ্ধ করার জন্য। কপাল ভাল, যে রালফ ওর মায়ের বদভ্যাস পায় নি। যদিও নিজেকে নিয়েই বেশী ব্যস্ত, অমিতব্যয়ী, দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতিই শ্রদ্ধা বোধ নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে সবাই ওকে পছন্দই করত। ওর সব বন্ধুরা ওকে পূজা করত। আমি ওর রুম নাম্বার জেনে সোজা তার রুমে চলে গেলাম।

‘আরে, শেপার্ড! আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।’

সে আমাকে দেখে এগিয়ে এল, হাত বাড়ানো, মুখে সেই জগত ভুলানো হাসি। ‘এই মরার জায়গায় একমাত্র যে লোককে দেখতে পেলে আমি খুশি হই।’

আমি ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখানে কি করছ তুমি?’

সে একটা হতাশ হাসি হেসে বলল, ‘অনেক লম্বা গল্প। দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু, আগে একটা ড্রিংক হয়ে যাক?’

‘দাও।’ আমি বললাম।

সে বেলটা চাপল, এরপর ফিরে এসে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

‘সোজা সাপ্টা ভাষায় বললে,’ সে দুঃখভরা স্বরে বলল, ‘আমি খুব খারাপ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি। এখন কি করব, কই যাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটা আমার বোকা পালক পিতাকে নিয়ে।’

‘কেন? তিনি আবার কি করলেন?’

‘এখনও করেনি, করবে!’

‘আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?’ আমি জানতে চাইলাম।

সে মাথা নেড়ে বলল, ‘অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার। কিন্তু এমনই একটা ব্যাপার যে আপনার থেকেও গোপন রাখতে হচ্ছে। কিছু করলে আমার একাই করতে হবে।’

চার
ফ্রেনলিতে ডিনার

সাড়ে সাতটার অল্প কিছু আগে আমি ফ্রেনলিতে পৌঁছলাম। সদর দরজার বেল টিপতেই পার্কার, ফ্রেনলি পার্কের পরিচারক, এসে দরজা খুলে দিল। পার্কার আমার ওভারকোট খুলে নিল। ঠিক সে মুহূর্তেই আমি দেখলাম রেমন্ড, রজার এ্যাকরয়েডের হাসি খুশি সেক্রেটারি, হলের ভিতর দিয়ে এ্যাকরয়েডের স্টাডির দিকে যাচ্ছে। হাতে একগাদা কাগজ।

'শুভ সন্ধ্যা, ডাক্তার সাহেব। দাওয়াত না কাজ?'

আমার কালো ব্যাগের দিকে প্রশ্নটা করা হল। ব্যাগটা আমি ততক্ষণে ওকের তৈরি টেবিলটায় রেখে দিয়েছি।

আমি বুঝিয়ে বললাম যে, যেকোন মুহূর্তে আমার একটা কল আসতে পারে, তাও আমি একেবারে তৈরি হয়েই এসেছি। রেমন্ড মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল যে সে বুঝতে পেরেছে। এরপর স্টাডির দিকে হেঁটে যেতে যেতে বলল, 'ড্রয়িং রুমে চলে যান। আমি এই কাগজ গুলো মি. এ্যাকরয়েডকে দিয়েই আসছি। উনাকে বলেও দিব যে, আপনি এসেছেন।'

আমি দরজার হ্যান্ডেল ঘুরাচ্ছি, এমন সময় আমার কানে একটা অস্ফুট আওয়াজ এসেছিল। মনে হচ্ছিল ঘরের ভিতর থেকে কোন আওয়াজ এসেছে, যেন কোন জানালা বন্ধ করার আওয়াজ। আমি খুব

ভালমত লক্ষ করি নি ব্যাপারটা, তখনকার জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই মিস রাসেলের সাথে প্রায় ধাক্কা গেলাম। আমি ঢুকছিলাম, উনি বোরচ্ছিলেন। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি হল, মিস রাসেল কি দারুণ সুন্দরী এক মহিলা!

'আমি মনে হয়েই একটু আগেই এসে পড়েছি।' আমি বললাম।

'আমার তা মনে হয় না। সাড়ে সাতটার বেশিই বাজে এখন, ডা. শেপার্ড। যাই হোক এখন যেতে হবে। মি. এ্যাকরয়েড যে কোন সময় নেমে আসবেন। আমি...আমি ফুল গুলোর অবস্থা দেখার জন্য এসেছিলাম।'

তিনি তাড়াহুড়ো করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি জানালা পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাবছিলাম, উনার কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন, কৈফিয়ত দিচ্ছেন। জানালা গুলো লম্বা ফ্রেঞ্চ ধরণের ছিল, যেগুলো টেরেসে খোলে। আজকেই প্রথম খেয়াল করলাম, যদিও এগুলো এর আগে হাজার বার দেখেছি। যাই হোক, এতে বোঝা গেল যে, আমি যে আওয়াজটা শুনেছি, সেটা জানালা বন্ধ হবার আওয়াজ হতেই পারে না।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল, একটা সিলভার টেবিলের উপর (অন্তত আমি সেই নামেই এগুলোকে ডাকতে শুনেছি)। এই ধরনের টেবিলে ঢাকনা উপরে খোলা যে, আর একটা গ্লাসের আবরণ থাকায় ভিতরের জিনিস দেখা যায়। আমি সেটার কাছে গেলাম, ভিতরে উঁকি দিয়ে, কি কি জিনিস রাখা আছে দেখার চেষ্টা করলাম। ভিতরে একটা বা দুইটা রুপার টুকরা ছিল, রাজা প্রথম চার্লস এর পড়া একটা

বাচ্চাদের জুতো, কয়েকটা চাইনিজ জেড পাথরের মূর্তি আর অনেকগুলো আফ্রিকা জিনিস পত্র ছিল। আমি জেড পাথরের মূর্তিগুলোকে আরও কাছ থেকে দেখার জন্য টেবিলের ঢাকনা উঁচু করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঢাকনাটা আমার হাত ফস্কে নীচে পড়ে গেল।

একদম সাথে সাথেই আমি বুঝতে পারলাম যে, এই আওয়াজটাই আমি শুনেছি। মানে, কেউ একজন খুব ধীরে ঢাকনাটা খুলে আবার নামিয়ে রেখেছিল। আমি আরও দুই একবার ঢাকনা নামিয়ে আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হলাম।

এরপর আমি ঢাকনা খুলে ফেললাম - আরও ভালোভাবে দেখার জন্য।

ফ্লোরা এ্যাকরয়েড যখন রুমে ঢোকে, আমি তখনও সিলভার টেবিলটার উপর উপুড় হয়ে দেখছি।

ফ্লোরা এ্যাকরয়েডকে কেউ পছন্দ করুক আর না করুক, তার রূপে সকলেই মুগ্ধ। একেবারে আসল স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের মত সোনালী চুল, চোখের রঙ নীল, গায়ের রঙ গোলাপি।

'আপনি কিন্তু এখনও আমাকে অভিনন্দন জানাননি, ডা. শেপার্ড।' বলল ফ্লোরা, 'আপনি কি শোনেন নি?'

সে তার বাম হাত আমার দিকে এগিয়ে দিল। বাম হাতের তৃতীয় আঙ্গুলে, খুব দামী আর সুন্দর একটা মুক্তার আংটি শোভা পাচ্ছে।

'আমি রালফকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।' সে ঘোষণার সুরে বলল, 'আংকেল খুবই আনন্দিত। এই বিয়ের ফলে আমি পরিবারের সাথেই

থাকছি।'

আমি তার দুই হাত আমার হাতে নিলাম।

'আমি খুবই খুশী হয়েছি।' বললাম, 'আমি দোয়া করি তুমি খুশী হও।'

'প্রায় এক মাস হয়ে গেল আমাদের বাগদানের।' ফ্লোরা আনন্দিত সুরে বলল, 'কিন্তু বাগদানের ঘোষণা গতকালই দেয়া হয়েছে। আংকেল সম্ভবত ক্রস - স্টোনসে চলে যাবেন। আমাদের জন্য ফ্রেনলি পার্ক ছেড়ে দিবেন। আমরা এখানে থাকব, ফার্ম চালাবো। কিন্তু আমার ইচ্ছা আরও অনেক কিছু করার। শীতের মৌসুমে শিকার করে কাটাব, বসন্তটা কাটাব শহরে। ও আর ইয়ট, জানেন, আমি সমুদ্র ভালবাসি। ও সেই সাথে, এলাকার চার্চের ব্যাপার গুলোতেও বেশি করে মনোযোগ দিব। মায়ের সব মিটিং গুলোতেও যাব।'

ঠিক সেই সময়েই মিসেস এ্যাকরয়েড দৌড়ে ঢুকলেন, দেরী করার জন্য বারবার মাফ চাচ্ছেন।

বলতে লজ্জাই লাগছে, আমি মিসেস এ্যাকরয়েডকে অপছন্দ করি। আমার মতে, তাকে যে কেউ অপছন্দ করবে। তার চোখ দুটো নীল আর ছোট ছোট; মুখ থেকে যাই বের হোক না কেন, চোখ সবসময় ঠাণ্ডা আর হিসেবী।

আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম, ফ্লোরা জানালার মাসেই দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছালে, তিনি আমার দিকে তার চামড়া সর্বস্ব হাত এগিয়ে দিলেন। এক নিঃশ্বাসে একগাদা কথা বললেন - আমি

ফ্লোরার বাগদানের কথা শুনেছি কিনা? সব দিক থেকেই মানানসই একটা জুটি। ছেলে মেয়েরা - যাকে বলে প্রথম দেখায় একে অন্যের প্রেমে পড়ে যায়। কি সুন্দর একটা জুটি।

আমাকে মিসেস এ্যাকরয়েডের হাত থেকে বাঁচাতেই যেন ড্রয়িং রুমের দরজা খুলে গেল।

'আপনি নিশ্চয় মেজর ব্লান্টকে চেনেন, তাই না? '

'অবশ্যই।' আমি বললাম।

অনেকেই হেক্টর ব্লান্টকে চিনি - সরাসরি না হলেও, নামে ত অবশ্যই। তিনি তাঁর জীবনে এতসব বন্য প্রাণীকে হত্যা করেছেন যে তা গোনার বাইরে। যখন উনার প্রসঙ্গ আসে, লোকেরা বলে - ব্লান্ট, মানে সেই বিখ্যাত শিকারির কথা বলছেন?

রজার এ্যাকরয়েডের সাথে হেক্টর ব্লান্টের বন্ধুত্বের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। দুই জনের মাঝে এত অমিল। হেক্টর ব্লান্ট, এ্যাকরয়েডের চেয়ে বছর পাঁচেক ছোট। জীবনের শুরুর দিকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু। পরে দুইজনের জীবন দুই দিকে গেলেও, বন্ধুত্বটা অবশিষ্ট আছে। প্রতি দুই বছরের মাঝে একবার হলেও ব্লান্ট দুই সপ্তাহের জন্য ফ্রেনলিতে বেড়াতে আসেন। ফ্রেনলির দেয়ালে ঝোলানো একটা বিশাল প্রাণীর কর্তিত মাথা, তাও অনেকগুলো বড়বড় শিংসহ - তাঁদের বন্ধুত্বের সাক্ষ্য দেয়।

ব্লান্ট রুমে ঢুকলেন। তাঁর সচরাচর হালকা পায়ে; অদ্ভুত হলেও, কার্যকর। উনি লম্বায় মাঝামাঝি, পেটা শরীর। তাঁর চেহারা মেহগনির মত, দেখে মনে কি চলছে বোঝা যায় না। তাঁর ধূসর চোখ জোড়া দেখে

মনে হয় অনেক দূরের কিছু ভাবছেন। তিনি কথা খুব কমই বলেন, যে টুকু বলেন, মনে হয় জোর করে বলছেন।

তিনি উনার সচরাচর ভঙ্গীতে বললেন, 'কেমন আছেন, শেপার্ড?'। এরপর ফায়রপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখলেন, মনে হচ্ছে যেন টিমবাকটুতে কি ঘটছে, তা দেখছেন।

'মেজর ব্লান্ট,' ফ্লোরা বলল, 'আমাকে এই আফ্রিকান জিনিসগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন না। আমি নিশ্চিত আপনি জানেন, এগুলো কি?'

অনেকেই বলে, মেজর ব্লান্ট মেয়েদেরকে পছন্দ করেন না। কিন্তু, আমি দেখলাম, তিনি ফ্লোরার দিকে খুব আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে গেলেন। তারা এক সাথে ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর।

***

ডিনার খুব একটা আনন্দদায়ক ছিল না। এ্যাকরয়েডকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, উনার মনের মাঝে কিছু একটা চলছে। তাঁকে বিধ্বস্ত লাগছিল, মুখে কিছুই দেন নি।

'আমাদের কফি খেওয়া শেষ হলেই, আর কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না।', তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, 'আমি রেমন্ডকে বলে রেখেছি, যেন কেউ আমাকে বিরক্ত না করে।'

পার্কার কফি নিয়ে ঘরে এলে, তিনি আগুনের ধারে আর্মচেয়ারে এসে বসলেন।

‘আমার খাবার পরে যে ব্যথাটা হত, সেটা ফিরে এসেছে।’ এ্যাকরয়েড শান্ত স্বরে কফি খেতে খেতে বললেন, ‘আপনার সেই ট্যাবলেটগুলো আবার লাগবে মনে হচ্ছে।’

আমার মনে হল, তিনি চাচ্ছেন আমাদের এই মিটিংটা যেন পার্কারের কাছে একটা চিকিৎসা সংক্রান্ত মিটিং মনে হয়। তাই আমিও জানালাম।

‘আমিও তেমনটাই ভেবেছিলাম, আমি কিছু সাথে নিয়েই এসেছি। কিন্তু সেগুলো আমার ব্যাগে রাখা আছে। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি - ব্যাগটা নীচে আছে।’

এ্যাকরয়েড আমাকে বাধা দিলেন, ‘আপনার কষ্ট করার কি দরকার? পার্কার এনে দিবে। ডাক্তার সাহেবের ব্যাগটা নিয়ে এসো ত পার্কার।’

‘অবশ্যই, স্যার।’

পার্কার চলে গেল। আমি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতেই, এ্যাকরয়েড হাতের ইশারায় আমাকে থামিয়ে দিলেন।

‘দাঁড়ান, এখনই না। আগে দেখুন, জানালাটা বন্ধ কিনা?’

আমি উঠে গিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলাম। এই জানালাটি ফ্রেঞ্চ ধরনের না, সাধারণ স্যাশ ধরনের। জানালাটার সামনে একটা ভারী, নীল ভেলভেটের পর্দা ঝোলান, কিন্তু জানালা খোলাই ছিল।

পার্কার হাতে আমার ব্যাগ নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল, আমি তখনও জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

‘ধন্যবাদ, পার্কার।’ আমি রুমের ভিতরে এসে বললাম।

পার্কার চলে যেতেই, আমি রজারের দিকে ফিরে বললাম, ‘আচ্ছা, ব্যাপারটা কি এ্যাকরয়েড?’

পার্কার এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, না হয় এই প্রশ্নটা করতাম না।

এ্যাকরয়েড উত্তর দেবার আগে একটু অপেক্ষা করলেন।

‘আমি অত্যন্ত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে আছি।’ তিনি একটু চুপ থেকে বললেন, ‘গতকাল মিসেস ফেরার্স নিজেই আমাকে বলেছিলেন - উনার স্বামীকে তিনি বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন।’

‘কিন্তু মিসেস ফেরার্স আপনাকে এমন একটা কথা কেন বলবেন?’

‘বলছি, মাস তিনেক আগে, আমি মিসেস ফেরার্সেকে বিয়ের প্রস্তাব দেই। তিনি রাজী হন। কিন্তু উনার শোকের বছরটা পার না হওয়া পর্যন্ত, প্রকাশ্যে কোন ঘোষণা না দেবার অনুরোধ করেন। গতকাল আমি উনার সাথে যোগাযোগ করি,তাঁকে মনে করিয়ে দেই যে উনার স্বামী মারা যাবার এক বছর পার হয়েও তিন সপ্তাহ বেশী হয়ে গেছে। তাই, এখন প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে কোন বাধা নেই।’

‘আমি আগেই খেয়াল করেছিলাম যে, গত কিছু দিন হল তিনি কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করছিলেন। তাঁকে বাগদানটা প্রকাশ্যে ঘোষণার কথা বলতেই, তিনি ভেঙে পরলেন। তিনি আমাকে সব কিছু বললেন, তাঁর অসভ্য স্বামীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা। তাঁর

অসভ্য স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি ..... তিনি বিষ প্রয়োগ করেন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ’

‘কিন্তু, ডাঃ শেপার্ড,’ তিনি বললেন। গলার স্বর নিচু, একঘেয়ে, ‘সম্ভবত, ব্যাপারটা আরও একজন জানত - সে নাকি মিসেস ফেরার্সকে বেশ কিছু দিন ধরেই ব্ল্যাক মেইল করছিল। ব্ল্যাক মেইলের ভয়ে তাঁর পাগল হয়ে যাবার মত ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।’

‘কে?’

‘তিনি আমাকে ব্ল্যাক মেলারের নাম বলেন নি।’ এ্যাকরয়েড আস্তে বললেন, ‘এমনকি তিনি এটাও বলেন নি যে, ব্ল্যাক মেলার পুরুষ না মহিলা। কিন্তু এমন একটা কাজ কোন মেয়েমানুষের পক্ষে -’

‘আমিও একমত,’ আমি বললাম, ‘আমারও মনে হয় ব্ল্যাক মেলার পুরুষ হবে। আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?’

এ্যাকরয়েড উত্তর না দিয়ে ঘোঁত করে উঠলেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

‘সন্দেহ?’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু অসম্ভব। পাগল না হলে এমন কথা ভাবাও অসম্ভব। আমার সন্দেহের কথা আপনাকে বলতেও বাঁধছে। তবে এতটুকু বলতে পারি - মিসেস ফেরার্সের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, আমার ঘরের কেউই কালপ্রিট। কিন্তু তা ত অসম্ভব, আমি সম্ভবত তাঁকে ভুল বুঝেছি।’

‘আপনি তাঁকে কি বলেছিলেন?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘আমি কি বলব? বলার মত কিই বা আছে? তিনি আমার সাথে

ব্যাপারটা শেয়ার করে, আমাকে সহযোগী বানিয়ে ফেলেছিলেন। মানে পুলিশের কাছে গিয়ে স্বীকার না করলে আমাকেও খুনের সহযোগী হিসেবে ধরা হবে। মিসেস ফেরার্স আমার কাছে ২৪ ঘণ্টা সময় চান; আমার কাছ থেকে ওয়াদা নেন - যেন আমি এর মাঝে কিছুই না করি। ও আর তিনি তাঁর ব্ল্যাক মেলারের নাম কোনভাবেই বলতে রাজী হন নি। মনে হয়, তিনি ভেবেছিলেন, আমি সরাসরি লোকটার কাছে গিয়ে তাকে চেপে ধরব। বিদায়ের সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি চব্বিশ ঘণ্টার মাঝেই উনার কাছ থেকে কোন না কোন খবর পাব। মাই গড! শেপার্ড, আমি ওয়াদা করেছি, আমি কখনোই ভাবিনি সে সুইসাইড করবে! এখন আমার মনে হচ্ছে, হয়ত আমার জন্যই.....'

'আরে না,' আমি বললাম, 'শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিবেন না। তাঁর মৃত্যুতে আপনার কোন হাত নেই।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আমি কি করব? অসহায় মেয়েটা এখন মৃত। শুধু শুধু ঝামেলা করে লাভ কি?'

'আমার মনে হয়, আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমি বললাম।

'কিন্তু আরেকটা ব্যাপার। যে হারামজাদা ওঁকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাকে আমি কিভাবে শাস্তি দেব? বদ লোকটা প্রথম অপরাধের কথা জানত, আর ব্যাপারটা থেকে শকুনের মত করে ফায়দা নিয়েছে। মিসেস ফেরার্স, তাঁর কৃতকর্মের সাজা পেয়েছেন। লোকটা পার পেয়ে যাবে?'

'বুঝতে পেরেছি।' আমি ধীরে বললাম, 'আপনি লোকটাকে খুঁজে

বের করতে চান? ব্যাপারটা কিন্তু অনেক সমস্যার জন্ম দিবে। জানাজানি হবে। এমনকি লোকেরা এমনও সন্দেহ করে বসতে পারে যে, আপনি আসলেই তাঁর সহযোগী ...'

'সেগুলো আমি চিন্তা করেই দেখেছি। দেখুন, শেপার্ড; ধরুন আমি ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটালাম না। কিন্তু যদি তাঁর কাছ থেকে আবার কোন সংবাদ না পাই, তাহলে বাদ দিয়ে দিতেই হবে।'

'তাঁর কাছে থেকে সংবাদ মানে?' আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যার আগে আমার জন্য কোথাও না কোথাও, কোন না কোনভাবে আমার জন্য কিছু একটা সংবাদ রেখে গিয়েছেন। আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার মনে হয়।'

দরজাটি নিঃশব্দে খুলে গেল। পার্কার হাতে কয়েকটা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

'বিকালের চিঠিগুলো এসেছে, স্যার।' চিঠিগুলো এ্যাকরয়েডের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল।

এরপর সে কফির কাপগুলো নিয়ে চলে গেল।

আমার মনোযোগ আবার এ্যাকরয়েডের দিকে ফিরে এল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি পাথরের কোন মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন একটা নীল খামের দিকে, অন্য চিঠিগুলো তাঁর হাত থেকে মাটিতে পরে গিয়েছে।

‘তাঁর হাতের লেখা।’ তিনি ফিসফিস করে বললেন। ‘তিনি মনে হয় গতরাতেই চিঠিটা পোষ্ট করেছেন। আত্মহত্যা করার-’

তিনি খামটার মুখ ছিঁড়ে, ভিতর থেকে একগাদা কাগজ বের করলেন।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, ‘জানালা বন্ধ ত?’

‘জ্বি, হ্যাঁ। কেন?’

‘সারা সন্ধ্যা ধরে আমার মনে হচ্ছে, কেউ আমার উপর নজর রাখছে। ঐ টা কি?’

তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই সাথে আমিও। আমাদের দুই জনেরই মনে হল, দরজার হ্যান্ডেল কিছুটা নড়ে উঠল। আমি দরজার দিকে গিয়ে, খুলে দেখলাম। সেখানে কেউ নেই।

‘ঝামেলা’, এ্যাকরয়েড নিজেকেই বিড়বিড় করে বললেন।

তিনি কাগজ গুলো খুলে নিচু স্বরে পড়তে শুরু করলেন।

‘আমার প্রিয়, প্রিয় রজার, - জানের বিনিময়ে জান। আমি জানি - তোমার চেহারায় আজ বিকালে আমি এই ধারণাই খেলতে দেখেছি। বুঝতেই পারছ, আমার সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে। আমি চাই, যে লোকটা আমার জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দিয়েছে, তুমি তাঁকে খুঁজে বের কর। আমি আজ বিকালে তোমাকে তার নাম বলতে চাই নি, কিন্তু এখন চিঠি লিখে তোমাকে জানাচ্ছি। আমার কোন ছেলে মেয়ে নেই, কোন নিকটাত্মীয়ও নেই। তাই জানাজানি ভয় করি না। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, আমার প্রিয় রজার, আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমাকে

কষ্ট দেবার কোন ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। আমাকে ক্ষমা করে দিও, কারণ যখন সময় এল, তখন ...'

এ্যাকরয়েড থেমে গেলেন, হাত কাগজের উপর।

'শেপার্ড, আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু চিঠির এই অংশটুকু আমি একা একা পড়তে চাই।' তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'এই অংশটুকু শুধুই আমার জন্য।'

তিনি চিঠিটি খামে ভরে টেবিলের উপর রাখলেন, 'পরে, আমি যখন একা থাকব, তখন পড়ব।'

'না।' আমি চীৎকার করে বললাম, 'এখনই পড়ুন।'

এ্যাকরয়েড অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি ক্ষমা চাই।' আমি বললাম, লজ্জায় লাল। 'আমাকে পড়ে শোনাতে চাই নি। কিন্তু বাকি টুকু আমি এখানে থাকতে থাকতেই পড়ে ফেলুন।'

এ্যাকরয়েড মাথা নেড়ে না করলেন, 'নাহ, পরেই পড়ব।'

কিন্তু জানি না কেন, আমি তাঁকে চিঠিটা পুরো পড়ার জন্য চাপ দিলাম।

'অন্তত, লোকটার নাম ত পড়ুন।' আমি বললাম।

এ্যাকরয়েড লোকটা অত্যন্ত একগুঁয়ে। আপনি তাঁকে কিছু একটা করার জন্য জোরাজুরি করলে, তিনি তাঁর উল্টাটা করবেন। আমার সব তর্ক, যুক্তি জলে গেল।

পার্কার নয়টা বাজার বিশ মিনিট আগে চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢোকে,

এর দশ মিনিট পর যখন আমি তাঁকে ছেড়ে এলাম, তখনও চিঠিটা তিনি পড়েন নি। আমি বের হবার আগে, দরজার হ্যান্ডেল ধরে আবার পিছনে তাকালাম, ভাবলাম, আমার করার মত কিছু বাকি আছে কিনা। আর কিছুই মাথায় এল না। আফসোসের সাথে মাথা নেড়ে আমি বেরিয়ে এলাম, দরজাটা বন্ধ করে।

আমি ঘর থেকে বের হতেই চমকে উঠলাম, পার্কার একদম কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে বিব্রত মনে হল। সম্ভবত, দরজায় কান লাগিয়ে শুনছিল।

'মি. এ্যাকরয়েড চান না যে, কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক।' আমি ঠাণ্ডা স্বরে বললাম, 'তোমাকে বলতে বলে দিয়েছেন।'

***

আমি যখন লজের দরজা দিয়ে বের হচ্ছি, কানে গ্রামের চার্চের ঘড়ির আওয়াজ ভেসে এলো - নয়টা বাজে। দশ মিনিটের মাথায় আমি বাসায় ফিরে এলাম।

দশটা পনের এর দিকে আমরা উপরে, আমাদের শোবার ঘরের দিকে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছি কি উঠিনি, ফোনের আওয়াজ কানে এল।

'কি?' আমি বললাম, 'এখনই আসছি।'

'পার্কার ফোন করেছে', আমি ক্যারোলিনকে চীৎকার করে বললাম, 'ফ্রেনলি থেকে। রজার এ্যাকরয়েডকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।'

পাঁচ
খুন

আমি যতদ্রুত সম্ভব গাড়ী হাঁকিয়ে ফ্রেনলিতে পৌঁছলাম। লাফিয়ে নেমে অধৈর্য ভাবে বেল চাপলাম। দরজা খুলতে কিছু দেরী হচ্ছিল বলে, আমি আবার বেল চাপলাম।

কানে শিকল নড়াচড়ার আওয়াজ ভেসে এলো। এরপর দেখলাম পার্কার, তার বিরক্তিকর পাথরের মত চেহারা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'তিনি কোথায়?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুলিশকে জানানো হয়েছে?'

'পুলিশকে স্যার? পুলিশের কথা বলছেন?' পার্কার আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন ভূত দেখছে।

'তোমার কি হয়েছে, পার্কার? তুমি ফোনে যা বললে - তোমার মনিব খুন হয়েছেন, যদি সত্যি হয়...'

পার্কার আঁতকে উঠল।

'মনিবকে খুন করা হয়েছে? অসম্ভব, স্যার!'

এবার আমার হাঁ হয়ে থাকার পালা।

'তুমি না আমাকে এই পাঁচ মিনিট আগে আমাকে ফোন করে বললে যে তোমার মনিবকে খুন করা হয়েছে?'

‘আমি, স্যার? না ত!। এমন কিছু করার কথা ত আমি ভাবতেও পারছি না।’

‘মানে কি? তুমি বলতে চাও, ব্যাপারটা পুরোটাই মজা? মি. এ্যাকরয়েড সুস্থ আছেন?’

‘এক মিনিট, স্যার। লোকটা কি আমার নাম ব্যবহার করে ফোন করেছে?’

‘আমি তোমাকে যে শব্দ গুলো বলতে শুনেছি, সেগুলোই বলে দিতে পারি - “ডা. শেপার্ড বলছেন? আমি পার্কার, ফ্রেনলি পার্কের বাটলার। আপনি কি স্যার এখনই আসতে পারবেন? মি. এ্যাকরয়েডকে কেউ খুন করেছে।’

পার্কার আর আমি বোকার মত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

‘খুব বাজে ব্যাপার, স্যার!’ সে অবশেষে মুখ খুলল, ‘এমন বাজে ঠাট্টার কথা আমি ভাবতেও পারি না।’

‘মি. এ্যাকরয়েড কোথায়?’ আমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম।

‘আমার ধারণা, এখনো স্টাডিতেই আছেন, স্যার। ভদ্রমহিলারা, দুজনেই ঘুমাতে গিয়েছেন। মেজর ব্লান্ট আর মি. রেমন্ড বিলিয়ার্ড রুমে আছেন।’

‘আচ্ছা, আমি শুধু এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে দেখতে চাই।’ আমি বললাম।

আমি প্রধান হল রুমের ডানের দরজাটি দিয়ে ছোট হল রুমের

দিকে এগোলাম। এই রুমের শেষ মাথাতেই এ্যাকরয়েডের স্টাডি। সেখান থেকে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপের মাথাতেই তাঁর শোবার ঘর। আমি স্টাডির দরজায় নক করলাম। কোন উত্তর এল না, দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

'আমি চেষ্টা করে দেখব, স্যার?' পার্কার অনুমতি চাইল; আমার পিছু পিছু সেও চলে এসেছে। সে হাঁটু গেঁড়ে বসে চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরে তাকাল। 'চাবিটা তালায় লাগান, স্যার।' সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'মি. এ্যাকরয়েড সম্ভবত নিজেকে ভেতরে রেখেই তালা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

আমি দরজার হ্যান্ডেল ধরে জোরে জোরে রজারকে ডাকলাম, 'এ্যাকরয়েড, এ্যাকরয়েড, আমি শেপার্ড। দরজা খুলুন।'

কিন্তু ভেতর থেকে কোন উত্তর এলো না। আমি একটা ভারী ওকে কাঠের চেয়ার তুলে নিলাম আর জোরে আঘাত করলাম দরজার গায়ে। তিন নম্বর আঘাতের ধাক্কা তালাটি সামলাতে পারল না, ভেঙে গেল। এ্যাকরয়েডকে দেখলাম ভিতরে বসা অবস্থায়। যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম, সেভাবেই। আগুনের সামনে, আর্মচেয়ারে বসে আছেন। তাঁর মাথা একদিকে হেলে পরেছে। আর তাঁর জ্যাকেটের কলারের ঠিক নীচে, আমি একটা চকচকে ধাতব বস্তু দেখতে পেলাম।

'পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।' পার্কার বিড়বিড় করে বলল, 'কি ভয়ানক!' হাত বাড়িয়ে দিল ছুরিটার বাঁটের দিকে।

'ধরো না!' আমি তাড়াতাড়ি ওকে সাবধান করে দিলাম, 'যাও,

পুলিশকে ফোন কর। আর মি. রেমন্ড ও মেজর ব্লান্টকে এখানে নিয়ে এসো।'

'জ্বী, স্যার।'

***

আমাদের লোকাল ইন্সপেক্টরের নাম ডেভিস আর কনস্টেবল হলেন জোনস। যখন তাঁরা দুইজন এসে পৌঁছুলেন, এ্যাকরয়েডের সেক্রেটারি রেমন্ড ও মেজর ব্লান্ট, আমার সাথে এ্যাকরয়েডের স্টাডিতেই ছিলেন।

'শুভ সন্ধ্যা, ভদ্রমহোদয়েরা।' ইন্সপেক্টর ডেভিস বললেন, 'কাজের কথায় আসি, লাশ কে খুঁজে পায়?'

আমি এগিয়ে এসে পরিস্থিতিটা তাঁদেরকে ব্যাখ্যা করে বললাম।

'ফোনে কি গলাটা পার্কারে গলা বলেই মনে হচ্ছিল, ডা. শেপার্ড?'

'আসলে, সত্যি বলতে কি - আমি নিশ্চিত নই। আর কে হবে বলুন?'

'আচ্ছা, আপনার মতে। মি. এ্যাকরয়েড কতক্ষণ আগে মারা গিয়েছেন?'

'অন্তত আধা ঘণ্টা আগে।'

'দরজা ভিতর থেকে তালা বন্ধ ছিল? আর জানালা?'

'আমি সন্ধ্যার দিকে মি. এ্যাকরয়েডের সাথে কথা বলার জন্য

স্টাডিতে এসেছিলাম। তখনই জানালা বন্ধ করে দিয়েছি।'

ইন্সপেক্টর জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন, এরপর পর্দা সরিয়ে বললেন, 'কিন্তু এখন ত খোলা।'

দেখলাম সত্যিই তাই, নীচের পাল্লাটা যতদূর সম্ভব উপরে উঠানো। ডেভিস একটি মশাল হাতে নিয়ে জানালার কার্ণিসে আলো ফেললেন।

'এই যে, এই রাস্তা দিয়ে লোকটা পালিয়েছে, সম্ভবত ঢুকেছেও এদিক দিয়েই।'

মশালের আলোয় অনেক গুলো পায়ের ছাপ দেখা গেল।

'কোন দামী জিনিস হারানো গিয়েছে?'

জেফরী রেমন্ড মানা নাড়িয়ে বলল, 'আমাদের জানা মতে, না।'

আমি চুপ করে রইলাম। মিসেস ফেরার্সের লেখা চিঠিটার নীল খাম আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'হুম।' ইন্সপেক্টর বললেন, এরপর বাটলারের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, কিছুদিনের মাঝে অপরিচিত কাউকে এখানে দেখেছ?'

'জ্বি না, স্যার।'

'মি. এ্যাকরয়েডকে জীবিত শেষ কখন দেখেছ?'

'সম্ভবত, আমিই তাঁকে শেষ বার জীবিত অবস্থায় দেখেছি।' আমি বললাম, 'আমি নয়টা বাজার দশ মিনিট আগে, বের হবার সময় উনাকে শেষ দেখি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে। আমিও কথাটা পার্কারকে জানিয়ে দেই।'

‘মি. এ্যাকরয়েড সাড়ে নয়টার সময়ও জীবিত ছিলেন। আমি তাঁকে কথা বলতে শুনেছি।’

‘কার সাথে?’

‘আমি ত ধরে নিয়েছিলাম, ডা. শেপার্ডের সাথে। আমি কয়েকটা কাগজ নিয়ে কাজ করছিলাম। সেগুলোর ব্যাপারেই উনাকে জানাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর গলা শুনলাম, আমার মনে পড়ল, তিনি ডা. শেপার্ডের সাথে একা একা কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাই, আর তাঁদেরকে বিরক্ত না করে চলে আসি।’

‘তাহলে, রাত সাড়ে নয়টার সময় তাঁর সাথে কে ছিল?’ ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি সাথে ছিলেন? মি.’

‘মেজর ব্লান্ট’, আমি বললাম।

‘মেজর হেক্টর ব্লান্ট?’, ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, গলায় সমীহের সুর স্পষ্ট। ব্লান্ট মাথা নেড়ে সায় জানালেন, ‘আমি ডিনারের পর আর উনাকে দেখি নি।’

ইন্সপেক্টর ডেভিস আবার রেমন্ডের দিকে ফিরে বললেন, ‘আচ্ছা, তিনি কি বলেছিলেন, তা কি আপনি শুনতে পেয়েছিলে?’

‘অল্প কিছু কথা শুনেছিলাম। মি. এ্যাকরয়েড বলছিলেন, ‘আমার এখনকার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে, আমি এই মুহূর্তে অনুরোধটি রাখতে পারছি না... ’ এতটুকুই শুনেছি।’

‘টাকার দাবী মনে হচ্ছে,’ ইন্সপেক্টর চিন্তিত ভাবে বললেন, ‘আর মনে হচ্ছে, মি. এ্যাকরয়েড নিজেই লোকটিকে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।

যাই হোক, একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রাত সাড়ে নয়টার সময় মি. এ্যাকরয়েড জীবিত ছিলেন। আমাদের জানামতে সেই সময় পর্যন্ত তিনি সুস্থই ছিলেন।'

'বেয়াদবী ক্ষমা করবেন।' পার্কার বলল, 'আমার জানা মতে মিস ফ্লোরা, তাঁকে রাত দশটা পনের এর সময়ও জীবিত দেখেছিলেন। আমি মনিবের জন্য হুইস্কি আর সোডা নিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখি মিস ফ্লোরা রুম থেকে বের হয়ে আসছেন। তিনি আমাকে দেখে থামালেন, বললেন, তার চাচা চান না উনাকে বিরক্ত করা হোক।'

'কিন্তু আপনাকে ত আগেই বলা হয়েছে যেন তাঁকে বিরক্ত না করা হোক, তাইনা?'

'জ্বি স্যার। কিন্তু আমি সর্বদা এই সময়েই তার জন্য ড্রিংক নিয়ে যেতাম। তাই আজকেও...'

পার্কার কাঁপছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে অপরাধ বোধে ভুগছে, আতংকে নয়।

'হুমম।' ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমি এখনই মিস ফ্লোরার সাথে কথা বলতে চাই। এখনকার মত ঘরটা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক। শুধু জানালাটা বন্ধ করে দিলাম।'

এরপর তিনি ছোট হলঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম, 'কনস্টেবল জোনস, এখানেই থাক। কাউকে ঘরে ঢুকতে দিও না।'

'যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলি?' পার্কার

বলল, ‘আপনি প্রধান হলের দরজা বন্ধ করে দিলে, কেউ বাড়ির এদিকটায় আসতে পারবে না।’

ইন্সপেক্টর ডেভিস, ওর কথা শুনে হল রুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর কনস্টেবলকে নিচু গলায় কিছু নির্দেশনা দিলেন।

‘ওই পায়ের ছাপ গুলো আমাদের খুঁটিয়ে দেখা দরকার।’ ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদেরকে বললেন, ‘কিন্তু সবার আগে আমি মিস এ্যাকরয়েডের সাথে কথা বলতে চাই। তিনি কি খুনের কথা জানেন?’

রেমন্ড মাথা নেড়ে জানাল, জানে না।

‘ভালই হয়েছে। তাহলে তিনি খুনের খবরে বিচলিতে না হয়েই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। তাঁকে জানান যে বাড়িতে চুরি হয়েছে। বলুন যে, আমি চুরির ব্যাপারে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।’

পাঁচ মিনিটের মাঝেই মিস ফ্লোরা নীচে নেমে এলেন। তাকে দেখে ইন্সপেক্টর ডেভিস এগিয়ে গেলেন।

‘শুভ সন্ধ্যা, মিস এ্যাকরয়েড। জানেনই ত, বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। সেই ব্যাপারেই আপনার সাহায্য দরকার। চলুন বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে বসি।’

আমরা সবাই বিলিয়ার্ড রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

‘আচ্ছা, মিস এ্যাকরয়েড, পার্কার আমাদের বলছে - আপনাকে সে মি. এ্যাকরয়েডের স্টাডি থেকে সোয়া দশটার দিকে বেরোতে দেখেছে। কথাটা কি সত্যি?’

‘জ্বি, আমি তাঁকে শুভরাত্রি জানাতে গিয়েছিলাম।’

‘আপনার চাচার সাথে অন্য কেউ ছিল?’

‘জ্বি না, উনি একাই ছিলেন।’

‘আচ্ছা, জানালা খোলা ছিল না বন্ধ, বলতে পারবেন?’

ফ্লোরা মাথা নেড়ে জানাল, পারবে না, ‘বলতে পারি না, পর্দা নামানো ছিল।’

‘আচ্ছা, কি ঘটেছিল আমাদের জানাতে আপত্তি আছে?’

‘আমি ভিতরে ঢুকে বললাম, ‘শুভ রাত্রি, আংকেল। আমি শুতে যাচ্ছি।’ এরপর উনাকে গালে চুমো দিলাম। তিনি বললেন, ‘পার্কারকে বলে দিও, আমার আজ রাতে আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আমাকে যেন বিরক্ত না করে।’ আমি দরজার বাইরেই পার্কারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ওখানেই ওকে আংকেলের ইচ্ছার কথা বলি। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন, কি চুরি হয়েছে?’

‘আমরা এখনো ঠিক নিশ্চিত নই।’ ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, ‘আপনারা আমার কাছ থেকে কিছু লুকাচ্ছেন!’

হেক্টর ব্লান্ট এগিয়ে এসে, ফ্লোরা আর ইন্সপেক্টর ডেভিসের মাঝখানে দাঁড়াল। ফ্লোরা তাঁর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে, মেজর ব্লান্ট হাতটিকে নিজের হাতের মধ্যে নিল। ফ্লোরা এমনভাবে ব্লান্টের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, যেন একমাত্র তাঁর কাছেই সে নিরাপদ বোধ করছে।

‘খারাপ খবর, ফ্লোরা।’ ব্লান্ট ধীরে বলল, ‘রজার মারা গিয়েছে।’

‘কখন?’ ফ্লোরা ফিসফিস করে বলল।

‘তুমি তাঁকে শেষবার দেখার কিছুক্ষণ পরই, আমি দুঃখিত।’ ব্লান্ট বলল।

ফ্লোরা আর্ত চীৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ব্লান্ট আর আমি মিলে তাঁকে উপরতলায় নিয়ে গেলাম, ফ্লোরাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। এরপর আমি ব্লান্টকে অনুরোধ করলাম, সে যেন মিসেস এ্যাকরয়েডকে জাগিয়ে তোলেন আর তাঁকে খবরটা জানান।

ছয়
তিউনিশিয়ান ড্যাগার

আমি এরপর যখন ইন্সপেক্টরকে দেখলাম, তখন তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।

‘আমার সাথে একটু স্টাডিতে আসবেন, ডাক্তার সাহেব?’ ইন্সপেক্টর ডেভিস হলরুমের দরজাটা খুলে বললেন। ‘আমি আসলে চাই না আমাদের কথা অন্য কেউ শুনুক। এই ব্ল্যাক মেইলের ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন ত। পার্কার কি সত্য বলছে? নাকি বানিয়ে বানিয়ে বলল?’

‘পার্কার যদি না বাইরে থেকে আড়ি পেতে থাকে, তাহলে ত কিছুই শুনতে পাবার কথা না।’ আমি বললাম।

‘অসম্ভব কিছু না। আমার কাছে লোকটাকে সুবিধার মনে হয়নি। কিন্তু, পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদ করার সময়ও সে একই কথা বলল।’

আমি আর লুকিয়ে না রেখে, ইন্সপেক্টর সাহেবকে সব কিছু খুলে বললাম।

‘খুবই আজব একটা গল্প শুনালেন।’ আমার কথা শেষ হতে, ডেভিস বললেন। ‘আচ্ছা, আপনি কি নিশ্চিত, যে পরে আপনি চিঠিটা দেখতে পান নি? তাহলে ত খুনের একটা মোটিভ পাওয়া গেল।’

‘আপনি কি ভাবছেন পার্কার কাজটা করেছে?’

‘এখন পর্যন্ত ত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে অনুরোধ

করছি, সব তথ্য প্রমাণ জোগাড় না করা পর্যন্ত কাউকে কিছু বলবেন না।'

তিনি এ্যাকরয়েডের মৃত দেহের দিকে এগিয়ে গেলেন, 'খুনের অস্ত্রটি থেকে আমরা কোন নির্দেশনা পেতে পারি।' তিনি এ্যাকরেয়েডের গলা থেকে ছুরিটা সাবধানে খুলে আনলেন, ম্যান্টল পিসের উপরে একটা খালি ফুলদানীর উপরে রাখলেন ছুরিটাকে। 'খুব দারুণ একটা জিনিস।'

আসলেই, অসাধারণ দক্ষ হাতে বানানো খুব সুন্দর একটা ছুরি। ধারালো অংশটুকু চিকন, কারুকাজ করা বাঁট।

'বাঁটের দিকে একবার তাকান। পরিষ্কার হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছে! মি. রেমন্ডের কাছে এই ছুরিটার ব্যাপারে কিছু জানা যায় কিনা দেখি।'

আমরা বিলিয়ার্ড রুমে ফিরে এলাম, ফুলদানীটা সহই। ইন্সপেক্টর ডেভিস ফুলদানীর উপরে রাখা ছুরিটা সহ, ফুলদানীটি সবাইকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ছুরিটা আগে কখনো দেখেছেন নাকি, মি. রেমন্ড?'

'হ্যাঁ, এটাকে ত আমরা তিউনিশিয়ান ড্যাগার বলে ডাকতাম। মেজর ব্লান্ট এই ছুরিটা মি. এ্যাকরয়েডকে উপহার দিয়েছিলেন।'

'এটাকে কোথায় রাখতেন আপনারা?'

'ড্রয়িং রুমের সিলভার টেবিলটায় রাখা হত।'

'কি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গতকাল রাতে খাবার সময়, আমি ঐ টেবিলের ডালা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনেছিলাম।'

আমি পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম।

'আপনি যখন টেবিলটাকে পরীক্ষা করছিলেন, তখন কি ড্যাগারটা

ওখানে ছিল?' ইন্সপেক্টর ডেভিস প্রশ্ন করলেন।

'আমার মনে পড়ছে না।'

'তাহলে ত হাউসকিপার (গৃহ পরিচারিকা) কে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া জানার কোন উপায় দেখছি না।' ইন্সপেক্টর ডেভিস বললেন।

মিস রাসেল অল্প কিছুক্ষণ পরেই রুমে এসে ঢুকলেন, ডাকার পরে বেশী দেরি করেন নি। 'হ্যাঁ, সিলভার টেবিলটির ডালা খোলাই ছিল।' তিনি ইন্সপেক্টর সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি পরে ডালাটা বন্ধ করে দেই।'

'আপনি কি বলতে পারবেন, ড্যাগারটা সেখানে তখন ছিল কিনা?'

'দুঃখিত। মনে নেই।' উত্তর এল।

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।' ইন্সপেক্টর ডেভিস মিস রাসেলকে বিদায় করে দিলেন।

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরকম,' ইন্সপেক্টর ডেভিস বললেন, 'সিলভার টেবিলটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলোর সামনে অবস্থিত। জানালাগুলো খোলাই ছিল। তারমানে দাঁড়াচ্ছে, যে কেউ ছুরিটাকে হাত করতে পারে। আমি আগামীকাল আবার ফিরে আসব। সাথে চীফ কনস্টেবল কর্নেল মেলরোজকে সাথে নিয়েই আসব। আমি আবার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত চাবিটা আমার কাছেই থাক। আমি চাই, চীফ কনস্টেবল পুরো দৃশ্যটাকে এভাবেই দেখুন।'

***

আমি বাসায় ফিরে এলে, ক্যারোলিনা আমার ভিতর থেকে সব খবর টেনে বের করে নিয়ে এল। আসলে ঠিক সব খবর না, ব্ল্যাক মেইলের খবরটা বাদে সব খবর।

'পুলিশের সন্দেহ পার্কারের উপর।' আমি বললাম।

'পার্কার!' আমার বোন অবাক স্বরে বলল, 'ইন্সপেক্টরের মাথায় কিছুই নেই দেখছি। পার্কার!'

রহস্যময় এই কথাগুলো মাথায় নিয়ে আমরা ঘুমাতে গেলাম।

সাত
আমি আমার প্রতিবেশীর পেশা জানতে পারলাম

পরের দিন সকালে, ফ্লোরা এ্যাকরয়েড আমাদের বাসায় এসে হাজির।

‘ডা. শেপার্ড, আমি চাই আপনি আমার সাথে দ্যা লার্চেসে আসুন।

‘কেন? নতুন মানুষটার সাথে দেখা করার জন্য?’ ক্যারোলিন জিজ্ঞাসা করল।

‘জ্বি, উনার নাম এরকুল পোয়ারো। উনি একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা! আংকেল কাউকে জানাবেন না বলে ওয়াদা করেছিলেন, কারণ মসিয়ে পোয়ারোর ইচ্ছা ছিল চুপচাপ জীবন কাটানোর।’

‘ফ্লোরা’, আমি একটু কড়াভাবেই বললাম, ‘আমি চাই না তুমি এইসব গোয়েন্দাদের সাথে জড়িয়ে পর বা এই গোয়েন্দা প্রবরকে এই কেসের সাথে জড়াও।’

‘আমি জানি আপনি এমন কেন বলছেন।’ সে চীৎকার করে বলল, ‘আপনি ভয় পাচ্ছেন! রালফের জন্য। কিন্তু রালফ কাউকে খুন করেনি।’

‘না, না।’ আমি বললাম, ‘আমি কখনোই ভাবিনি যে, সে কাউকে খুন করতে পারে।’

‘তাহলে আপনি গতকাল রাতে থ্রি বোরসে কেন গিয়েছিলেন?

মানে আংকেলের মৃতদেহ পাবার পর?'

'তুমি কিভাবে জান?'

'আমি চাকরদের মুখে শুনলাম যে রালফ সেখানে উঠেছে। তাই আজ সকালে সেখানে যাই। ওখানকার লোকেরা আমাকে জানাল যে রালফ গতকাল রাত নয়টার দিকে বের হয়েছিল। আর আপনি পরে ওর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আজ সকালে ওরা ওর ঘরে ঢুকে আবিষ্কার করে যে, গতকাল রাতে সেখানে কেউ ছিলই না।' আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। ব্যাপারটার কোন না কোন সহজ ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে।'

'আমি যখন ওর রুমে যাই, তখন ওকে সেখানে পাই নি। তাই আমি ঘরে ফিরে আসি। কিন্তু আমি জানি যে পুলিশ ওকে সন্দেহের খাতায় রাখে নি।'

'রেখেছে। আজকে সকালে ক্রানচেষ্টার থেকে এক লোক এসে উপস্থিত হয়। নাম বলে, ইন্সপেক্টর রাগলান। সে আমার আগেই থ্রি বোরসে অনুসন্ধান চালিয়ে হয়েছে। বারম্যানের মুখে লোকটার প্রশ্ন গুলো আমি শুনেছি। এই ইন্সপেক্টরের ধারণা রালফ কাজটা করেছে। ওহ! ডা. শেপার্ড, আর দেরি না করে চলুন মসিয়ে পোয়ারোর কাছে যাই। তিনি নিশ্চয়ই সত্যটা বের করে আনতে পারবেন।'

***

'মসিয়ে ডক্টর,' আমাকে দেখে মসিয়ে পোয়ারো বললেন, 'মাদামোয়াজেল।' ফ্লোরার দিকে তাকিয়ে বাউ করলেন। 'আপনার ক্ষতির

কথা আমি শুনছি। খুব আফসোস হচ্ছে। আমি সমবেদনা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। বলুন, আমি কিভাবে সহায়তা করতে পারি?'

'খুনিকে খুঁজে বের করুন।' ফ্লোরা বলল।

'তাই বলুন।' ছোট মানুষটি বললেন, 'কিন্তু, আমি কোন কাজ হাতে নিলে, কাজটি শেষ না করে থামি না। ভালভাবে চিন্তা করে বলুন। হয়ত এমন কিছু বের হয়ে আসবে, যা আপনার পছন্দ হবে না।'

'আমি সত্য জানতে চাই।' ফ্লোরা লোকটির চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল।

'তাহলে, আমি রাজী।' ছোট লোকটি শান্তস্বরে বলল, 'সবকিছু আমাকে খুলে বলুন।'

'আমার মনে হয় ডা. শেপার্ডের কাছ থেকে শুনলেই ভাল হবে।' ফ্লোরা বলল ,'এমনিতেও তিনি আমার চেয়ে ভালভাবে জানেন।'

আমি সবকিছু খুলে বললাম, মসিয়ে পোয়ারো শান্তভাবে শুনলেন, 'আমি তাহলে গতকাল রাতে এই মোটেলে গিয়েছিলেন? কিন্তু কেন?'

আমি শব্দ বেছে বেছে উত্তর দিলাম, 'আমার মনে হয়েছিল, যুবকটিকে তার পালক পিতার মৃত্যুর ব্যাপারে জানানো দরকার।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, প্রস্তাব করলেন স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যাবার। তিনি বললেন যে ফ্লোরার ঘরে ফিরে যাওয়াটাই ভাল হবে। আরও বললেন, আমি সাথে গেলে উনি খুশী হবেন।

স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আমরা ইন্সপেক্টর ডেভিসকে পেলাম। সেখানে চীফ কনস্টেবল কর্নেল মেলরোজ আর ইন্সপেক্টর

রাগলান ও ছিলেন। আমি পোয়ারোকে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, সবকিছু খুলেও বললাম।

'পরিষ্কার একটা কেস', ইন্সপেক্টর রাগলান বললেন, 'নবীশসদের দরকার নেই।'

পোয়ারোর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যই আমরা বিব্রতকর একটা পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

'আমি অনেক আগেই অবসর নিয়ে নিয়েছি।' সে বলল, 'আর আমি জনসম্মুখে আসতে পছন্দ করি না। তাই আমার অনুরোধ, আমাকে যদি এই রহস্য সমাধানে সাহায্য করার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে যেন আমার নাম গোপন রাখা হয়। তাই বলছি, যদি ইন্সপেক্টর রাগলান আমাকে তাঁর সাথে কাজ করার অনুমতি দেন, আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করব।'

রাগলানকে দেখে মনে হল, সে স্তুতিবাক্যে গলে গিয়েছে।

'তাহলে ত হলই।' কর্নেল মেলরোজ বললেন, 'আপনাকে সব নতুন তথ্য জানাতে হয়।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।' পোয়ারো বললেন, 'ডা. শেপার্ড বলছিলেন, আপনারা নাকি বাটলারকে সন্দেহ করছেন?'

'আরে না।' রাগলান বললেন, 'এসব বড় ঘরের চাকর-বাকরেরা এত বেশী ভয়ে থাকে যে, কোন কিছু ঘটলেই উল্টা-পাল্টা সন্দেহজনক আচরণ শুরু করে।'

'আচ্ছা, আঙ্গুলের ছাপ থেকে কিছু জানা গেল?' আমি বললাম।

‘পার্কারের সাথে মেলে না। এমনকি আপনার বা মি. রেমন্ডের সাথেও না।’

আমরা গত রাতেই আমাদের আঙ্গুলের ছাপ ইন্সপেক্টর ডেভিসকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

‘ক্যাপ্টেন প্যাটনের সাথে মেলে কি?’ পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

‘আমরা ঐ যুবককে খুঁজে পেলেই হাতের ছাপ নিয়ে নিব।’

‘তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘গতকাল রাত ঠিক নয়টায়, ক্যাপ্টেন প্যাটন মোটেল থেকে বের হন। রাত সাড়ে নয়টার দিকে তাকে ফ্রেনলি পার্কের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। এরপর আর কেউ তাকে দেখে নি। আমরা জানি, সে খুব বড় ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়েছিলেন। আমার কাছে এখন তার একজোড়া জুতো আছে। ক্যাপ্টেন প্যাটনের দুই জোড়া জুতো ছিল, প্রায় একই ধরণের। এখনই আমরা ছাপ মিলাতে যেতে চাচ্ছিলাম।’

আমরা সবাই কর্নেলের গাড়ীতে করে ফ্রেনলি পার্কের দিকে রওনা দিলাম।

‘মসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি ইন্সপেক্টরের সাথে জুতোর ছাপ দেখতে যেতে চান? নাকি স্টাডিটা পরীক্ষা করে দেখতে চান?’ চীফ কনস্টেবল জানতে চাইলেন।

পোয়ারো স্টাডিতে যেতে চাইলে, কর্নেল মেলরোজ তাকে পথ

এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মৃতদেহটি রুমে নেই, এছাড়া বাকিসব কিছু একেবারে গতরাতের মতই।

'নীল খামের চিঠিটা কোথায় ছিল? মানে আপনি যখন ঘর ছেড়ে বের হন, তখন কোথায় ছিল আরকি।' পোয়ারো আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'মি. এ্যাকরয়েড এই ছোট টেবিলটির উপরে রেখেছিলেন।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'কর্নেল মেলরোজ, আপনি কি দয়া করে এই চেয়ারটাতে একটু বসবেন? ধন্যবাদ। আর মসিয়ে ডক্টর, আপনি একটু আমাকে দেখান ত, ড্যাগারটা ঠিক কোন জায়গাটায় ছিল। '

আমি দেখালাম, ছোট মানুষটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন।

'তারমানে ড্যাগারটির বাঁট দরজা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল?'

'জ্বি, হ্যাঁ।'

পোয়ারো জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আচ্ছা, আপনি যখন মৃতদেহটি আবিষ্কার করেন, তখন কি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছিল?'

আমি সায় জানালে মসিয়ে পোয়ারো ঘরের মাঝখানে চলে এলেন।

'আচ্ছা, ডা. শেপার্ড; আপনার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিশ্চয় ভাল? হাজার হলেও আপনি ডাক্তার।'

'আমি তাই মনে করি।' আমি বললাম।

'ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। আপনি যখন দরজা ভেঙে

ভিতরে ঢুকে মি. এ্যাকরয়েডকে মৃত দেখতে পেলেন, তখন ফায়ার প্লেসে আগুনের অবস্থা কেমন ছিল? নিভু নিভু?'

'আসলে - আসলে আমি ঠিক লক্ষ করি নি।'

ছোট খাট লোকটি হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, 'আসলে আমারই ভুল। আপনাকে প্রশ্নটা করা উচিত হয় নি। কোন রোগীর ব্যাপারে আপনি সব কিছু মনে রাখবেন, আমি জানি। আমি যদি টেবিলের উপর রাখা কাগজ-পত্র সম্পর্কে মি. রেমন্ডের কাছে জানতে চাই, তাহলে তিনিও সব কিছু জানাতে পারবেন। আর ফায়ার প্লেসের আগুনের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে, এমন একজনকে ধরতে হবে, যার কাজই হল এসবদিকে খেয়াল রাখা।' তিনি দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে চাকরদের ডাকার বেল বাজালেন। দুই এক মিনিটের মাঝেই পার্কার এসে উপস্থিত হল।

'পার্কার,' পোয়ারো বললেন, 'তুমি যখন তোমার মনিবের মৃতদেহ দেখতে পেলে, তখন আগুনের অবস্থা কি ছিল?'

'নিভু নিভু, মানে মনে হচ্ছিল যেকোন সময় নিভে যাবে।'

'আহ! এই ঘরের অবস্থা কি তখনও এমনই ছিল?'

বাটলার লোকটি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, 'পর্দা নামানো ছিল, স্যার। আর বৈদ্যুতিক বাতিগুলো জ্বলছিল। এই চেয়ারটি আরেকটু আগানো ছিল।'

সে দরজার বাম দিকে রাখা একটা উঁচু চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। এরপর চেয়ারটাকে এমনভাবে বসাল যেন বসার সিটটি দরজার দিকে মুখ করে থাকে।

‘তা, চেয়ারটিকে তাহলে কে সরিয়েছে? তুমি?’

‘না, স্যার।’ পার্কার বলল, ‘কিন্তু আমি যখন পুলিশের সাথে পরেরবার এই রুমে আসি, তখন চেয়ারটা সরানো ছিল।’

‘বোধ হয় রেমন্ড বা ব্লান্টের মাঝে কেউ একজন সরিয়ে রেখেছে।’ আমি বললাম, ‘কিন্তু কেন জানতে চাচ্ছেন? জরুরী কিছু?’

‘নাহ, একদমই অগুরুত্বপূর্ণ।’ পোয়ারো বলল, ‘সেই জন্যই ত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার।’

‘একটু অপেক্ষা করুন।’ কর্নেল মেলরোজ বললেন। এরপর পার্কারকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

‘আমাকে আপনার কর্মপদ্ধতি একটু বুঝিয়ে বললে ভাল হত।’ আমি পোয়ারোকে বললাম, ‘এই আগুনের ব্যাপারটাই ধরুন না।’

‘ওহ! ব্যাপারটা খুব সাধারণ। আপনি যখন ঘরে মি. এ্যাকরয়েডকে রেখে বের হন, তখন নয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানালা বন্ধ ছিল, খিলও লাগানো ছিল। কিন্তু দরজা তখন খোলা ছিল। দশটা পনের এর দিকে মি. এ্যাকরয়েডের লাশ আবিষ্কৃত হয়। তখন দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু জানালা ছিল খোলা। কে খুলল? বোঝাই যাচ্ছে, একমাত্র মি. এ্যাকরয়েডই খুলতে পারেন। কেন? হয় ঘর অনেক বেশী গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল, তেমনটা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অথবা তিনি জানালা খুলে কাউকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কোন অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত কারো জন্য তিনি এমন করবেন বলে মনে হয় না। আপনিই না বললেন,

মি. এ্যাকরয়েড জানালা বন্ধ করার ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিলেন। তাহলে, নিশ্চয় এমন কেউ হবে, যাকে তিনি খুব ভালভাবেই চিনতেন।'

'আপনার মুখ থেকে শুনলে সহজ বলেই মনে হয়।' আমি বললাম।

'আপনি যদি সব তথ্য ঠিক মত গুছিয়ে পর্যালোচনা করেন, তাহলে সহজ বলেই মনে হবে। আহ! কর্নেল এসে পড়েছেন।'

'আমরা টেলিফোনের কলটি ট্রেস করতে পেরেছি।' কর্নেল আমাদেরকে জানালেন, 'কলটি করা হয়েছে কিং'স এ্যাবট রেলস্টেশনের পাবলিক কল বক্স থেকে, গতকাল রাতে ১০টা ১৫ মিনিটে। আর ঠিক রাত ১০টা ২৩ মিনিটে স্টেশন থেকে লিভারপুলের ট্রেন ছাড়ে।'

আট
ইন্সপেক্টর রাগলান অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী

‘আপনারা নিশ্চয় রেলস্টেশনে খোঁজ খবর নিচ্ছেন?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘অবশ্যই, কিন্তু আপনি ত জানেনই স্টেশন কেমন অগোছালো থাকে।’ কর্নেল মেলরোজ উত্তরে বললেন।

আমি জানি। কিং’স এ্যাবট স্টেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। নানা দিক থেকে ট্রেন এই স্টেশনে আসে। এখানে দুইটি কল বক্স আছে। রাতের সেই সময়টায় তিনটা লোকাল ট্রেন এখানে যাত্রী নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে যাত্রীরা লিভারপুল গামী এক্সপ্রেস ট্রেনে ওঠে। এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১০টা ১৯ এ এসে ১০টা ২৩ এ চলে যায়। তাই, যদি কেউ সেই সময়ের মাঝে কল বক্স ব্যবহার করে, তাহলে অন্য কারো নজরে পরার সম্ভাবনা অনেক ক্ষীণ।

‘কিন্তু ফোন করার কারণ কি?’ মেলরোজ রাগত স্বরে বললেন, ‘আমার নজরে ত কোন কারণ ধরা পড়ছে না।’

‘নিশ্চিত থাকুন, কোন না কোন কারণ আছে।’ পোয়ারো বললেন, ‘’আমরা যদি সেই কারণটা জানতে পারি, তাহলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের এটাও জানা দরকার যে, গত সপ্তাহে মি. এ্যাকরয়েডের সাথে অপরিচিত কেউ দেখা করেছে কিনা।’

কর্নেল মেলরোজ রেমন্ডের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন আর আমি পার্কারকে ডাকার জন্য বেল বাজালাম। জেফরী রেমন্ড ঘরে ঢুকে মসিয়ে পোয়ারোকে দেখে খুশিই হলেন।

'আমি ভাবতেই পারছি না, আপনাকে সামনা সামনি কাজ করতে দেখার সৌভাগ্য আমার হবে।' সে বলল, 'ঐটা কি?'

পোয়ারো আগেই পিছনে সরে দাঁড়িয়েছেন আর আমি বুঝতে পারলাম আমার অলক্ষ্যে মসিয়ে পোয়ারো চেয়ারটাকে সরিয়ে পার্কারের দেখানো জায়গায় রেখেছেন।

'মসিয়ে রেমন্ড, চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে রাখা হয়েছিল - এরকমভাবে - গতরাতে যখন মি. এ্যাকরয়েড খুন হন, তখন। কেউ একজন চেয়ারকে আবার সরিয়েছেন। আপনি সরিয়েছেন?'

'না। আমার মনেও পরছে না যে চেয়ারটাকে ওখানে দেখেছি।'

'ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব একটা প্রয়োজন নেই।' পোয়ারো বললেন, এরই মধ্যে পার্কার ঘরে এসে ঢুকেছে। 'আমি যেটা জানতে চাই সেটা হল, মি. এ্যাকরয়েডের সাথে দেখা করার জন্য এই এক সপ্তাহের মাঝে অপরিচিত কেউ কি এসেছিল?'

'না', রেমন্ড বলল, 'আমার এমন কারো কথা মনে পড়ছে না। তুমি এই ব্যাপারে কিছু যান, পার্কার?'

'বুধবার একজন অল্প বয়স্ক যুবক এসেছিলেন।' পার্কার বলল, 'ঐ যে কার্টিস আর ট্রাউট থেকে।'

'ওহ! মসিয়ে পোয়ারো এই ধরনের অপরিচিত লোকের কথা

জানতে চাচ্ছেন না।' রেমন্ড মসিয়ে পোয়ারোর দিকে ফিরে বলল, 'মি. এ্যাকরয়েড একটা ডিকটা ফোন কিনতে চেয়েছিলেন। ফার্মের লোকেরা একজন সেলসম্যান পাঠিয়ে ছিল, কিন্তু মি. এ্যাকরয়েড কিনেন নি।'

বাটলার রেমন্ডকে বলল, 'মি. হ্যামন্ড এসে পৌছেছেন।'

'আমি এখনই আসছি।' রেমন্ড বলল।

পোয়ারো চীফ কনস্টেবলের দিকে প্রশ্নবোধক নজরে তাকালেন।

'মি. হ্যামন্ড হচ্ছেন এই পরিবারের উকিল, মসিয়ে পোয়ারো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমাকে দেখাতে পারবেন, কোন টেবিল থেকে ড্যাগারটা নেয়া হয়েছিল?'

আমরা ড্রয়িং রুমের দিকে এগোলাম। কিন্তু পৌঁছাবার আগেই কনস্টেবল জোনস পথের মাঝে চীফ কনস্টেবলকে থামিয়ে কি যেন বললেন। চীফ কনস্টেবল কথা শুনে, জোনসের সাথে চলে গেলেন। আমি পোয়ারোকে সিলভার টেবিলটা দেখালাম। তিনি টেবিলের ডালা একবার উপরে তুলে, হাত থেকে ছেড়ে দিলেন। এরপর হেঁটে চলে আসলেন টেরেসে। আমি তার পিছু পিছু গেলাম। দেখলাম, ইন্সপেক্টর রাগলান কেবল বাড়ির এক কোণ দিয়ে বের হয়ে এলেন।

'সত্যি বলছি, মসিয়ে পোয়ারো।' তিনি বললেন, 'কেসটা খুব একটা ঘোরালো না। আফসোসের কথা, কারণ আমি রালফ প্যাটনকে পছন্দই করি। অল্প বয়সী যুবকটার এভাবে বিপথে যাওয়াটা মানতে কষ্টই হচ্ছে।'

'খুব দ্রুতই কাজ সেরে ফেলছেন দেখছি।' পোয়ারো মন্তব্য

করলেন, ‘কিছু মনে না করলে, রালফের ব্যাপারে এত নিশ্চিত কিভাবে হচ্ছেন, একটু বলবেন?’

‘আমার কাজের ধারাই এমন। আমি সবসময় একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করি। প্রথমত মি. এ্যাকরয়েডকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখেন মিস ফ্লোরা। তখন বাজে পৌনে দশটা । এরপর সাড়ে দশটার সময় জানা যায়, আধা ঘণ্টা আগে মি. এ্যাকরয়েড খুন হয়েছেন। ডাক্তার সাহেব নিজেই একথা বলেন। তারমানে দাঁড়াচ্ছে, খুনের ঘটনা ঘটেছে ঠিক ১৫ মিনিটের মাঝে। আমি প্রথমে এই বাড়িতে অবস্থানরত সবার একটা লিস্ট বানাই। এরপর কে কে পৌনে দশটা থেকে দশটার মাঝে কোথায় ছিল, সেটা তাদের নামের পাশে লিখে ফেলি।’

এই বলে তিনি পোয়ারোর হাতে একটা কাগজ দিলেন। আমি পোয়ারোর কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে কাগজটিতে কি লেখা, তা পড়লামঃ

মেজর ব্লান্টঃ মি. রেমন্ডের সাথে বিলিয়ার্ড রুমে ছিলেন।

মি. রেমন্ডঃ উপরে লেখা আছে।

মিসেস এ্যাকরয়েডঃ পৌনে দশটায় বিলিয়ার্ড খেলা দেখছিলেন, নয়টা পঞ্চান্নতে ঘুমাতে যান।

মিস এ্যাকরয়েডঃ তার আংকেলের রুম থেকে সরাসরি নিজের রুমে ঘুমাতে যান। পার্কার নিশ্চিত করে বলেছে, গৃহ পরিচারিকা এলসি ডেলও নিশ্চিত করেছে।

চাকরেরাঃ

পার্কারঃ সরাসরি বাটলারের ঘরে চলে যায় - গৃহ পরিচারিকা মিস রাসেল নিশ্চিত করেছেন।

মিস রাসেলঃ উপরে লেখা আছে। অন্য গৃহ পরিচারিকা মিস এলিসের সাথে পৌনে নয়টায় উপরতলায় ব্যকালাপে রত ছিলেন।

উরসুলা বর্ন (পার্লার মেইড)ঃ নয়টা পঞ্চান্ন পর্যন্ত নিজের ঘরেই ছিলেন, এরপর সার্ভেন্টস হলে চলে যান।

মিসেস কুপার (রাঁধুনি)ঃ সার্ভেন্টস হলে ছিলেন।

গ্লাডিস জোন্স (দ্বিতীয় গৃহ পরিচারিকা)ঃ সার্ভেন্টস হলে ছিলেন।

এলসি ডেলঃ উপরতলার বেডরুমে ছিলেন - মিস রাসেল ও মিস এ্যাকরয়েড তাকে দেখেছেন।

মেরি থার্প (রান্নাবান্নার সহকারী)ঃ সার্ভেন্টস হলে ছিলেন।

'রাঁধুনি এখানে আছেন সাত বছর হল। পার্লার মেইড আঠার মাস আর পার্কার এক বছরের একটু বেশী হবে। বাকিরা সবাই নতুন। পার্কার বাদে, বাকি সবাই সন্দেহমুক্ত।'

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে, পার্কার খুন করে নি।'

'যাইহোক, এই বাড়িতে অবস্থানরত সবার কথা ত শুনলেন।' ইন্সপেক্টর না থেমে বলে চললেন, 'মেরি ব্ল্যাক, যিনি কিনা ফ্রেনলি পার্কের গেটের কাছের ঘরটায় থাকে, গতকাল রাতে পর্দা টেনে দেবার সময় রালফ প্যাটনকে দেখতে পান। সে ডানদিকের রাস্তাটা ধরে এগোচ্ছিল। এই পথে টেরেসে অনেক দ্রুত পৌঁছানো যায়। তখন ঘড়িতে ঠিক নয়টা পঁচিশ বাজে। সে স্টাডিতে জানালা দিয়ে ঢুকে পরে। ঠিক নয়টা ত্রিশে,

মি. রেমন্ড স্টাডি থেকে ভেসে আসা কথা শুনতে পান - কেউ একজন টাকা চাচ্ছে, আর মি. এ্যাকরয়েড না করছেন। এরপর কি হল? ধরে নিলাম, মি. প্যাটন যেভাবে এসেছিলেন, সেভাবেই বের হয়ে যান। মানে জানালা দিয়ে আর কি। সে এরপর টেরেস দিয়ে হেঁটে ড্রয়িং রুমের খোলা জানালায় এসে উপস্থিত হয়। ধরে নিলাম, তখন বাজে পৌনে দশটা। মিস এ্যাকরেয়ড তখন তার আংকেলকে শুভ রাত্রি জানাচ্ছেন। মেজর ব্লান্ট, মি. রেমন্ড আর মিসেস এ্যাকরয়েড সেই সময় বিলিয়ার্ড রুমে আছেন। ড্রয়িং রুমটা ফাঁকা। সে চুপচাপ ভিতরে ঢোকে। সিলভার টেবিল থেকে ড্যাগারটাকে উঠিয়ে নেয়, এরপর আবার স্টাডির জানালায় এসে দাঁড়ায়। পায়ের জুতো জোড়া খুলে ফেলে, যেন মি. এ্যাকরয়েড টের না পান। ভিতরে ঢোকে আর এরপর..... আশা করি বুঝতে পারছেন। এরপর চুপে চুপেই বের হয়ে স্টেশনের দিকে রওয়ানা দেয়। সেখানে থেকে ডাক্তার সাহেবকে ফোন করে...'

'কেন?' পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, চোখে অদ্ভুত এক সবুজাভ আলো যেন জ্বলজ্বল করছে।

'কেন এমন কাজ করল, সেটা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।' রাগলান বললেন, 'কিন্তু, আপনি ত জানেনেই, খুনিরা মাঝে মাঝেই অদ্ভুত সব কাজ করে বসে। আমার সাথে আসুন না, নিজের চোখেই পায়ের ছাপগুলো দেখবেন।'

আমরা তাকে অনুসরণ করে স্টাডির জানালা পর্যন্ত গেলাম। সেখানে কনস্টেবল সাহেব, মোটেল থেকে আনা জুতো জোড়া

আমাদেরকে দেখালেন। ইন্সপেক্টর সাহেব সেই জোড়াকে পায়ের ছাপের ঠিক উপরে বসালেন।

'ঠিক এই জোড়া ছাপ এটা না। মি. প্যাটন আসল জোড়াটা পড়েই পালিয়েছেন। এই জোড়া সেই জোড়ার মতই, শুধু একটু পূরানো। তলাটা লক্ষ্য করে দেখুন, রবারের টুকরা আছে, দেখতে পারছেন?'

'তাতে কি? আজকাল এমন তলার জুতো পরাই কি স্টাইল নয়?' পোয়ারো বললেন।

'তা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি শুধু এই ব্যাপারটির উপর নির্ভর করেই বলছি না। আরও আছে। মি. প্যাটন টেরেস বা নুড়ি বিছানো পথে কোন ছাপ রেখে যান নি। কিন্তু ড্রাইভের শেষ মাথায় দেখুন।'

একটি নুড়ি বিছানো পথ এসে টেরেসের সাথে মিশে গিয়েছে। এক জায়গায়, আমরা দেখলাম, মাটি ভেজা। সেখানেও পায়ের ছাপ দেখা গেল। ওখানেও রবারের টুকরাসহ একটা জুতোর ছাপ দেখা যাচ্ছে। পোয়ারো পথটা ধরে একটু এগোলেন। বললেন, 'আপনি কি একটা মেয়েলী ছাপ লক্ষ করেছেন?'

ইন্সপেক্টর শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'অবশ্যই, কিন্তু এই পথে একজন না, কয়েকজন মহিলা যাতায়াত করেন। বেশ কজন পুরুষও। এই শর্টকাটটা বাড়িতে যাবার জন্য প্রায়ই ব্যবহার হয়। তাই বলছি, জানালার কার্নিশে যে ছাপটা আছে, সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'

পোয়ারো সায় জানালেন।

‘সামনে গিয়ে আর লাভ নেই।’ ইন্সপেক্টর বললেন, ‘সামনে আবার নুড়ি বিছানো পথ।’

পোয়ারো আবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। কিন্তু ইন্সপেক্টর ঘরে না ঢোকা পর্যন্ত তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আমার বন্ধু হেস্টিংস এর পরিবর্তে অদৃষ্টই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে। এই রহস্য ভেদ করার আগ পর্যন্ত আশা করি আপনি আমার পাশেই থাকবেন।’

নয়
গোল্ডফিশের পুকুর

‘চলুন একটু হেঁটে আসি।’ পোয়ারো বললেন, ‘আজকের দিনে হাঁটতে ভালই লাগবে মনে হচ্ছে।’

তিনি আমাকে সাথে নিয়ে হাঁটলেন, পথটার দুইদিকে ঝোপঝাড়ে ভরা। পথটার একেবারে শেষে দেখলাম একটা পিচ ঢালা জায়গা। সেখানে একটা বসার জায়গা আর তার সামনে একটা গোল্ডফিশের পুকুর। পোয়ারো অন্য একটা পথে এগোলেন। এই পথটা উপরের দিকে উঠে একটা বৃক্ষ সমৃদ্ধ ঢালে গিয়ে শেষ হয়েছিল। সেই ঢালে আবার কিছুটা জায়গার গাছ সব কেটে পরিষ্কার করা হয়েছিল। সেখানেও পুকুরটাকে দেখা যায়গায়, এমন জায়গায় একটা বসার জায়গা ছিল।

‘ইংল্যান্ড খুব সুন্দর একটা জায়গা।’ পোয়ারো বললেন। এরপর বললেন, ‘ইংল্যান্ডের মেয়েরাও খুব সুন্দর। আস্তে কথা বলুন বন্ধু! নীচে দেখুন। অপূর্ব দৃশ্য।’

ফ্লোরাকে দেখা গেল। সে পথটি ধরে পুকুরের দিকে গুনগুন করে গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। গায়ে শোকের কালো পোশাক, কিন্তু চেহারা আর অঙ্গভঙ্গিতে খুশির জোয়ার। হঠাৎ করে সে ঘুরে দাঁড়াল। মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে হাসল। এই সময় দেখলাম, গাছের আড়াল থেকে একজন বেরিয়ে আসছে। হেক্টর ব্ল্যান্টকে চিনতে কোন

কষ্টই হল না।

'আপনি ত আমাকে একেবারে চমকে দিয়েছেন!' মেয়েটি বলল, 'আমি আপনাকে দেখিই নি।'

ব্ল্যান্ট ঠায় হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে বেশ কিছুক্ষণ দেখলেন।

'আপনার কোন জিনিসটা আমার পছন্দ জানেন?' ফ্লোরা বলল, 'এই যে গল্প করার ধরণটা!'

'আমি কখনোই গল্প গুজবে স্বচ্ছন্দ হতে পারি না। যখন বয়স কম ছিল, তখনো পারতাম না।'

'অনেক দিন আগের কথা মনে হচ্ছে।' ফ্লোরা বলল।

মেয়েটি যে মজা করে বলছে, সেটা ওর গলা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, কিন্তু ব্ল্যান্ট মনে হয় না বুঝতে পেরেছে।

'হ্যাঁ,' সে বলল, 'ঠিকই বলেছেন। অনেক আগের কথাই। আমার মনে হয় আমার আফ্রিকা ফেরত যাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এধরণের পরিস্থিতিতে আমি বেমানান।'

'কিন্তু, আপনি যেতে পারেন না।' ফ্লোরা যেন কেঁদে উঠল, 'না- আমাদেরকে এই রকম একটা ঝামেলার মাঝে রেখে আপনি চলে যাবার কথা ভাবেন কিভাবে? প্লিজ! থাকুন। আপনি যদি এখন চলে যান..... .....'

'আপনি চান যে আমি থাকি?'

'আমরা সবাই... ... ...'

'সবার কথা বলছি না। আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে চান যে আমি

থাকি?' ব্ল্যান্ট সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন।

ফ্লোরা ব্ল্যান্টের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি চাই আপনি থাকুন। মানে - আমার চাওয়াটা যদি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে কোন গুরুত্ব রাখে ত।

'আপনার ইচ্ছাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

তারা পুকুরটির পাশে, বসার জায়গাটায় বসল।

'খুব সুন্দর সকাল, তাই না?' ফ্লোরা বলল, 'কেন জানি না, নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছে। কিন্তু, যা ঘটল তার পর... আচ্ছা আমি খুব খারাপ মেয়ে, তাই না?'

'আরে না। স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।' ব্ল্যান্ট বললেন, 'আপনি বছর দুই আগেও আপনার আংকেলকে চিনতেন না। তাই না? তাই, আপনি খুব বেশী শোক না পাওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'আপনার মত সহজভাবে যদি সবাই ভাবত।' ফ্লোরা বলল, 'আমি... আমি আপনাকে বলছি যে কেন আমাকে এত আনন্দিত মনে হচ্ছে, তা আপনি আমাকে যতই পাষাণ ভাবুন না কেন। আজকে আংকেলের লইয়ার মানে মি. হ্যামন্ড এসেছিলেন। তিনি আমাকে উইলের ব্যাপারে বলেছেন। আংকেলের সম্পত্তি থেকে আমি বিশ হাজার পাউন্ড পাব। বিশ্বাস করতে পারেন? বিশ হাজার পাউন্ড!!!'

ব্ল্যান্টকে দেখে অবাক মনে হল, 'কেন? বিশ হাজার পাউন্ড আপনার কাছে এত বেশী মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই। ভেবে দেখুন, বিশ হাজার পাউন্ডে আমি কত কি

করতে পারি। এই টাকা পেলে আমি স্বাধীন, নিজের মত করে থাকতে পারি। ভান করতে হয় না। এতদিন কি করতাম? আমার ধনী আত্মীয়রা আমাকে যা দিতেন। তা নিয়ে ভান করতে হত যে আমি কত খুশি। এখন আর ভান করতে হবে না। এখন আমি মুক্ত, স্বাধীন। যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। এখন আর আমাকে বাধ্য হয়ে... ...'

'কি? বাধ্য হয়ে কি?' ব্ল্যান্ট বললেন।

'নাহ, থাক। তেমন জরুরী কিছু না।'

'মিস এ্যাকরয়েড, আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি? মানে প্যাটনের ব্যাপারে? আমি জানি ওকে নিয়ে আপনি কতটা চিন্তিত।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।' ফ্লোরা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'রালফের কোন সমস্যা হবে না। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ গোয়েন্দাকে কাজে লাগিয়েছি। তিনি সব পরিষ্কার করে দেবেন।'

পোয়ারো দাঁড়িয়ে গেলেন, 'আমি দুঃখিত'। তিনি বললেন, 'আমি চাই না মাদামোয়াজেলের আমাকে নিয়ে করা প্রশংসা আমি তাঁর অগোচরে শুনি।'

তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামা শুরু করলেন, আমিও তাঁর পিছু নিলাম।

'ইনি মসিয়ে এরকুল পোয়ারো' ফ্লোরা বলল, 'পরিচয় না থাকলেও, নাম ত শুনছেনই।'

পোয়ারো বাউ করলেন।

'আমি মেজর ব্ল্যান্টের সুখ্যাতির সাথে অনেক আগে থেকেই

পরিচিত।' তিনি বললেন, 'এবার সামনাসামনি পরিচিত হতে পেরে খুবই খুশি হয়েছি, মসিয়ে। যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, আমার কিছু তথ্য দরকার। আপনি মসিয়ে এ্যাকরয়েডকে শেষ কখন জীবিত দেখেছেন?'

'ডিনারের সময়।'

'এরপর কি তাঁর সাথে দেখা হওয়া বা অন্তত তাঁর কথা শোনাও হয় নি?'

'তাঁকে দেখি নি, কিন্তু তাঁর গলা শুনেছি।'

'কিভাবে?'

'সাড়ে নয়টার দিকে আমি টেরেসে গিয়েছিলাম। আমার আবার ধূমপানের বদভ্যাস আছে। সেই জন্যই যাওয়া। আমি শুনতে পেলাম, এ্যাকরয়েড তাঁর সেক্রেটারির সাথে কথা বলছেন। আমি আসলে ধরে নিয়েছিলাম যে রেমন্ডের সাথেই কথা বলছেন। কেননা, আমি টেরেসে যাবার কিছুক্ষণ আগেই রেমন্ড আমাকে বলেছিল যে, কিছু কাগজ নিয়ে সে এ্যাকরয়েডের কাছে যাচ্ছে। তাই অন্য কেউ যে হতে পারে, সেটা তখন আমার মাথায় আসে নি। এখন ত দেখছি, সেটা অন্য কেউই ছিল।'

'তারা কি নিয়ে কথা বলছিলেন, তা কি মনে আছে?'

'না। আসলে খুব সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনিই নি।'

'ব্যাপার না।' পোয়ারো বিড়বিড় করে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি কি মরদেহ আবিষ্কার হবার পর স্টাডির দেয়ালে কোন চেয়ার ঠেকিয়ে রেখেছিলেন?'

‘চেয়ার? না ত।’

পোয়ারো ফ্লোরার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

‘আপনার কাজ থেকে আমি একটা কথা জানতে চাচ্ছিলাম। আপনি যখন মসিয়ে ব্ল্যান্টের সাথে সিলভার টেবিলটা দেখছিলেন। মানে সেই ডিনারের আগের কথা বলছি। তখন কি ড্যাগারটা ওখান ছিল?’

‘ইন্সপেক্টর রাগলানও আমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে ড্যাগারটা তখন ওখানে ছিল না। রাগলানের ধারণা যে সেটা ওখানে ছিল আর রালফই পড়ে সেটা হস্তগত করেছিল। তাঁর ধারণা আমি রালফকে বাঁচাতে মিথ্যা বলছি।’

‘তাঁর ধারণা কি ভুল?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ফ্লোরা রাগে তার পা জোরে মাটিতে ঠুকল, ‘অবশ্যই।’

পোয়ারো দারুণ বুদ্ধিমত্তার সাথে পুরো প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ফেললেন, ‘দেখুন সবাই!! পানিতে কি যেন চকচক করছে। আসুন দেখি ত জিনিসটা কি।’

তিনি পুকুরের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লেন, তাঁর জ্যাকেটের হাতাটাকে গুটিয়ে নিলেন। এরপর হাতটাকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু, পুকুরের কাঁদা উঠে এসে পানি ঘোলা করে দিল আর তাঁর হাত উঠিয়ে আনলে দেখা গেল হাত খালি।

ব্ল্যান্ট তাঁর হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন, ‘লাঞ্চের সময় প্রায় হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দিকে ফেরা দরকার।’

‘আপনি কি দয়া করে আমাদের সাথে লাঞ্চ করবেন, মসিয়ে

পোয়ারো?' ফ্লোরা বলল, 'আমি চাই আপনি আমার মায়ের সাথে পরিচিত হন।'

ছোট খাট মানুষটা সায় জানাল, 'আমি অত্যন্ত খুশি হব, মাদামোয়াজেল।'

'আপনিও যোগ দিন না আমাদের সাথে, ডা. শেপার্ড?'

আমরা একসাথে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম।, ফ্লোরা আর ব্ল্যান্ট আমাদের আগে আগে। পোয়ারো তাঁর জ্যাকেটের হাতা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা শুরু করলেন।

'শুধু শুধুই ভিজলেন।' আমি সহানুভূতির সুরে বললাম, 'পানিতে কি ছিল কে জানে!'

'আমার প্রিয় বন্ধু,' পোয়ারো বলল, 'এরকুল পোয়ারো নিশ্চিত না হয়ে কোন কাজে হাত দেয় না। আমার খালি হাত আপনাদেরকে দেখানোর আগেই, আমার অন্য হাতে জিনিসটা পাচার করে দিয়েছিলাম।'

তিনি আমার সামনে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, তালু খুলে দেখালেন। হাতে একটা মেয়েদের ওয়েডিং রিং শোভা পাচ্ছে।

আমি তাঁর হাত থেকে জিনসটা নিলাম।

'ভিতরে দেখুন।' পোয়ারো বললেন। আমি দেখলাম। ভিতরে খুব সুন্দর করে খোদাই করা ঃ

আর. এর পক্ষ থেকে, মার্চ ১৩ (From R., March 13th)

আমি পোয়ারোর দিকে ব্যাখ্যার জন্য তাকালাম কিন্তু মনে হল

তাঁর কিছু বলার ইচ্ছা নেই।

আমার মনে তিনটি সম্ভাবনার কথা এলঃ প্রথমটা হল যে রালফ ফ্লোরাকে গোপনে তার বাবার অনুমতি ছাড়াই বিয়ে করেছে। দ্বিতীয়টি হল রজার এ্যাকরয়েড মিসেস ফেরার্সকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন। আর শেষটি হল তিনি আর হাউজকিপার মিস রাসেলকে...

দশ
পার্লার মেইড

মিসেস এ্যাকরয়েডের সাথে আমাদের হলে দেখা হল। তার সাথে একজন ছোট মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, ছোট ছোট চোখ। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'মি. হ্যামন্ড আমাদের সাথে লাঞ্চ খাবেন।' মিসেস এ্যাকরয়েড বললেন, 'আপনি ত মেজর ব্ল্যান্টকে চেনেন, মি. হ্যামন্ড? আর ইনি হচ্ছেন ডা. শেপার্ড। রজারের খুব কাছের লোক। আর ইনি হচ্ছেন ...'

'ইনি হচ্ছেন মসিয়ে পোয়ারো, মা। আমি তাঁর ব্যাপারে তোমাকে বলেছি। তিনি আংকেলের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেন।'

পোয়ারো আইনবিদের কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা দুজনে নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। আমি তাঁদের কাছে গেলাম।

'আশা করি আমি বিরক্ত করছি না?' আমি বললাম।

'একদমই না।' পোয়ারো বললেন, 'আপনি এবং আমি, মসিয়ে ডক্টর, আমরা একসাথে এই তদন্ত কাজ চালাব। আমি মি. হ্যামন্ডের কাছ থেকে কিছু তথ্য চাই।'

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে ক্যাপ্টেন প্যাটন এর জন্য দায়ী।' আইনবিদ বললেন, 'রালফের টাকা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না। কেননা, রালফের সব সময়ই টাকার দরকার।

সে তার সৎ বাবার কাছে সবসময়ই টাকা চাইত।'

'মি. হ্যামন্ড, যেহেতু আমি মিস এ্যাকরয়েডের হয়ে কাজ করছি, আশা করি আপনি আমাকে মি. এ্যাকরয়েডের উইলের ব্যাপারে খুলে বলবেন।'

'উইল একেবারেই সোজা সরল। কয়েক জন অনাত্মীয়কে কিছু কিছু টাকা...'

'কাকে কাকে? জানতে পারি?' পোয়ারো বললেন।

'তাঁর হাউস কিপার মিস রাসেলকে এক হাজার পাউন্ড। রাঁধুনি এমা কুপারকে পঞ্চাশ পাউন্ড। তাঁর সেক্রেটারি মি. রেমন্ডকে পাঁচশ পাউন্ড। এরপর কিছু হাসপাতালে... ...'

পোয়ারো হাত তুলে তাঁকে থামালেন, 'ওহ! দান-খয়রাতের ব্যাপার বাদ দিন। ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

'আচ্ছা, বাদ দিলাম। মি. এ্যাকরয়েডের কেনা দশ হাজার পাউন্ডের শেয়ার থেকে যে লভ্যাংশ আসবে সেটা মিসেস সেসিল এ্যাকরয়েড তাঁর জীবদ্দশায় পেতে থাকবেন। মিস ফ্লোরা পাবেন বিশ হাজার পাউন্ড। বাকি সব কিছু - এই বাড়ি, এ্যাকরয়েড এন্ড সন্সের মালিকানা, সব কিছু পাবেন মি. এ্যাকরেয়েডের পালিত পুত্র, রালফ প্যাটন। ক্যাপ্টেন প্যাটন একজন খুব ধনী যুবক হতে যাচ্ছেন।'

***

লাঞ্চের পর আইনজীবি মিসেস এ্যাকরয়েডকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্রয়োজনীয় টাকা আছে? না হলে বলতে পারেন। আপনার

যতটুকু প্রয়োজন, আমাকে বলতে পারেন।'

'তার মনে হয় দরকার পড়বে না।' রেমন্ড বললেন, 'মি. এ্যাকরয়েড গতকালই একশ পাউন্ড তুলেছেন। আজকে সবার বেতন ও খরচের টাকা দেবার কথা।'

'টাকা কোথায় রেখেছিলেন?' হ্যামন্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডেস্কে?'

'না। উনি টাকা সবসময় তাঁর শোবার ঘরে রাখতেন।'

'আমার মনে হয়' আইনজীবী বললেন, 'আমি চলে যাবার আগে টাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই।'

'অবশ্যই' সেক্রেটারি বলল, 'চলুন, আমি আপনাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি... ... ... ওহ! ভুলে গিয়েছিলাম। দরজা আটকানো।'

কিছুক্ষণ পর, ইন্সপেক্টর রাগলান চাবি নিয়ে আমাদের সাথে যোগ দিলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে, আমরা সবাই উপরে উঠে গেলাম। ইন্সপেক্টর রাগলান পর্দা সরালেন। জেফরী রেমন্ড ডেস্কের একদম উপরের ড্রয়ার খুলে একটি গোল চামড়ার বাক্স বের করল। বাক্সটা খুলে সেখান থেকে একটা মোটা ওয়ালেট বের করল।

'টাকা এখানে রেখেছিলেন।' কয়েকটা ব্যাংক নোট বের করে সে বলল, 'এখানেই একশ পাউন্ড থাকার কথা। মি. এ্যাকরয়েড গতরাতে ডিনারের জন্য তৈরি হবার সময় আমার সামনেই এখানে রেখেছিলেন।'

মি. হ্যামন্ড ব্যাংক নোটগুলো হাতে নিয়ে গুনলেন। গোনা শেষ হতেই মুখ তুলে বললেন, 'এখানে ষাট পাউন্ড আছে।'

'কিন্তু... ... কিন্তু ... ...' সেক্রেটারি বলল।

‘ব্যাপারটা এত জটিল কিছু না। হয় মি. এ্যাকরয়েড গত সন্ধ্যায় চল্লিশ পাউন্ড খরচ করেছেন। তা না হলে... সেটা চুরি হয়েছে।’

ইন্সপেকটর রাগলান মিসেস এ্যাকরয়েডের দিকে ফিরে বললেন, ‘গতকাল সন্ধ্যায় কে কে এখানে এখানে আসতে পারে?’

হাউস মেইড সন্ধ্যায় এসে বিছানা তৈরি করে দেবার কথা।’

‘আমার মনে হয় ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলা যায়, ততই ভাল।’ ইন্সপেক্টর বললেন, ‘বাকিদের ব্যাপারে কি বলবেন? এর আগে কোন কিছু এখান থেকে চুরি হয়েছে?’

‘না।’

‘কেউ কি চাকরী ছাড়ছে?’

‘আমি যতদূর জানি গতকাল পার্লার মেইড নোটিস দিয়েছে।’

‘আপনার কাছে?’

‘জ্বি, না। মিস রাসেল এসব ব্যাপার সামলান।’

ইন্সপেক্টর রাগলানের সাথে আমি আর পোয়ারো হাউস কিপার মিস রাসেলের সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে হাউস মেইড এলিসা ডেল পাঁচ মাস হল ফ্রেনলিতে কাজ করছে। ভাল মেয়ে, প্রশংসা পত্র যেগুলো দেখিয়েছে, সেগুলোও বেশ সম্মানী পরিবারের।

‘পার্লার মেইডের ব্যাপারে কিছু জানেন?’

‘অবশ্যই। খুবই ভাল মেয়ে। অন্য যেকোন কর্মচারীর চেয়ে বেশী শিক্ষিত। শান্ত, চুপ - চাপ, অনেকটা লেডীটার মত।’

‘তাহলে চাকরী ছাড়ছে কেন?’ ইন্সপেক্টর বললেন।

‘আমি যতদূর জানি মি. এ্যাকরয়েড কোন কারণে তার উপরে ক্ষিপ্ত ছিলেন। গতকাল সে কিছু একটা করেছে যা মি. এ্যাকরয়েড খুব খেপে গিয়েছিলেন। হয়ত কিছু বলেছেন, তাই চাকরী ছাড়ছে। আপনারা নিজেরাই জিজ্ঞাসা করুন না কেন?’

উরসুলা বর্ন ডাকামাত্রই এসে উপস্থিত হল। বেশ লম্বা, বাদামী চুল ভর্তি মাথা। ধীর স্থির, শান্ত ধূসর চোখ।

‘আপনিই উরসুলা বর্ন?’ ইন্সপেক্টর রাগলান বললেন।

‘জ্বি, স্যার।’

‘শুনলাম, আপনি নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন?’

‘জ্বি, স্যার।’

‘কেন, জানতে পারি?’

‘আমার কাজ হল স্টাডি গুছিয়ে রাখা। গতকাল গুছাতে গিয়ে আমি মি. এ্যাকরয়েডের কাগজ পত্র উলটা পালটা করে ফেলেছিলাম। তিনি খুব রাগ করে আমাকে কিছু কটু কথা বলেন। আমিও নিজেকে সামলাতে না পেরে বলি যে, আমার তাহলে চাকরী ছেড়ে দেয়াই ভাল। তিনিও বললেন যত তাড়াতাড়ি পারি যেন চলে যাই।’

‘আপনি কি কোন কারণে গতরাতে মি. এ্যাকরয়েডের রুমে গিয়েছিলেন?’

‘জ্বি না, স্যার। এলিসের দায়িত্ব তাঁর বেডরুম গুছিয়ে রাখা। আমি উপরে যাই নি।’

‘বলেই ফেলি। মি. এ্যাকরেয়েডের ঘর থেকে গতকাল রাতে বেশ ভাল সংখ্যার টাকা চুরি হয়েছে।’

মেয়েটির চেহারা লাল হয়ে গেল, ‘যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে, আমি চুরি করেছি আর সেজন্যই মি. এ্যাকরয়েড আমাকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাহলে আপনারা ভুল করবেন। ইচ্ছা হলে আমার ঘর সার্চ করে দেখতে পারেন।’

‘গতকাল রাতেই ত আপনি চাকরী ছেড়েছেন, তাই না?’ পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় জানাল।

‘আপনার আর মি. এ্যাকরয়েডের মাঝখানে আলোচনা কতক্ষণ ধরে চলেছিল? বিশ মিনিট? আধা ঘণ্টা?’

‘ওরকমই।’

‘ধন্যবাদ, মাদামোয়াজেল।’

আমি তাঁর দিকে তাকালাম, তাঁর চোখ আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে।

উরসুলা বর্ন চলে গেলে ইন্সপেক্টর মিস রাসেলের দিকে ফিরলেন, ‘মেয়েটির প্রশংসাপত্র চেক করেছিলেন ত?’

মিস রাসেল একটা ডেস্কের দিকে এগোলেন এবং সেখান থেকে অনেকগুলো কাগজ বের করলেন। সেখান থেকে একটা কাগজ আলাদা করে ইন্সপেক্টরেদর দিকে এগিয়ে দিলেন।

‘হুম...,’ তিনি বললেন, ‘আমার কাছে সব ত ঠিকই মনে হচ্ছে। মেয়েটি শেষ চাকরী করেছিল মিসেস রিচার্ড ফলিয়টের ওখানে, মার্বি

গ্রাঞ্জে। এলিসা ডেলকে ডাকুন। ওর সাথে কথা বলে দেখি।'

এলিসা ডেল আমাদের সব প্রশ্নের ঠিক ঠাক জবাব দিল, টাকা হারাবার ব্যাপারে দেখা গেল খুব আপসেট।

'আমার মনে হয় না এলিসাকে সন্দেহ করার মত কিছু আছে।' এলিসা চলে গেলে ইন্সপেক্টর রাগলান বললেন, 'যাই হোক। আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ মিস রাসেল। খুব সম্ভবত মি. এ্যাকরয়েড নিজেই টাকাটা খরচ করে ফেলেছেন।'

আমি পোয়ারোর সাথে বাড়ি ছাড়লাম।

'আমি ভাবছি' আমি বললাম, 'উরসুলা বর্ন কোন কাগজগুলোকে অগোছালো করে ফেলেছিল? এ্যাকরয়েড যেহেতু এত রাগান্বিত হয়েছিলেন, নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল।'

'কিন্তু সেক্রেটারি ত বললেন ডেস্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাগজ ছিল না।' পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন, 'তাহলে এত রাগ করার কারণ কি হতে পারে?'

এই প্রশ্নের কোন জবাব আমার কাছে ছিল না।

এগার
পোয়ারো দেখা করতে গেলেন

রবিবার আমার সব রোগী দেখার পর, ছয়টার দিকে আমি বাসায় ফিরে এলাম।

'বিকালটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল।' ক্যারোলিন বলল।

'তাই নাকি?' আমি বললাম, 'কেন? মিস গ্যানেট এসেছিলেন নাকি?'

'না, মসিয়ে পোয়ারো এসেছিলেন! বিশ্বাস হয়?'

বিশ্বাস করা ত কঠিনই, কিন্তু ক্যারোলিনকে কিছু বলতে চাই না।

'কি নিয়ে কথা বললে চোমরা?' আমি বললাম।

'তিনি আমার সাথে অনেক কথাই বললেন - তাঁর ব্যাপারে আর তাঁর আগেকার কেসের ব্যাপারে। আর কথায় কথায় খুনের প্রসঙ্গে অনেক কথাই এল। আমি মসিয়ে পোয়ারোর বেশ কিছু ভুল ধরিয়ে দিলাম। তিনি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি চাইলে অনেক বড় গোয়েন্দা হতে পারতাম। বললেন, মানুষের মানসিকতা অনেক ভাল ভাবেই আমি বুঝতে পারি। তিনি অনেক বারই মাথার ধূসর কোষগুলোর কথা বললেন। তাঁর নিজেরগুলো নাকি অনেক দামী আর কাজের।'

'তিনি খুব একটা বিনয়ী নন, তাই না?'

'তাঁর মতে রালফকে যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করা দরকার।

রালফের দিকটাও শোনা দরকার। বললেন, রালফের অনুপস্থিতি সবার মনেই সন্দেহ জাগাবে। আমিও তাঁর সাথে একমত।' ক্যারোলিন বলল।

'ক্যারোলিন,' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি মসিয়ে পোয়ারোকে বনের ঘটনাটাও বলেছ?'

'হ্যাঁ।' ক্যারোলিন বলল।

'আরে তুমি যে মসিয়ে পোয়ারোকে রালফের বিরুদ্ধে প্রমাণ হাতে তুলে দিচ্ছ, তা কি বুঝেছ?'

'আরে না।' ক্যারোলিন বলল, 'তুই যে বলিস নি এতে আমি খুব অবাক হয়েছি।'

'আমি খুব চেষ্টা করেছি না বলার জন্য।' আমি বললাম, 'আমি ছেলেটাকে খুব পছন্দ করি।'

'আমিও, আর সেই জন্যই বলি - তুই বোকার মত কথা বলছিস। আমার মনে হয় না যে রালফ খুন করেছে। সত্য ওকে সাহায্যই করবে। তার মানে হল মসিয়ে পোয়ারোকে আমাদের সব ধরনের সাহায্যই করা দরকার।'

'পোয়ারো কি তোমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তেমন কিছু না। সেই দিন সকালে তোর কাছে কে কে এসেছিল। মানে তোর সার্জারি রোগীদের মধ্যে কে কে এসেছিল, সেটা।'

'তুমি কি বলতে পেরেছিলে?'

'অবশ্যই!' আমার বোন বলল, 'আমার জানালা থেকে তোর

সার্জারি রুমে যাবার রাস্তা দেখা যায়। আর আমার স্মৃতি শক্তি খুবই ভাল, জেমস। অন্তত তোর চেয়ে অনেক ভাল।'

'অবশ্যই।'

'মিসেস বেনেট এসেছিলেন। আর ঐ যে ফার্মের ছেলেটা, পায়ে সমস্যা। ডলি গ্রাইস এসেছিল ওর হাত থেকে একটা সুঁই বের করার জন্য। জাহাজের আমেরিকান স্টুয়ার্ড - চার নাম্বার রোগী। আর হ্যাঁ, জর্জ এভানস এসেছিল ওর পেটের সমস্যা নিয়ে। ও আর মিস রাসেল।'

বার
খাবারের টেবিলে

সোমবার মিসেস ফেরার্স আর মি. এ্যাকরয়েডের মৃত্যুর ইনকোয়েষ্ট একসাথেই হল। পুলিশের সহায়তার কারণে, খুব কম কথাই সামনে এল। আমি মি. এ্যাকরয়েডের মৃত্যুর কারণ আর সময় সম্পর্কে জানালাম। রালফের অনুপস্থিতির ব্যাপারটা করোনার উল্লেখ করলেও, এ ব্যাপারে খুব একটা জোর দিলেন না। ইনকোয়েষ্ট শেষ হলে আমি আর পোয়ারো ইন্সপেক্টর রাগলানের সাথে দেখা করতে গেলাম।

'ব্যাপারটা খুব একটা ভাল দেখাচ্ছে না, মসিয়ে পোয়ারো।' তিনি বললেন, 'আমি এখানকারই লোক। আমি ক্যাপ্টেন রালফকে খুব ভাল করেই চিনি। আমি চাই না যে সে খুনি হিসেবে ধরা পড়ুক। কিন্তু সে যদি খুনি না হয়, তাহলে লুকিয়ে আছে কেন? আমার কাছে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু হয়ত এগুলোকেও সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে।'

রালফের চেহারার বিবরণ ইংল্যান্ডের সব গুলো পোর্ট আর স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তার শহরের এ্যাপার্টমেন্টে এরই মাঝে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি যেসব বাড়িতে সে সচরাচর যাতায়াত করে, সেগুলোর উপরও। রালফের সাথে কোন লাগেজ নেই, এমনকি টাকাও নেই। মনে হচ্ছিল, রালফের ধরা পড়াটা কেবল সময়ের

ব্যাপার।

‘সেই রাতে রালফকে স্টেশনে দেখেছে এমন কাউকে আমরা পাই নি।’ ইন্সপেক্টর আরও বললেন, ‘লিভারপুল থেকেও কোন খবর আসে নি এখন পর্যন্ত।’

‘আপনার ধারণা সে লিভারপুলে আছে?’ পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

‘সেই সম্ভাবনাই বেশী। স্টেশন থেকে ফোন থেকে আসার তিন মিনিট পরেই লিভারপুলের এক্সপ্রেস ট্রেন স্টেশন থেকে ছেড়ে যায়।’

‘আহ, সেই ফোনের ম্যাসেজ।’ পোয়ারো খুব গুরুত্ব দিয়ে বললেন, ‘আমার মনে হয় ফোন কলের রহস্যটা ভেদ করতে পারলেই, খুনের রহস্যটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।’

‘কিন্তু সত্যি বলতে কি, মসিয়ে পোয়ারো।’ ইন্সপেক্টর রাগলান বললেন, ‘আমার মনে হয় আমাদের হাতে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ আছে। ড্যাগার থেকে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, সেটার কথাই ধরুন না।’

পোয়ারো হঠাৎ করেন একটু অন্যরকম হয়ে গেলেন, সাধারণত কোন ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হলে তিনি তেমনটা করেন।

‘মসিয়ে ইন্সপেক্টর,’ তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয় না হাতের ছাপ থেকে আপনি খুব একটা বেশী কিছু পাবেন।’

‘মি. পোয়ারো, ওই হাতের ছাপের মালিক সেদিন রাতে অবশ্যই ফ্রেনলি পার্কে ছিল। আমি ঐ বাড়ির সবার হাতের ছাপই নিয়েছি, সবার।

কারও হাতের সাথেই মেলে না।'

'সবার ছাপ নিয়েছিলেন? কেউ বাদ পড়ে নি? জীবিত আর মৃত সবার?'

ইন্সপেক্টরকে দেখে মনে হল তিনি অবাক হয়েছেন।

'আপনি বলতে চান ... ...?'

'আমি বলতে চাই না। শুধু ভাবছিলাম যে, হতেও ত পারে।' পোয়ারো বললেন, 'হয়ত ড্যাগারের ছাপ টা মি. এ্যাকরয়েডের নিজের। তবে আমার ধারণা সত্যি কিনা, তা খুব সহজেই বের করা যায়। মি. এ্যাকরয়েডের লাশ এখনও হাতের কাছেই আছে।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, মি. পোয়ারো?'

'আরে না! আমার ধারণা, খুনি গ্লাভস পড়ে এসেছিল, নাহয় হাতের ছাপ লুকাবার জন্য অন্য কিছু পেঁচিয়ে এসেছি হাতে। খুনের পর হয়ত সে ভিকটিমের হাতের ছাপ ড্যাগারের হাতলে ফেলার জন্য মি. এ্যাকরয়েডের হাতে ড্যাগারটা দিয়েছিল। এতে করে একটা জটিল কেসকে আরও বিভ্রান্তিকর করে ফেলা গেল।'

ইন্সপেক্টর রাগলান পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে রইলেন, 'কথাটা ভালই বলেছেন। আমি দেখছি।'

পোয়ারো তাকিয়ে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর রাগলানকে যেতে দেখলেন। এরপর তিনি আমার দিকে চক চকে চোখে তাকিয়ে বললেন, 'এখন যেহেতু শুধু আমরাই বাকি আছি, বন্ধু আমার, চলুন পরিবারের

সবার সাথে একটু কথা বলা যাক।'

আধা ঘণ্টা পর আমরা ফ্রেনলির ডাইনিং রুমে পরিবারের সবার সাথে গোল টেবিলে এক হলাম। কর্মচারীরা ছিলা না, শুধু আমরা ছয় জন ছিলাম। মিসেস এ্যাকরয়েড, ফ্লোরা, মেজর ব্ল্যান্ট, রেমন্ড, পোয়ারো এবং আমি।

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন, 'মসিয়ে, মাডাম, আমি বিশেষ একটি কারণে আপনাদেরকে এক হবার জন্য অনুরোধ করেছি।' তিনি একটু বিরতি নিলেন, 'প্রথম কথা হল... ... মাদামোয়াজেল, আপনি ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটনের বাগদত্তা। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি যদি জানেন সে কোথায়, তাকে ফিরে আসতে বলুন। অনুপস্থিত আছেন বলে, প্রতিদিন তার উপর সন্দেহ আরও ঘন হচ্ছে। এমনকি তিনি যদি এখনও ফিরে আসেন, তার বিরুদ্ধে যত প্রমাণ আছে, সবই ব্যাখ্যা করে বোঝান সম্ভব। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা, এই অনুপস্থিতি তাঁকে সবার চোখেই অপরাধী বানাচ্ছে। মাদামোয়াজেল, তাকে বোঝান। সে যেন ফিরে আসে, নাহয় হয়ত খুব বেশী দেরি হয়ে যাবে।'

ফ্লোরার চেহারা সাদা দেখাচ্ছে, প্রায় শোনা যায় না এমন আওয়াজে বলল, 'খুব বেশী দেরি!'

পোয়ারো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'দেখুন, মাদামোয়াজেল,' খুব নরম স্বরে বললেন, 'আমি, পোয়ারো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আমি আপনাকে কখনোই ফাঁদে ফেলতে চাইব না। মাদামোয়াজেল, আপনি কি আমাকে অবিশ্বাস

করবেন? রালফ কোথায় আছে আমাকে বলবেন না?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। 'মসিয়ে পোয়ারো' পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করে বলছি - রালফ কোথায় আছে আমি জানি না। খুনের দিন থেকে, আমি ওকে দেখিনি। আমার সাথে কোন কথাও হয়নি।'

ফ্লোরা বসে পড়ল। পোয়ারো নিজের হাত দিয়ে টেবিলে জোরে চাপড় বসালেন।

'তাহলে এই ব্যাপারটাকে এখানেই শেষ করে দেই।' তিনি শক্ত মুখ করে বললেন, 'এখন আমি যা বলব, তা আপনাদের সবার জন্য প্রযোজ্য। মিসেস এ্যাকরয়েড, মেজর ব্ল্যান্ট, ডা. শেপার্ড আর মি. রেমন্ড। আপনারা সবাই পলাতকের কাছের বন্ধু। আপনাদের কেউ যদি জানেন সে কোথায়, তাহলে আমাকে জানান।'

সবাই চুপ করে রইলাম।

'মসিয়ে এবং মাদাম,' পোয়ারো বললেন, 'শুনে নিন, আমি এই ঘটনার শেষ পর্যন্ত দেখে ছাড়ব। সত্য মেনে নেয়াটা আপনাদের জন্য যতই কষ্টকর হোক না কেন, যারা সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, তাঁদের জন্য খুবই সুন্দর। আমি জানবই, যেভাবেই হোক - আপনারা কেউ চান আর না চান।'

'আমরা কেউ চাই বা না চাই মানে?' রেমন্ড জিজ্ঞাসা করল।

'বেশি কিছু না, শুধু এতটুকুই যে এই ঘরের প্রত্যেকেই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু লুকাচ্ছেন।' সবাই বিড়বিড় করে আপত্তি

জানাল। তাদেরকে থামানোর জন্য পোয়ারো হাত তুললেন, 'হয়ত ব্যাপারটা আপনাদের হিসেবে কেসের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। কিন্তু সত্যি কথা হল, আপনাদের প্রত্যেকেই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু লুকাচ্ছেন। তাই নয় কি?'

তিনি চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সবার দিকে তাকালেন। আর আশ্চর্য হলেও সত্য হল, কেউই তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। হ্যাঁ, আমিও না।

'আমি আমার উত্তর পেয়ে গেছি।' পোয়ারো এক অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন। তিনি চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, আর বাইরে চলে গেলেন।

তের
মোটিভগুলো

সেই সন্ধ্যায়, পোয়ারোর অনুরোধ রক্ষা করার জন্য আমি ডিনারের পর তাঁর বাড়িতে গেলাম। তিনি একটা ছোট টেবিলের উপর এক বোতল হুইস্কি, একটি গ্লাস আর পানি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি নিজের জন্য গরম চকোলেট নিলেন। আমি উপস্থিত হতেই, তিনি ভদ্রতার সুরে আমার বোন ক্যারোলিনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, বললেন সে নাকি বেশ রসিক মহিলা।

'এলাকার সব গুজব ছড়ানোর জন্যও ওর চেয়ে ভাল কেউ নেই।' আমি বললাম, 'সত্য না মিথ্যা, সে কথার ধার ক্যারোলিন ধারে না।'

'গুজব ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তাঁর কাছে জানা যায়।' তিনি যোগ করলেন, 'মেয়েরা খুব জটিল জিনিস! তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই অনেক ছোটখাট ব্যাপার লক্ষ করেন। তাঁদের অন্তরাত্মা এসব ছোটখাট ব্যাপারকে যোগ করে একটা বড় ব্যাপার দাঁড় করিয়ে দেয়। আর তাঁরা ব্যাপারটাকে ইনট্যুইশন বলে থাকেন।'

'আপনি যদি আমাকে আপনার ধারণার কথা বলতেন,' আমি বললাম, 'তাহলে খুবই খুশি হতাম।'

'আমি যা দেখেছি, আপনিও তা দেখেছেন। আমি যা শুনেছি,

আপনিও তা শুনেছেন। তাহলে আপনার আর আমার ধারণা ত একই হবার কথা।'

'আমার তা মনে হয় না।' আমি বললাম, 'এসব ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।'

পোয়ারো আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তাহলে নাহয় আপনাকে একটা লেকচার দেই? প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে - সেই রাতে কি হয়েছে, সে সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা নেয়া। কিন্তু মানুষের কথার একটা সমস্যা হল, সে যে সত্য বলছে, সে ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নেই। আচ্ছা এবার আসল কথায় আসি, প্রথম তথ্য - ডা. শেপার্ড নয়টা বাজার দশ মিনিট আগে ফ্রেনলি থেকে বের হয়ে ছিলেন। আমি কিভাবে কথাটা জানি?'

'কেননা আমি আপনাকে বলেছি।'

'আপনি ত মিথ্যাও বলতে পারেন। কিন্তু যেহেতু পার্কারও একই কথা বলেছে, তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে কথাটা সত্য। ঠিক নয়টার সময় পার্কার আপনার কাছে থেকে গেট থেকে বিদায় নিয়েছে। আমি সেটা কিভাবে জানি?'

'কেননা সেটাও আমি বলেছি।' আমি আবারও বললাম। আরও কিছু বলতাম কিন্তু পোয়ারো অধৈর্য হয়ে আমাকে থামিয়ে দিলেন।

'আহ! আপনার মাথা মনে হয় আজ রাতে ঠিক মত কাজ করছে না। আপনি বলেছেন, কিন্তু আমি কিভাবে মেনে নেব? আপনার মাথার ধূসর পদার্থগুলোকে একটু ব্যবহার করুন। আচ্ছা তাহলে পার্লার

মেইডের গল্পের কথা কি বলবেন? কোন কর্মচারীর সাথে কেউ আধা ঘণ্টা ধরে ঝগড়া করে? গুরুত্বপূর্ণ কাগজের গল্পটা কি সত্য ছিল? আপনার কি মনে হয়?'

আমি পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে বললাম, 'আমি কয়েকটা ব্যাপার লিখে এনেছি।'

'খুবই ভাল কথা - আপনার কাজের মাঝে একটা গোছানো ভাব আছে। বলুন শুনি।'

'প্রথম কথা হল, ব্যাপারটাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে...'

'আমার বন্ধু হেস্টিংসও একই কথা বলত। কিন্তু জীবনেও কাজে লাগাত না!' পোয়ারো বললেন।

'প্রথম পয়েন্ট - ঠিক নয়টা ত্রিশে মি. এ্যাকরয়েডকে কারও সাথে কথা বলতে শোনা গেছে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট - রাতের কোন না কোন এক সময়ে রালফ প্যাটন অবশ্যই জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলে। তার জুতার ছাপ থেকে ব্যাপারটার সত্যতা বোঝা যায়।

তৃতীয় পয়েন্ট - মি. এ্যাকরয়েড পরিচিত না হলে কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতেন না।

চতুর্থ পয়েন্ট - যে লোকটা মি. এ্যাকরয়েডের সাথে সাড়ে নয়টায় কথা বলছিল, সে তাঁর কাছে টাকা চাচ্ছিল। আর আমরা সবাই জানি, রালফের টাকার প্রয়োজন ছিল।

উপরের চারটা পয়েন্ট থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে

পারি যে, মি. এ্যাকরয়েডের সাথে যে লোকটি সাড়ে নয়টায় কথা বলছিল, সে রালফ প্যাটন। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে পৌনে দশটার সময় মি. এ্যাকরয়েড জীবিত ছিলেন। তারমানে, রালফ খুনি হতে পারে না। রালফ হয়ত জানালা খুলে রেখেছিল। পরে খুনি সেই জানাল দিয়ে প্রবেশ করে।'

'আপনার মাথায় ধূসর পদার্থ ভাল মত আছে বলেই মনে হচ্ছে।' পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু ফোন কলের ব্যাপারে কি বলবেন? আর চেয়ারের ব্যাপারে? আর তাছাড়া চুরি হওয়া চল্লিশ পাউন্ডের ব্যাপারটাও আছে।'

'এ্যাকরয়েড রালফকে দিয়েছেন। তিনি হয়ত মত পরিবর্তন করেছিলেন।'

'তাও একটা ব্যাপার অব্যাখ্যাত রয়ে যায়। ব্ল্যান্ট কেন এত জোর দিয়ে বলছিলেন যে, রেমন্ড সাড়ে নয়টার সময় মি. এ্যাকরয়েডের সাথে ছিলেন?'

'সেই ব্যাখ্যা ত তিনি নিজেই দিয়েছেন।' আমি বললাম।

'আচ্ছা, মেনে নিলাম। আচ্ছা তাহলে বলুন, রালফ প্যাটনের অনুপস্থিতির কারণ কি?'

'রালফ চলে যাবার কয়েক মিনিট পর এ্যাকরয়েড খুন হন। সম্ভবত সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, তাকে সবাই সন্দেহ করবে। এর আগেও অনেক নিষ্পাপ লোকের ভয়ে পালিয়ে বেড়াবার ইতিহাস আছে।'

'তা ঠিক।' পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু আপনি কি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের সামনে তিনটি আলাদা মোটিভ রয়েছে? কেউ একজন নীল

এনভেলাপটা চুরি করেছে, ভিতরের জিনিসসহ। এই গেল প্রথমটি। ব্ল্যাক মেইল!! রালফও কিন্তু ব্ল্যাক মেইলার হতে পারে। তাছাড়াও সে এমন কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল, যেটা জানতে পারলে এ্যাকরয়েড রেগে যেতেন। আর আপনি ত নিজেই কেবল আরেকটি মোটিভের কথা বললেন।'

'হুম' আমি বললাম, 'রালফের বিরুদ্ধে কেসটা বেশ জোরালো হচ্ছে মনে হয়।'

'তাই?' পোয়ারো বললেন, 'এই ব্যাপারে আমি আপনার সাথে একমত নই। সাধারণত একটা খুনের পিছনে এত মোটিভ থাকে না, তিন তিনটা মোটিভ? অবিশ্বাস্য। আমার মনে হয়, রালফ নিরপরাধ।'

চোদ্দ
মিসেস এ্যাকরয়েড

মিসেস এ্যাকরয়েড মঙ্গলবার সকালে আমাকে দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। আমি গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন।

'মিসেস এ্যাকরয়েড,' আমি বললাম, 'কোন অসুবিধা হচ্ছে আপনার?'

'প্রথমে প্রিয় এ্যাকরয়েড খুন হলেন। এরপর গতকাল ঐ জঘন্য ছোট খাট ফ্রেঞ্চ, নাকি বেলজিয়ান লোকটা মিটিং এর সময় এত বাজে ভাবে আমাদেরকে অপবাদ দিল। সে আমাদের সাথে কি খারাপ ব্যবহারটাই না করল। সে কি আসলেই মনে করে যে আমি কিছু লুকাচ্ছি? সত্যি বলতে কি, আমার মনে হয়েছে সে আমাদেরকে কোন অপরাধের জন্য দায়ী করছে... ...'

'তা তে কি যায় আসে? আপনি ত আসলেই কিছু লুকাচ্ছেন না, নাকি... ...'

মিসেস এ্যাকরয়েড অন্য দিকে নজর ফেরালেন, 'কর্মচারীরা অনেক কিছুই বানিয়ে বানিয়ে বলে। ছড়িয়ে পড়লে অসুবিধা না? আপনি ত সবসময় মসিয়ে পোয়ারোর সাথে ছিলেন, তাই না ডাক্তার সাহেব? নিশ্চয় ঐ পার্লার মেইড উরসুলা বর্ন কিছু বলেছে। এমনিতেও ত চাকরী ছেড়েই দিচ্ছে। যাবার আগে, যতটা ঝামেলা সম্ভব বাঁধিয়ে যেতে চাইবে।

আপনি নিশ্চয় জানেন, সে কি বলেছে। হয়ত উলটা পালটা এমন কিছু বলেছে যে, মসিয়ে পোয়ারো আমাকে সন্দেহ করেছেন। হয়ত আমাকে কিছু বলতে বা করতে দেখে, সেটা বাড়িয়ে বলেছে।'

পোয়ারো ঠিকই বলেছিলেন। অন্তত গতকালের ছয়জনের মাঝে মিসেস এ্যাকরয়েডের লুকানোর মত কিছু না কিছু আছে।

'আপনার জায়গায় আমি হলে,' আমি বললাম, 'মসিয়ে পোয়ারোকে সব খুলে বলতাম।'

'ওহ!' মিসেস এ্যাকরেয়েড কাঁদা শুরু করে দিলেন, 'আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি হয়ত আমার পক্ষে মসিয়ে পোয়ারোকে বুঝিয়ে বলবেন। আমি যাই কিনতাম না কেন, তা সে যতই ছোট জিনিস হোক না কেন, রজারের কাছে হিসেব দিতে হত। মানে মনে হত যেন সে বছরে মাত্র কয়েকশ পাউন্ড কামায়। বিল গুলো দেখালে সে এমন ব্যবহার করত যে... ...

তাই যখন স্কটল্যান্ডের ঐ ভদ্রলোক, মি. ব্রুস ম্যাকফারসন আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি আমাকে দশ পাউন্ড থেকে দশ হাজার পাউন্ডের মাঝে যে কোন অংকের টাকা ধার দিতে রাজি আছেন... ... আমিও চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম যে আমি রাজী। কিন্তু সমস্যা হল যে, তিনি কোন না কোন ধরনের গ্যারান্টি চাচ্ছিলেন যে, আমি টাকাটা ফেরত দিতে পারব। আমি আশা করেছিলাম যে রজার আমাকে কিছু না কিছু টাকা দিয়ে যাবে। কিন্তু নিশ্চিত হবার দরকার ছিল। আমি ভেবেছিলাম, যে যদি কোন না কোনভাবে আমি রজারের উইল দেখতে

পারি, তাহলে নিশ্চিত হতে পারতাম।

শুক্রবার বিকালে সবাই যখন বাইরে গেল, আমি মনে করেছিলাম বাড়িটা ফাঁকাই থাকবে। অন্তত আমি তেমনটাই ভেবেছিলাম। তাই আমি স্টাডিতে যাই। কাজেই গিয়েছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে অনেক কাগজ টেবিলের উপরে পড়ে আছে, ভাবলাম - ক্ষতি কি? হয়ত ডেস্কের কোন একটা ড্রয়ারে রজার উইলটাকে রেখেছে।'

'আচ্ছা, তাই নাকি?' আমি বললাম, 'এরপর কি আপনি ডেস্কে উইল খুঁজলেন? পেয়েছিলেন?'

মিসেস এ্যাকরয়েড একটা ছোট চীৎকার করে উঠলেন, 'কি বাজে ব্যাপার। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। রজারের জায়গায় আমি হলে, সবাইকে উইলের সবকিছু আগেই জানাতাম। কিন্তু পুরুষেরা কেন জানি গোপনীয়তা খুব বেশী পছন্দ করে... ... আমি যখন উইল খুঁজছিলাম, তখন হঠাৎ করেই উরসুলা ঘরে ঢুকে পড়ে। কি বিব্রতকর অবস্থা, চিন্তা করুন। আমি ড্রয়ার বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। পড়ে মেয়েটিকে ডেস্কের উপরে জমে থাকা ধুলা দেখালাম। কিন্তু মেয়েটা আমার দিকে এমন বাজে ভাবে তাকাল যে কি বলব। আমি মেয়েটাকে কখনোই খুব একটা পছন্দ করতাম না। মেয়েটির লেখাপড়া বেশ ভালই, অন্তত কর্মচারী হিসেবে তাকে মানায় না। আজকালকার দিনে কে যে কর্মচারী আর কে মালিক তা বোঝাই যায় না।'

'এরপর কি হল?'

'রজার ঘরে এল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল - কি হচ্ছে এখানে?

আমি বললাম যে, ‘তেমন কিছু না। আমি শুধু আজকের পত্রিকার জন্য এসেছিলাম।’ এরপর আমি পত্রিকা নিয়ে ঘর ছাড়লাম। যেতে যেতে কানে এল যে বর্ন রজারকে জিজ্ঞাসা করছে, রজারের সাথে একান্তে কথা বলার মত সময় হবে কি না। আমি শোবার জন্য সরাসরি আমার ঘরে চলে যাই। খুব আপসেট ছিলাম।’

একটু বিরতি দিয়ে বললেন, ‘আপনি কি দয়া করে মসিয়ে পোয়ারোকে একটু বুঝিয়ে বলবেন? আপনি ত নিজেই বুঝতে পারছেন যে ব্যাপারটা কত ক্ষুদ্র। কিন্তু ছোট হলেও যখন মসিয়ে পোয়ারো সেদিন কিছু গোপন করার কথা বললে, আমার মাথায় প্রথমে এটাই আসে।’

‘এতটুকুই ত সব, নাকি?’ আমি বললাম, ‘কিছু বাদ দেন নি ত?’

‘আ...হ্যাঁ।’

আমি মিসেস এ্যাকরয়েডের গলায় ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করলাম। বুঝতে পারলাম যে, তিনিও এখনও কিছু গোপন করছেন। পরের প্রশ্নটা করতে পেরে নিজেকেই নিজের জিনিয়াস বলে মনে হল।

‘মিসেস এ্যাকরয়েড,’ আমি বললাম, ‘আপনিই কি সিলভার টেবিলটা খোলা রেখে গিয়েছিলেন?’

‘আপনি কিভাবে জানলেন?’ তিনি ফিসফিস করে বললেন, ‘মানে - আসলে - টেবিলে দুই একটা খুব দামি রুপার জিনিস ছিল। আমি বেশ কিছু দিন হল রুপা নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। সেদিন একটা ছবিতে দেখতে পেলাম যে খুব ছোট এক রুপার তৈরি জিনিস অনেক টাকায় বিক্রি হয়েছে। সিলভার টেবিলে রাখা একটা জিনিসের মতই দেখতে।

আমি ভেবেছিলাম যে জিনিসটা নিয়ে লন্ডনে যাব আর... আর... দাম কত সেটা জানব। আর যদি দাম যদি বেশী হয় তাহলে ব্যাপারটা রজারের জন্য কত বড় একটা সারপ্রাইজ হবে!'

'কিন্তু আপনি টেবিলের ঢাকনা খুলে রেখেছিলেন কেন?' আমি বললাম।

'আমি টেরেস থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে শুনেছিলাম। আমি তাড়াহুড়ো করে রুম থেকে বের হয়ে গেলাম। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছি কি উঠিনি, এমন সময় পার্কার আপনার জন্য সদর দরজা খুলে দিয়েছে।'

'সেটা মনে হয় মিস রাসেল ছিলেন।' আমি চিন্তিত স্বরে বললাম। মিসেস এ্যাকরেয়েড খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। মিস রাসেল সম্ভবত ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন কোথায়?

***

আমি ঘরে ফিরে এসে জানতে পারলাম যে পোয়ারো ক্যারোলিনের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

'আমি মসিয়ে পোয়ারোকে কেসের ব্যাপারে সাহায্য করছি। তিনি চাচ্ছেন যে আমি রালফ প্যাটনের বুটের রং কি তা জেনে তাঁকে জানাই। কালো না বাদামী।'

আমি এক দৃষ্টিতে ক্যারোলিনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বুঝতে পারলাম যে বুটের ব্যাপারে আমি কত বোকার মত একটা কাজ

করে ফেলেছি।

'বাদামী জুতা।' আমি বললাম, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'জুতা না, জেমস। বুট। মসিয়ে পোয়ারো জানতে চাচ্ছিলেন যে রালফের কাছে হোটেলে ওর যে বুট জোড়া ছিল, সেটা কি রং এর। এর উপর নাকি অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'আর তুমি কিভাবে সেটা খুঁজে বের করবে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্যারোলিন বলল যে এরই মধ্যে বের করে ফেলেছে, 'মসিয়ে পোয়ারো ভেবেছিলেন যে বুটের রঙ ছিল বাদামী। তিনি ভুল করেছিলেন। কাল রঙের বুট ছিল।' ক্যারোলিনকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন পোয়ারোকে টেক্কা দিয়েছে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিন্তু আমার মাথায় আসছিল না যে, খুনের সাথে বুটের রঙের কি সম্পর্ক।

পনের
জেফরী রেমন্ড

সেদিন বিকালে আমি আমার রোগী দেখে যখন ফিরে আসি, তখন ক্যারোলিন আমাকে জানাল যে জেফরী রেমন্ড এসেছিল।

'আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আসলে সে মসিয়ে পোয়ারোর সাথে দেখা করতে এসেছিল।' ক্যারোলিন বলল, 'সে দ্য লার্চেস থেকে এখানে এসেছিল। মসিয়ে পোয়ারোকে সেখানে খুঁজে পায়নি। ভেবেছিল আমাদের এখানে এসেছে। মসিয়ে পোয়ারোকে খুঁজে না পেয়ে বলল যে পরে আবার আসবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তিনি বেরিয়ে যাবার এক মিনিট পরেই মসিয়ে পোয়ারো ফিরে এলেন।'

'এখানে?'

'না, তাঁর নিজের ঘরে।'

'আর তুমি কিভাবে জান?'

'সাইডের জানালা দিয়ে দেখেছি।' ক্যারোলিন আমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, 'আমি সেখান থেকে সদর দরজা দেখতে পাই। তুই কি এখন দ্য লার্চেসে যাচ্ছিস না?'

'না ত।' আমি বললাম, 'কেন?'

'তুই ওখানে গেলে হয়ত জানতে পারবি যে, কেন জেফরী

মসিয়ে পোয়ারোর সাথে দেখা করতে চাচ্ছিল। আর মসিয়ে পোয়ারোকে বুটের রঙের কথাও জানাতে পারবি।'

***

আমি লার্চেসে পৌছালে, পোয়ারো আমাকে খুব আন্তরিকতার সাথে বরণ করলেন।

'বসুন, আমার প্রিয় বন্ধু।' তিনি বললেন, 'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?'

'জ্বি, অবশ্যই।'

আমি মিসেস এ্যাকরয়েডের সাথে আমার আলোচনার কথা তাঁকে জানালাম।

'এখন ব্যাপারটা কিছুটা হলেও পরিষ্কার হল।' সে খুব চিন্তিত ভাবে বলল, 'তাঁর কথায় হাউসকিপারের কথারও সত্যতা প্রমাণ হল। আপনার নিশ্চয় মনে আছে যে, সে বলেছিল যে সে সিলভার টেবিলের ঢাকনা খোলা পেয়েছিল আর পরে সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'জ্বি,' আমি বললাম, 'আমার মনে আছে। কিন্তু তিনি ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে ঘরে কেন ঢুকলেন? ও ভাল কথা, আমার বোন আপনাকে বলার জন্য একটা ম্যাসেজ দিয়েছে। রালফ প্যাটনের বুট বাদামী না কাল।'

'আহ!' পোয়ারো বললেন, 'বড়ই দুঃখের কথা।'

কিন্তু কেন দুঃখের কথা, সে বিষয়ে কিছুই বললেন না। এমন

সময় দরজা খুলে জেফরী রেমন্ড ঘরে ঢুকল।

'সম্ভবত আমি চলে গেলেই ভাল হবে।' আমি বললাম।

'আমার জন্য যাবার কোন দরকার নেই, ডা. সাহেব।' জেফরী বলল, 'আমি মসিয়ে পোয়ারোর কাছে একটা সত্য কথা স্বীকার করতে এসেছি। আপনি বলেছিলেন যে আমরা সবাই কিছু না কিছু লুকাচ্ছি। অন্তত আমার ব্যাপারে সত্য। আমার প্রচুর ঋণ আছে - প্রচুর। আর মি. এ্যাকরেয়ডের কাছ থেকে পাওয়া পাঁচশ পাউন্ড আমার খুব উপকার করবে।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। এমন নির্মল হাসি যে, লোকেরা কেন তাকে পছন্দ করে, তা আমি বুঝতে পারলাম।

'যুবক হলেও আপনি বেশ বুদ্ধিমান।' পোয়ারো বললেন, মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ব্যাপারটাতে খুশিই হয়েছেন। 'খুলেই বলি। যখন আমি বুঝতে পারি যে কেউ আমার কাছ থেকে কোন কিছু লুকাচ্ছে, আমি ধরে নেই যে ব্যাপারটা খুব খারাপ। আপনাকে সব খুলে বলার জন্য ধন্যবাদ।'

'আমার উপর থেকে সন্দেহ পরিষ্কার হলেই আমি খুশী।' রেমন্ড বলল, 'এখন যাই।'

'আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হল।' দরজা বন্ধ হতে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' পোয়ারো একমত হলেন, 'কিন্তু একটা ব্যাপার কি বুঝতে পারছেন যে, এ্যাকরয়েডের মৃত্যু ঐ বাড়ির কতজনের লাভে আসবে?

কেবল মেজর ব্ল্যান্ট ছাড়া।'

তিনি এমন অদ্ভুতভাবে ব্ল্যান্টের নাম উচ্চারণ করলেন যে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

আপনার কি ধারণা যে মেজর ব্ল্যান্টও কিছু লুকাচ্ছেন?

'একটা কথা প্রায়ই শুনি - একজন ইংরেজ ভদ্রলোক কেবল একটা ব্যাপারই চেপে রাখেন, তাঁর ভালবাসা। তাই না? যাই হক, আমি পার্কারের উপর একটা ছোট পরীক্ষা চালাতে চাই।'

'পার্কার?'

'হ্যাঁ, পার্কার। কেন না জানি আমার চিন্তা ঘুরে ফিরে পার্কারের দিকেই যায়। নাহ, আমি ওকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করি না। কিন্তু হয়ত সেই মিসেস ফেরার্সের ব্ল্যাক মেইলার।'

'পার্কারের চিঠিটা চুরি করার সুযোগ ছিল।' আমি বললাম, 'আমি অনেক পরে খেয়াল করেছিলাম যে চিঠিটা চুরি হয়েছে।'

'তাহলে, চলুন। আমরা একসাথে ফ্রেনলিতে যাই।'

আমরা প্রায় সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়লাম। ফ্রেনলিতে পৌঁছাবার পর পোয়ারো মিস এ্যাকরয়েডের সাথে দেখা করতে চাইলেন। মিস এ্যাকরয়েড নীচে নেমে আমাদের সাথে দেখা করল।

'মাদামোয়াজেল ফ্লোরা,' পোয়ারো বললেন, 'কেন জানি পার্কারের উপর থেকে আমার সন্দেহ পুরোপুরি যাচ্ছে না। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, তাহলে আমার সুবিধা হয়। আমি চাই, সেই রাতের ওর কিছু কর্মকাণ্ড আবার যেন আমার সামনে সে আবার করে। কিন্তু

এমনভাবে করাতে চাই যেন ও কিছু সন্দেহ না করে। কিন্তু কি বলব বুঝে পাচ্ছি না। আহ! পেয়েছি। ডা. সাহেব, কষ্ট করে একটু বেলটা বাজাবেন?'

আমি বাজালাম, পার্কার কিছুক্ষণ পরই আমাদের সামনে চলে এল। 'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?'

'জ্বি, হ্যাঁ।' পোয়ারো বললেন, 'আমি একটা ছোট পরীক্ষা চালাতে চাই। আমি জানি যে, ঘটনার রাতে মেজর ব্ল্যান্ট স্টাডির জানালার বাইরে টেরেসে ছিলেন। আমি জানতে চাই যে, সেই রাতে তোমার আর মিস এ্যাকরয়েডের মাঝে যে কথা হয়েছে তা অন্যদের শোনার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। আমি সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাই। সেই রাতে তুমি যে ট্রে বহন করছিলে সেটা নিয়ে এস ত।'

পার্কার ট্রে আনতে গেল। আমরা স্টাডির দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ পরেই পার্কার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, হাতের ট্রে। সেখানে হুইস্কি আর পানি রাখা।

'আচ্ছা, আসুন এখন আমরা সেই রাতে যা যা যেভাবে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটাই।' পোয়ারো বললেন। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে আছেন, 'তুমি বাইরের হলঘর থেকে আসছিলে, আর মাদামোয়াজেল কোথায় ছিলেন?'

'এখানে,' ফ্লোরা বলল, 'আমি কেবল দরজা বন্ধ করেছিলাম।'

'জ্বি, মিস' পার্কার একমত হল, 'আমি যখন আপনাকে দেখি, আপনার হাত তখন হ্যান্ডেলের উপর ছিল, এখনকার মতই।'

‘তাহলে,’ পোয়ারো বললেন, ‘শুরু করে দিন।’

ফ্লোরা দরজার হ্যান্ডেলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে পার্কার মেইন হলে দরজা দিয়ে এগিয়ে এল। সে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই থেমে গেল। ফ্লোরা বলল, ‘ওহ পার্কার! মি. এ্যাকরয়েড চান না আজ রাতে আর কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক।’

‘ঠিক আছে?’ সে পার্কারকে জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার মনে হয় আপনি আজ রাতে না বলে আজ সন্ধ্যায় বলেছিলেন মিস ফ্লোরা।’ নিজে নাটকীয় সুরে বলল, ‘অবশ্যই মিস ফ্লোরা, আমি কি সবসময়ের মতই দরজা আটকে দিব?’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

পার্কার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফ্লোরা তার পিছু পিছু গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় ঘাড়ের উপর দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আরও কিছু করতে হবে?’

‘আরে না! যথেষ্ট।’ ছোট খাট মানুষটি হাত কচলিয়ে বলল, ‘আমার যা জানা দরকার, আমি জেনেছি।’

ষোল
পার্কার

পরদিন সকাল এগারটার সময় মিসেস ফেরার্স আর রজার এ্যাকরয়েডের শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এরপর পোয়ারো আমাকে তাঁর সাথে দ্য লার্চেসে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

'আপনাকে সাথে নিয়ে আমি পার্কারকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই!' তিনি বললেন, 'আমরা ওকে এমন ভয় দেখাব যে, সে সত্য কথা বলতে বাধ্য হবে। আমি বারটার দিকে ওকে আমার বাসায় থাকতে বলেছি। আমরা মনে হয় বাসায় গিয়ে ওকে দেখতে পাব।'

বাসায় পৌঁছে হাউসকিপারের কাছে জানতে পারলাম - পার্কার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই বাটলার আমাদের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'শুভ বিকাল, পার্কার।' পোয়ারো বললেন, 'বস বস। তোমার সাথে অনেক কথা আছে।'

পার্কার পোয়ারোর দেখানো চেয়ারে বসে পড়ল।

'আচ্ছা, শুরু করা যাক।' পোয়ারো মুচকি হেসে বলল, 'তুমি কি প্রায়ই ব্ল্যাক মেইল কর?'

পার্কার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'স্যার, জীবনে কেউ কখনোই আমাকে এভাবে- এভাবে-'

‘অপমান করেনি।’ পোয়ারো বললেন, ‘জীবনে কেউ কখনোই আমাকে এভাবে অপমান করেনি। কিন্তু তাহলে তুমি রজার এ্যাকরয়েড আর ডা. শেপার্ডের কথা শোনার জন্য এত উদগ্রীব ছিলে কেন? যখন ব্ল্যাক মেইল শব্দটা তোমার কানে এল?’

‘আমি - না তো- ’

‘মি. এ্যাকরয়েডের আগে কার হয়ে কাজ করতে’ পোয়ারো হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

‘মেজর এলারবি নামের একজনের, স্যার ...’

‘মেজর এলারবি মাদকাসক্ত ছিলেন। তাই না? কেউ একজন মারা যায়, আর মেজর এলারবি কিছুটা হলেও তার জন্য দায়ী ছিলেন। ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়া হয়। কিন্তু তুমি জানতে। মেজর এলারবি তোমার মুখ বন্ধ রাখার জন্য কত দিয়েছিলেন? আচ্ছা বলেই ফেলি, আমি তোমার ব্যাপারে ভালমতই খোঁজ খবর নিয়েছি।’ পোয়ারো স্মিত হেসে বললেন, ‘তখন ব্ল্যাক মেইল করে বেশ ভালই কামিয়েছিলে। এবারের কথা বল।’

পার্কারের চেহারা সাদা দেখাচ্ছিল, ‘কিন্তু আমি মি. এ্যাকরয়েডের কোন ক্ষতি করি নি! আমাকে বিশ্বাস করুন, স্যার। আমি স্বীকার করি যে সেদিন রাতে আমি আড়ি পেতেছিলাম। আমি ব্ল্যাক মেইল শব্দটা শুনেছিলাম আর ভেবেছিলাম, যদি কেউ মি. এ্যাকরয়েডকে ব্ল্যাক মেইল করেই থাকে তাহলে আমি কেন বাদ যাব?’

পোয়ারোর চেহারায় এক অদ্ভুত আলো খেলা করে গেল। তিনি

সামনে ঝুঁকে বললেন, ‘সেই রাতের আগে তোমার কি কখনো মনে হয়েছিল যে কেউ মি. এ্যাকরয়েডকে ব্ল্যাক মেইল করছে?’

‘না স্যার। আমার জন্যও ব্যাপারটা খুব বিস্ময়কর ছিল। তিনি খুবই ভদ্র আর সৎ একজন মানুষ ছিলেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে মেজর এ্যালারবি কে যে আমি ব্ল্যাক মেইল করেছি সেটা কোন না কোনভাবে পুলিশ জেনে যাবে। আর আমাকে সন্দেহ করবে।’

‘আমার মনে হয় তুমি সত্য কথাই বলছ।’ পোয়ারো বললেন, ‘যদি না বলে থাক... তাহলে ব্যাপারটা তোমার জন্য খুব খারাপ হবে।’

পার্কার চলে যেতেই আমি বললাম, ‘আপনি কি পার্কারের সব কথা বিশ্বাস করেছেন?’

‘পার্কারের কথায় বোঝাই যায় যে, ওর ধারণা কেউ মি. এ্যাকরয়েডকে ব্ল্যাক মেইল করছে। তাহলে, সে মিসেস ফেরার্সেকে ব্ল্যাক মেইল করার কথা কিছুই জানে না।’

‘কিন্তু তাহলে - কে...?’

‘একদম ঠিক! কে? চলুন মসিয়ে হ্যামন্ডের সাথে দেখা করে আসি।’

উকিল সাহেবের অফিসে পৌঁছেই মসিয়ে পোয়ারো সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন, ‘মসিয়ে হ্যামন্ড, আপনি ত মিসেস ফেরার্সেরও উকিল ছিলেন, নাকি?’

‘জ্বী।’

‘আমিও এমনটাই ভেবেছিলাম। আমি চাই, আপনি ডা. শেপার্ডের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।’ আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনার আর মি. এ্যাকরয়েডের কথোপকথনটা উনাকে বলবেন?’

‘অবশ্যই।’ আমি বললাম।

হ্যামন্ড পুরোটা খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন, ‘ব্ল্যাক মেইল!’ উকিল সাহেব চিন্তিত ভাবে বললেন, ‘সম্ভব।’

‘মসিয়ে’, পোয়ারো বললেন, ‘ঠিক কত টাকা মিসেস ফেরার্স ব্ল্যাক মেইলারকে দিয়েছিলেন সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?’

‘গত বছর মিসেস ফেরার্স বেশ কিছু শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছিলেন। শেয়ার বিক্রির টাকা তাঁর এ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল, কিন্তু আবার বিনিয়োগ করা হয় নি। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন। তিনি বললেন, তাঁর স্বামীর কয়েকজন গরীব আত্মীয়ের পিছে টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।’

‘ঠিক কত টাকা?’ পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন।

‘সব মিলিয়ে প্রায় বিশ হাজার পাউন্ড হবে।’

‘বিশ হাজার পাউন্ড!!!’ আমি বললাম, ‘তাও কিনা মাত্র এক বছরে?’

‘মিসেস ফেরার্স খুব ধনী একজন মহিলা ছিলেন।’ পোয়ারো বললেন, ‘আর খুনের শাস্তি হল ফাঁসি। আর তিনি একজন খুনি। আপনাকে ধন্যবাদ, মসিয়ে হ্যামন্ড।’ পোয়ারো বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন।

বাইরে এসে পোয়ারো বললেন, 'আমরা পার্কারকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি। পার্কারের কাছে যদি বিশ হাজার পাউন্ড থাকত, তাহলে ত আর বাটলার হিসেবে কাজ করত না।'

আমরা আমার বাড়ির কাছাকাছি আসলে, আমি পোয়ারোকে ভিতরে আসতে অনুরোধ করলাম। ক্যারোলিন যখন বাড়িতে ফিরল, তখন আমরা আগুনের সামনে বসে সিগার টানছি।

'আপনারা কি রালফ প্যাটনকে খুঁজে পেয়েছেন?' সে পোয়ারোকে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি তাঁকে কোথায় পাব, মাদামোয়াজেল?'

'আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় ওর খোঁজে ক্রানচেষ্টারে গিয়েছেন।'

'ক্রানচেষ্টার? কেন, ক্রানচেষ্টারে কেন?'

আমি হাসলাম, 'আমাদের গ্রামের একমাত্র গোয়েন্দা আপনি। সবাই আপনাকে গাড়ীতে করে ক্রানচেষ্টারের দিকে যেতে দেখেছে।'

পোয়ারো হাসলেন, 'ওহ, ওটা! আমি শুধু আমার ডেন্টিস্টের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দাঁতে ব্যথ্যা।'

ক্যারোলিনকে দেখে মনে হল সে খুবই হতাশ। আমরা রালফ প্যাটনকে নিয়ে কথা বলা শুরু করলাম।

'সে দুর্বল মনের মানুষ হতে পারে,' আমি বললাম, 'কিন্তু খুনি না।'

'আহ!' পোয়ারো বলল, 'কিন্তু এই দুর্বল মানুষও অনেক সময় অভাবনীয় কিছু করে বসে।'

‘একদম ঠিক বলেছেন।’ ক্যারোলিন বলল, ‘এই জেমসের কথায় ধরুন না - আমি দেখে না রাখলে যে কি হত। আমি সবসময় ভেবে এসেছি যে ওকে দেখে শুনে রাখাটা আমার দায়িত্ব। যদি ওর বেড়ে ওঠার সময় ওকে দেখে না রাখতাম, কে জানে কি না কি করে বসত। কাজের কথায় আসি, আমার মতে মাত্র দুই জন ফ্রেনলির অধিবাসীর পক্ষে রজারকে খুন করা সম্ভব - রালফ আর ফ্লোরা। পার্কার ফ্লোরাকে দরজার ঠিক বাইরেই পেয়েছিল, তাই না? সে ত আর শোনেনি যে ফ্লোরাকে তার আংকেল গুড নাইট বলেছে। ফ্লোরা ঘর থেকে বের হবার আগে হয়ত রজারকে খুন করেছে।’

‘ক্যারোলিন!’

‘আমি বলছি না যে ফ্লোরাই ওকে খুন করেছে। বলছি, খুন করার সুযোগ ওর ছিল। সত্যি বলতে কি, আমার মতে ওর একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু আর কে হতে পারে? মি. রেমন্ড আর মেজর ব্ল্যান্টের শক্ত এ্যালিবাই আছে। মিসেস এ্যাকরয়েডের এ্যালিবাইও শক্ত। এমনকি মিস রাসেলেরও এ্যালিবাই আছে। তাহলে কে থাকল? ফ্লোরা আর রালফ! আর তোরা যাই বলিস না কেন - আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে রালফ খুনি।’

পোয়ারো শান্তভাবে বললেন, ‘একজন সাধারণ লোকের কথা ধরুন, যে কোন একজন। দুর্বলচিত্তের মানুষ, কিন্তু খুব দক্ষভাবে সে সেটাকে লুকিয়ে রাখে। ধরুন লোকটার জীবনে খারাপ কিছু একটা ঘটল। সে সমস্যায় পড়ে গেল, বাজে ধরনের সমস্যা। এমন অবস্থায় সে হঠাৎ

করে কিছু একটা আবিষ্কার করে বসল। প্রথমে ভেবেছিল, আর দশটা সৎ নাগরিকের মতই সে ব্যাপারটা পুলিশকে জানাবে। কিন্তু এমন সময় তার দুর্বলতা তাকে বাধ্য করল ব্যাপারটা চেপে যেতে। কারণ, চেপে গেলেই সে টাকা কামাতে পারবে - প্রচুর টাকা। তার তেমন কিছুই করতে হবে না, শুধু চুপ থাকলেই হবে। আস্তে আস্তে লোকটার লোভ বাড়তে থাকল - টাকা চাই, আরও টাকা! লোভের ফাঁদে পড়ে, সে তার সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে মেরে ফেলল - এমন চাপ দিল যে, তার টাকার উৎস মানসিক চাপ না পেরে আত্মহত্যা করে বসল। মেয়েরা এমনিতেই নরম স্বভাবের হয়। আমার মনে হয় এখানেও তাই ঘটেছে। মিসেস ফেরার্স মানসিক চাপ সামলাতে পারেন নি। আর তাই, সইতে না পেরে মি. এ্যাকরয়েডের কাছে সব সত্যি বলে দিয়েছেন। আর যেহেতু বলেই দিয়েছেন, টাকা দেবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ব্ল্যাক মেইলার জানত যে সে ধরা পড়তে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, গত এক বছরে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন মরিয়া। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। কারণ যদি সে ধরা পড়ে যায়, তাহলে সব বৃথা। আর তাই - খুনের ঘটনাটা ঘটল।'

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনছিলাম। পোয়ারোর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু একটা ছিল যে আমরা দুই জনই ভয় পেয়ে গেলাম।

'এরপর,' তিনি বলে চললেন, 'খুন করার পর, সে আবার স্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করল। চুপচাপ, দয়ালু... কিন্তু নিশ্চিত থাকুন। প্রয়োজন পড়লে সে আবার খুন করতে পিছ পা হবে না।'

সতের
ফ্লোরা এ্যাকরয়েড

পরের দিন সকালে আবার ইন্সপেক্টর রাগলানের সাথে আমার দেখা হল। আমি তখন রোগী দেখে ঘরে ফিরছি।

‘শুভ সকাল, ডা. শেপার্ড।’ ইন্সপেক্টর বললেন, ‘আমি লার্চেসে যাচ্ছিলাম। মসিয়ে পোয়ারো ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে ঠিকই বলেছিলেন। মি. এ্যাকরয়েডের হাতের ছাপই পাওয়া গেছে। তবে এই ব্যাপারটা বাদে অন্য কোন ব্যাপারে মসিয়ে পোয়ারোর কথার কোন প্রমাণ পাই নি। পোয়ারোর মাথা সেই আগের মত নেই। মনে হচ্ছে, সেই জন্যই তিনি রিটায়ার করেছেন। তাঁর পরিবারেও নাকি মানসিক রোগী আছে। তাঁর এক ভাতিজাও নাকি...

‘তাই নাকি? কে বলল আপনাকে?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ইন্সপেক্টর রাগলানের মুখে হাসি দেখা গেল, ‘আপনার বোন, মিস শেপার্ড!’

আসলেই, ক্যারোলিন একটা জিনিস বটে। কারও নাড়ী নক্ষত্রের খবর না জানা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

‘উঠে পড়ুন।’ আমি গাড়ীর দরজা খুলে ইন্সপেক্টরকে বললাম, ‘একসাথেই যাই।’

পোয়ারো আমাদেরকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন। চুপচাপ ইন্সপেক্টরের কথা শুনলেন। সব শোনার পর হাত তুলে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনি ভুল রাস্তায় এগোচ্ছেন।'

ইন্সপেক্টর রাগলান ভ্রু কুঁচকে তাঁর দিকে তাকালেন, 'বুঝতে পারলাম না।'

পোয়ারো হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন যে, মি. এ্যাকরয়েড নয়টা পঁয়তাল্লিশে বেঁচে ছিলেন।'

'আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'আমি প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করি না।' পোয়ারো মুচকি হেসে বললেন।

'কিন্তু মিস ফ্লোরা এ্যাকরয়েড যে... ...'

'কি? মিস পোয়ারো তাঁর আংকেলকে গুড নাইট বলেছেন? কিন্তু আমার কথা আর কি বলব - আমি সবসময় কমবয়সী মেয়েদের কথা বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু পার্কার যে তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখেছে?'

'নাহ ঘর থেকে বের হতে দেখে নি। পার্কার মিস ফ্লোরাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। আর দেখেছে ফ্লোরা হ্যান্ডেলে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে মিস ফ্লোরাকে ঘর থেকে বের হতে দেখেনি।'

'কিন্তু... তাহলে মিস ফ্লোরা কোথায় ছিলেন?'

'হয়ত সিঁড়িতে।'

'কিন্তু ঐ সিঁড়ি দিয়ে ত কেবল মাত্র মি. এ্যাকরয়েডের শোবার

ঘরে যাওয়া যায়।'

'একদম ঠিক।' পোয়ারো বললেন।

ইন্সপেক্টর রাগলান তাও বুঝতে পারলেন না, 'তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, ঐ চল্লিশ পাউন্ড মিস ফ্লোরা নিয়েছেন?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, মা আর মেয়ের জীবন খুব একটা আনন্দের ছিল না। রজার এ্যাকরয়েড টাকা পয়সার ব্যাপারে বেশ অদ্ভুত ছিলেন। হয়ত মেয়েটার টাকা পয়সার দরকার ছিল। এমনও ত হতে পারে যে, তিনি টাকা চুরি করেছিলেন। এরপর সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ও শুনতে পার পার্কারের স্টাডির দিকে যাবার আওয়াজ। এখন যদি সবাই জানতে পারে যে টাকা চুরি হয়েছে, তাহলে পার্কার নিশ্চয় সবাইকে বলে দিবে। ভয় পেয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে ফ্লোরা দৌড়ে নীচে নামে। এরপর স্টাডির হাতলে হাত দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন পার্কার দেখে মনে করে সে কেবল স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছে। পার্কারকে দেখে সে মাথায় প্রথম যা আসে তাই বলে দেয়। এরপর চলে যায় নিজের ঘরে।

কিন্তু খুনের ঘটনাটা ঘটার কারণে, পুরো ব্যাপারটা সামাল দেয়া মিস ফ্লোরার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁকে প্রথমে শুধু এতটুকুই বলা হয় যে, আগের রাতে চুরি হয়েছে আর পুলিশ এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই ফ্লোরা মনে করে যে চুরির ব্যাপারটা সবাই জেনে গিয়েছে। নিজের বানানো গল্প ছাড়া সে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু যখন তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর আংকেল খুন হয়েছেন, সে আরও ভয় পেয়ে যায়।

আজকালকার কম বয়সী মেয়েরা খুব সহজে জ্ঞান হারায় না, মসিয়ে। আর ফ্লোরা মত সুন্দরী কমবয়সী মেয়েরা কখনোই চুরির কথা স্বীকার করে না - বিশেষকরে যাদের প্রশংসা পেতে চায়, তাদের সামনে ত অবশ্যই না।

আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল যে মিস ফ্লোরা আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু লুকাচ্ছে। নিশ্চিত হবার জন্য আমি একটা পরীক্ষা করেছিলাম, ডা. শেপার্ড আমার সাথে ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি ত বলেছিলেন যে পরীক্ষাটা পার্কারের জন্য।' আমি তিক্ত স্বরে বললাম। পোয়ারো আমাকে মিথ্যা বলেছিলেন, ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না।

'মিস ফ্লোরাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরী হয়ে পরেছে দেখছি। আপনি আসবেন, মসিয়ে পোয়ারো?' ইন্সপেক্টর বললেন।

'অবশ্যই। ডা. শেপার্ডের গাড়িতে করেই চলুন যাই।'

ফ্রেনলিতে পৌঁছে মিস ফ্লোরার সাথে দেখা করতে চাইলে, আমাদেরকে বলা হল উনি বিলিয়ার্ড রুমে আছেন। আমরা বিলিয়ার্ড রুমে গিয়ে দেখলাম মিস ফ্লোরাআর মেজর হেক্টর ব্ল্যান্ট বসে গল্প করছেন।

'সুপ্রভাত মিস ফ্লোরা।' ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমরা কি আপনার সাথে একটু একান্তে কথা বলতে পারি?'

'কিন্তু, কেন?' ফ্লোরা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মেজর ব্ল্যান্ট থাকলে কি সমস্যা? মেজর ব্ল্যান্ট, দয়া করে থাকুন।' সে ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে বলল।

‘আপনার কোন আপত্তি না থাকলে থাকতে পারেন।’ ইন্সপেক্টর বললেন, ‘কিন্তু আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব। আপনি একা থাকলেই ভাল হত।’

ফ্লোরার চেহারা সাদা হয়ে গেল। সে ব্ল্যান্টের দিকে ফিরে বলল, ‘আমি চাই আপনি থাকুন - প্লিজ - থাকুন। ইন্সপেক্টর আমাকে যাই বলুন না কেন, আমি চাই আপনিও তা শুনুন।’

রাগলান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘আপনার ইচ্ছা। মসিয়ে পোয়ারো...’

ফ্লোরা পোয়ারোর দিকে তাকাল, ‘মাদামোয়াজেল, কেউ পোয়ারোর কাছ থেকে কিছু লুকাতে পারে না। সে সব কিছুই জানতে পারে। তুমি টাকাটা নিয়েছ, তাই না?’

এক মুহূর্তের জন্য সবাই চুপ করে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর ফ্লোরা সোজা হয়ে বসল। বলল, ‘মসিয়ে পোয়ারো ঠিক বলেছেন। আমি চুরি করেছি। এতদিন গোপন ছিল! এখন আপনারা সবাই জানলেন। আমি বলে বোঝাতে পারব না, এই কয়দিন আমার কত কষ্টে কেটেছে। আপনারা জানায় আমি খুশিই হয়েছি! আমার জীবন কিভাবে কেটেছে, তা আপনারা জানেন না। বাবা মারা যাবার পর হঠাৎ করে আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের কোন টাকা পয়সা নেই। আমি বেশ কিছু জিনিস বাকীতে কিনে ফেলেছিলাম। দোকানগুলোকে পরে টাকা দেবার কথা ছিল। উফ! কি বীভৎস ব্যাপার। রালফ আর আমার মাঝে মিল এখানেই। আমরা দুই জনেই দুর্বল, দুই জনের প্রচুর ঋণ।’

এক নিঃশ্বাসে কথা গুলো বলে সে ব্ল্যান্টের দিকে তাকাল, 'কিন্তু আর মিথ্যা বলব না। আমি আপনার পছন্দের মেয়েদের মত নই - কম বয়সী আর নিষ্পাপ! আমি এখন আর কিছুই কেয়ার করি না। আমি নিজেই নিজেকে ঘৃণা করি। কিন্তু বিশ্বাস করুন - যদি আমি দোষ স্বীকার করলে রালফের কোন লাভ হত, আমি সাথে সাথেই সব স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু আমি জানতাম যে, আমি সব খুলে বললে ব্যাপারটা রালফের জন্য আরও বাজে রূপ নিবে। '

'রালফ।' ব্ল্যান্ট বলল, 'সবসময় - রালফ।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না...' ফ্লোরা বলল।

সে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি টাকার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সেইদিন রাতে আমি আংকেলকে খাবার পর আর দেখি নি। আর টাকার ব্যাপারে কি বলব, আপনাদের যা ইচ্ছা হয় করতে পারেন।'

ফ্লোরা হাত দিকে মুখ ঢাকল, এরপর দৌড়ে বেরিয়ে গেল রুম থেকে।

'হুম' ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাহলে টাকার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।'

ব্ল্যান্ট ইন্সপেক্টরের দিকে এক পা এগিয়ে বললেন, 'ইন্সপেক্টর রাগলান।' ধীর গলায় বললেন, 'টাকাটা মি. এ্যাকরয়েড আমাকে দিয়েছিলেন, মিস ফ্লোরা টাকাটা ছুঁয়েও দেখেন নি। তিনি রালফকে রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলছেন। আমি এমনকি আদালতে প্রতিজ্ঞা করে বলতেও রাজী আছে।'

কথা শেষ হতে অদ্ভুত বাউ করে তিনি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। পোয়ারো তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে গেলেন।

'মসিয়ে, আমার কথাটা একটু শুনুন। আমাকে মিথ্যা বলে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব। আপনার সদিচ্ছার প্রশংসা করতেই হয়। মাথা আপনার খুব দ্রুত চলে। এর আগে একদিন আমরা গোপন বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম, মনে আছে? আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আপনি মিস ফ্লোরাকে খুব ভালবাসেন। কেন যে আপনারা ইংরেজরা এই ভালবাসার ব্যাপারটাকে এভাবে দেখেন! যাই হোক, এরকুল পোয়ারোর পরামর্শ শুনুন - সবার কাছ থেকে লুকালেও, দয়া করে মাদামোয়াজেল ফ্লোরার কাছ থেকে লুকাবেন না।'

'আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?' মেজর ব্ল্যান্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

'আপনার ধারণা মিস ফ্লোরা রালফ প্যাটনকে ভালবাসে, তাই না? কিন্তু আমি, এরকুল পোয়ারো বলছি, আপনার ধারণা ভুল। মাদামোয়াজেল ফ্লোরা একমাত্র তাঁর আংকেলকে খুশী করার জন্য বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন। তিনি রালফকে পছন্দ করতেন, নিজেদের মাঝে বোঝাপড়াও ভালই ছিল। কিন্তু ভালবাসা - না! মাদামোয়াজেল ফ্লোরা ক্যাপ্টেন প্যাটনকে ভালবাসেন না।'

'তাহলে?' মেজর ব্ল্যান্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি তাঁর বাদামী চামড়ার নীচে লালচে আভা দেখতে পেলাম।

'আপনি অন্ধের মত আচরণ করছেন, মসিয়ে। তিনি খুব বিশ্বস্ত আর অনুগত। রালফ সন্দেহের মাঝে আছে, ফ্লোরা ভাবছেন তাঁর এখন

রালফকে সাপোর্ট দেয়া উচিত।'

'মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে, ফ্লোরা... ফ্লোরা আমাকে...' ব্ল্যান্ট মাঝপথে থেমে গেলেন।

'আমাকে বিশ্বাস না হলে, নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না। কিন্তু হয়ত, চুরির ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর, আপনি সত্যটা জানতে চান না।'

ব্ল্যান্ট রুক্ষ ভাবে হাসলেন, 'আপনার কি ধারণা? এই একটা ব্যাপারের কারণে আমি তাঁর থেকে দূরে সরে যাব? রজার সবসময় টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু কেমন কেমন করত। ওর একগুঁয়েমির জন্যই মিস ফ্লোরার মত একটা নিষ্পাপ মেয়েকে এত কষ্ট করতে হল। আহা!'

পোয়ারো চিন্তিত ভাবে দরজার দিকে তাকালেন, 'মাদামোয়াজেল ফ্লোরা বোধহয় বাগানে আছেন।' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

'আমি কি বোকা!' ব্ল্যান্ট বললেন, 'আপনি খুব ভাল একজন মানুষ, মসিয়ে পোয়ারো। ধন্যবাদ।' তিনি পোয়ারোর হাত নিজের হাতে নিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে, পোয়ারোর মুখ ব্যথায় কুঁচকে গেল। এরপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে বাগানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'বোকা?' পোয়ারো বললেন, 'প্রেমে পড়লে সবাই একটু আধটু বোকা বনে যায়!'

আঠার
একটি মিথ্যা

গ্রামের দিকে ফিরে চললাম আমরা। পুরোটা পথ জুড়ে রাগলান একের পর এক অভিযোগ করে গেলেন, 'এত গুলো এ্যালিবাই! সব বাতিল। আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে সবকিছু। এখন আবার সাড়ে নয়টা থেকে শুরু করতে হবে। সাড়ে নয়টা!'

বাসায় ফিরেই আমি তাড়াতাড়ি আমার সার্জারি রোগীদের দেখার জন্য রওনা হলাম। পোয়ারো ইন্সপেক্টরের সাথে থেকে গেলেন।

শেষ রোগীটিকে বিদায় দিয়ে আমি বাড়ির পিছনের ছোট ঘরটাতে গেলাম। আমি এই ঘরের নাম দিয়েছি - কারখানা। অনেক কিছু বানিয়েছি নিজে থেকেই। বিশেষ করে আমার বানানো ওয়্যারলেস সেট নিয়ে ত নিজেই খুব গর্বিত। ক্যারোলিন যখন দরজা খুলে ঘরে ঢুকল, তখন আমি একটা এ্যালার্ম ঘড়ি ঠিক করছি।

'মসিয়ে পোয়ারো তোর সাথে দেখা করতে চান।'

'আচ্ছা।' বললাম, 'পাঠিয়ে দাও এখানে।'

অল্প কিছুক্ষণ পরেই, ক্যারোলিন পোয়ারোকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এরপর বেরিয়ে যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে চলে গেল।

'আহ, বন্ধু আমার!' পোয়ারো বললেন।

'কি অদ্ভুত ব্যাপার না?' হাত থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটি নামিয়ে

বললাম, ‘ছোট্ট একটা ঘটনা। কিন্তু পুরো কেসটায় ওলট পালট করে দিল।’

পোয়ারো হাসলেন, ‘কিন্তু পুরো ঘটনা দিবালোকের মতই পরিষ্কার।’

‘আপনার কাছে ত সবই দিবালোকের মত পরিষ্কার। কিন্তু আমি ত আগা মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করেই আমাকে কুয়াশার মধ্যে ফেলে রেখেছেন।’

পোয়ারো মাথা নেড়ে না করলেন, ‘না। আপনি কুয়াশার মধ্যে নেই। মাদামোয়াজেল ফ্লোরার ব্যাপারটাই ধরুন না। ইন্সপেক্টর অবাক হলেও, আপনি কিন্তু হন নি।’

‘আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি যে, ফ্লোরা চুরি করতে পারে! কিন্তু আমারও মনে হচ্ছিল সে কিছু একটা লুকাচ্ছে। তাই খুব বেশী অবাক হই নি। কিন্তু ইন্সপেক্টর রাগলানকে দেখে মনে হচ্ছিল ভূত দেখছেন!’

‘হুম! কিন্তু আমি কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে একটা কাজ করে ফেলেছি।’

পোয়ারো তাঁর পকেট থেকে এক টুকর কাগজ বের করে উঁচু গলায় পড়লেন, ‘পুলিশ বেশ কিছু দিন হল ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটনকে খুঁজছিল। ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটন, মি. রজার এ্যাকরয়েডের সৎ পুত্র। মি. এ্যাকরয়েডকে গত শুক্রবার তাঁর বাস ভবনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটনকে লিভারপুলে খুঁজে পাওয়া যায়, তিনি তখন আমেরিকা গামী এক জাহাজে ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।’

পোয়ারো কাগজটিকে আবার ভাঁজ করলেন, ‘কালকের খবরের কাগজে এটা ছাপা হবে।’

আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম, ‘কিন্তু - এটা ত মিথ্যা খবর! সে ত লিভারপুলে নেই।’

পোয়ারো আমুদে হাসি হাসলেন, ‘ মাথা আপনার বেশ দ্রুতই চলে! আমি ইন্সপেক্টরকে বুঝিয়েছি যে এই খবর ছাপা হলে বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু ঘটনা ঘটবে। তিনি বুঝেছেন।’

‘কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’ আমি বললাম, ‘এই খবর ছাপলে কি এমন লাভ হবে?’

‘মাথার ধূসর পদার্থটাকে একটু খাটান! বুঝবেন।’ পোয়ারো সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন। উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে এসে বললেন, ‘আপনি দেখছি যন্ত্রপাতি খুব পছন্দ করেন।’

পোয়ারোর আগ্রহে আমি খুশী হলাম। আমার আবিষ্কৃত কিছু ছোট ছোট যন্ত্র দেখালাম তাঁকে। ছোট খাট হলেও ঘরের কাজে বেশ সাহায্য হয়।

‘আপনার ডাক্তার না হয়ে,’ পোয়ারো যেন সিদ্ধান্ত দিলেন, ‘আপনার আবিষ্কারক হওয়া উচিত ছিল।’

উনিশ
খবরের কাগজে

পরদিন সকালে, খবরের কাগজে রালফ প্যাটন সম্পর্কিত মিথ্যা খবরটি প্রকাশিত হল। বিকালে পোয়ারো আমার বাসায় এলেন, 'আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'আজকে রাতে আমার বাসায় একটা মিটিং করতে চাই। মিসেস এ্যাকরেয়েড, মাদামোয়াজেল ফ্লোরা, মেজর ব্ল্যান্ট আর মি. রেমন্ডকে মিটিং এ চাই। ঠিক রাত নয় টায়। আপনি আমার পক্ষ থেকে তাঁদের দাওয়াত করতে পারবেন?'

'অবশ্যই। কিন্তু আপনি নিজে কেন তাঁদের বলছেন না?'

'কারণ আমি নিজে বললে, তাঁরা সবাই মিটিং এর কারণ জানতে চাইবেন। আর বন্ধু আমার, আপনি ত জানেন - সঠিক সময় হবার আগে আমি কোন কিছু প্রকাশ করা পছন্দ করি না।'

ঠিক এই সময় ক্যারোলিন ঘরে প্রবেশ করল। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল খুব মজার কোন ব্যাপার ঘটেছে।

'উরসুলা বর্ন' সে বলল, 'সে এখানে! আমি ওকে খাবার ঘরে অপেক্ষা করতে বলেছি। খুব আপসেট মনে হল। জোর দিয়ে বলছে যে, মসিয়ে পোয়ারোর সাথে তার দেখা করাটা খুব জরুরী। মসিয়ের হাউস কিপারের কাছে শুনেছে যে মসিয়ে এখানে।'

উরসুলা বর্ন চেয়ারে বসা ছিল। হাত ছড়ানো, চোখ লাল।

বোঝাই যাচ্ছিল, খুব কেঁদেছে।

'উরসুলা বর্ন।' আমি বিড়বিড় করে বললাম। কিন্তু পোয়ারো আমাকে সরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলেন।

'না!' তিনি বললেন, 'উরসুলা বর্ন না। উরসুলা প্যাটন - মিসেস রালফ প্যাটন।'

বিশ
উরসুলার কাহিনী

উরসুলা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল। সাথে সাথেই ভেঙে পড়ল কান্নায়। ক্যারোলিন এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল মেয়েটিকে, 'আহা, আমার বাছা!' শান্ত স্বরে বলল, 'তুমি দুশ্চিন্তা কর না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ক্যারোলিন গুজব রটানোর কাজে খুব পটু হলেও, ওর ভিতরের মায়ের মন প্রকাশ পেয়ে গেল। উরসুলাও শান্ত হয়ে এল, 'কি বোকার মত কাণ্ড করছি।' চোখ মুছতে মুছতে বলল সে।

'না, না।' পোয়ারো দয়ার্দ্র স্বরে বললেন, 'আপনার উপর দিয়ে সপ্তাহ জুড়ে যে ঝড় গিয়েছে, সেটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি।'

'আর এখন কিনা জানলাম যে আপনি জানেন। কিন্তু কিভাবে? রালফ জানিয়েছে?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

'আপনি জানেন আমি কেন এখানে এসেছি।' সে বলল, 'এই - '। হাতের পত্রিকাটি বাড়িয়ে দিল পোয়ারোর দিকে, 'এখানে ছেপেছে যে রালফকে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে। তার মানে এত কিছু করে কোনই লাভ হল না। আমি আর ভান করতে চাই না।'

'পত্রিকায় যা ছাপা হয়, তা সবসময় সত্যি নাও হতে পারে, মাদামোয়াজেল।' পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু এখন, সত্যই আমাদের

দরকার। এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন, আমার বিশ্বাস আপনার স্বামী নির্দোষ - কিন্তু, তাঁকে বাঁচাতে চাইলে, আমার সব কিছু জানতে হবে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, তথ্যটা তাঁকে আরও বিপদে ফেলতে পারে।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।' উরসুলা বলল।

'তাহলে আমাকে প্রথম থেকে সব কিছু খুলে বলুন।'

'আমি যেটা জানতে চাই তা হল,' ক্যারোলিন বলল, 'এই মিষ্টি মেয়েটি পার্লার মেইড সেজে কেন দিন কাটাচ্ছিল? কোন দুষ্টামি?'

'টাকার জন্য।' উরসুলা শান্ত স্বরে বলল।

উরসুলার কাহিনী থেকে যা জানলাম তা হল, উরসুলারা সাত ভাই বোন। ওর বাবা মা সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পরেন। উরসুলার সবচেয়ে বড় বোনের ক্যাপ্টেন ফলিয়টের সাথে বিয়ে হয়। উরসুলা আগে থেকেই স্বাধীনচেতা ছিল। নিজের খরচ নিজেই চালাতে চাইত। কিন্তু বাচ্চাদের পরিচারিকার হওয়াটা ছিল ওর খুব অপছন্দের একটা ব্যাপার। তাই পার্লার মেইড হিসেবেই কাজ নিয়েছিল। ওর রেফারেন্সটা ছিল ওর বোনের লেখা। আর ফ্রেনলিতে আসার পর, সবার নজরে ওর উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারটা ধরা পড়লেও, নিজের কাজ সে ভালভাবেই সামলে নিয়েছিল।

'আমার কাজটা খুব ভাল লাগত।' সে ব্যাখ্যা করে বোঝাল, 'অবসরও ছিল অনেক।'

এরপর একদিন দেখা হল রালফ প্যাটনের সাথে। শুরু হল

গোপন প্রেম, যার পরিণতি হল বিয়েতে। রালফই জোর করেছিল। বলেছিল, ওর সৎ পিতা কখনোই স্বেচ্ছায় ওকে কোন কপর্দকহীন মেয়ের সাথে বিয়ে করতে দিবে না। রালফ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, ও কাজ খুঁজবে। আর যখন দুইজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা কামানো শুরু করবে, তখন দুই জনে মিলে রজার এ্যাকরয়েডকে জানাবে। যদিও ওর আশা ছিল যে, এর প্রয়োজন পরবে না। ভেবেছিল, হয়ত ওর সৎ পিতাকে ওর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে রাজী করাতে পারবে। কিন্তু যখন এ্যাকরয়েড রালফের ঋণের পরিমাণ জানতে পারলেন, তখন খুব রেগে গেলেন। আর রালফকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

কয়েক মাস পর, রজার এ্যাকরয়েড রালফকে ফ্রেনলি আসতে আদেশ করলেন। রজার এ্যাকরয়েডের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, রালফ আর ফ্লোরার বিয়ে হোক। রালফ বরাবরের মতই ঝামেলা হীন পথ বেছে নিল, রাজী হয়ে গেল।

ফ্লোরা বা রালফকে কেউই একে অন্যকে ভালবাসার ভান করেনি। দুই পক্ষের কাছেই এই ব্যাপারটা ছিল একটা ব্যবসায়িক চুক্তি। রজার তাদেরকে নিজের ইচ্ছার কথা জানালেন, আর দুই জনেই রাজী হয়ে গেল। রালফ বুদ্ধিমান হলেও, দূরদর্শী ছিল না। সম্ভবত রালফ ভেবেছিল, মাস খানেক পর বাগদান ভেঙে দিবে। ফ্লোরা আর রালফ, দুই জনে মিলে যেভাবেই হোক রজারকে বাগদানের ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি করাতে পেরেছিল। রালফের গোপন রাখার পিছনে, উরসুলা ছিল সবচেয়ে বড় কারণ। সে ভেবেছিল, উরসুলার মত শক্ত আর সৎ একজন

মেয়ে, এমন ধোঁকাবাজি মানতে একদমই রাজী হবে না।

কিন্তু রজার এ্যাকরয়েড, যিনি কিনা সব কিছু সবসময় নিজের মত করে চালাতে চাইতেন, সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার বাগদানের কথা প্রকাশ করার সময় হয়েছে। তিনি রালফকে কিছুই জানান নি - শুধু ফ্লোরাকে জানান। ফ্লোরার আপত্তি করার কোন কারণই ছিল না। উরসুলা খবরটা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিল। সে রালফকে চিঠি লিখে তৎক্ষনাৎ দেখা করতে বলে। ক্যারোলিন বনের মাঝে ওদের দুই জনের কথাই শুনতে পেয়েছিল। রালফ উরসুলার কাছে সময় চায়, কিন্তু উরসুলা মি. এ্যাকরয়েডকে সাথে সাথেই সবকিছু জানিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামী - স্ত্রী রাগান্বিত অবস্থায় একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

উরসুলা সেদিন বিকালেই রজারের সাথে দেখা করার আবেদন জানায় এবং সব কিছু খুলে বলে। তাঁদের কথা বার্তা খুব একটা ভাল ভাবে শেষ হয় না। কিন্তু, আমি রজারকে যতটুকু চিনি, ব্ল্যাক মেইলিং আর মিসেস ফেরার্সের আত্মহত্যার ঘটনা দুটো না ঘটলে, মিটিং আরও খারাপ ভাবে শেষ হত। দুই জনেই একে অন্যকে খুব আক্রমণাত্মক কথা বলে।

সেই সন্ধ্যাতেই উরসুলা আবার রালফের সাথে দেখা করে, গোল্ডফিশের পুকুরটার ধারে। উরসুলা চুপি চুপি পাশের দরজা দিয়ে বের হয়। রালফ উরসুলাকে বলে যে, সে রালফের জীবন ধ্বংস করে ফেলেছে। এখন সম্ভবত রজার এ্যাকরয়েড রালফকে ত্যাজ্য পুত্র করবেন, সে কিছুই পাবে না। উরসুলা রালফের কথায় দুঃখ পায়।

তারপর তারা আলাদা হয়ে যায়, উরসুলা রাগে দুঃখে নিজের বিয়ের আঙটিটি পুকুরে ছুড়ে মারে। এর আধা ঘণ্টা পরেই, রজার এ্যালকয়েডের লাশ আবিষ্কৃত হয়। সেই রাতের পর থেকে উরসুলা আর রালফের কাছ থেকে কোন খবর পায় নি।

উরসুলার গল্পটা শুনে, ভয়ে কেঁপে উঠলাম। সব ত রালফের বিপক্ষে যাচ্ছে। আমি এ্যাকরয়েডকে খুব ভাল করে চিনি, রজার অবশ্যই উইল পরিবর্তন করত। ত্যাজ্য পুত্র করত রালফকে। এ্যাকরয়েডের এমন সময়ে মৃত্যুতে রালফ আর উরসুলাই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে। উরসুলার চুপ থাকার কারণ বুঝতে পারলাম।

পোয়ারোর কথায় আমার সম্বিত ফিরে এল, 'মাদামোয়াজেল, আপনাকে আমি শুধু একটাই প্রশ্ন করতে চাই। ভেবে চিন্তে উত্তর দিবেন। আপনার উত্তরের উপর সবকিছু নির্ভর করছেঃ ঠিক কয়টার সময় আপনি রালফের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন?'

'সাড়ে নয়টার সময় আমি রালফের সাথে দেখা করতে বের হই। মেজর ব্ল্যান্ট টেরেসে পায়চারী করছিলেন। তাই তাঁকে এড়াবার জন্য আমাকে ঘুরপথে যেতে হয়েছিল। রালফের কাছে যখন পৌঁছালাম, তখন দশটা বাজতে ঠিক সাতাশ মিনিট বাকি ছিল। আমি ওর সাথে ছিলাম ঠিক দশ মিনিট। কারণ আমি যখন ঘরে ফিরে আসি তখন দশটা বাজতে পনের মিনিট বাকি।'

'মাদামোয়াজেল, ঘরে ফিরে আপনি কি করলেন?'

'আমি আমার রুমে চলে যাই।'

‘কোন সাক্ষী কি আছে?’

‘সাক্ষী? আমি যে আমার রুমে ছিলাম, তার সাক্ষী? ওহ! না, কিন্তু... কেন? বুঝতে পেরেছি। ওরা ভাবতে পারে যে, আমি... আমি...’ আমি উরসুলার চোখে ভয় দেখতে পেলাম।

পোয়ারো উরসুলার মুখের কথা শেষ করলেন, ‘ওরা ভাববে যে আপনিই জানালা দিয়ে ঢুকেছিলেন। আর তারপর আপনিই মি. এ্যাকরয়েডকে ছুরি মেরেছেন।’

‘বোকার হদ্দ ছাড়া এমনটা কেউ ভাববে না।’ ক্যারোলিন রাগান্বিত ভাবে বলল। সে উরসুলার কাঁধে হাত রাখল।

‘কি বীভৎস।’ মেয়েটি বিড়বিড় করে বলল, ‘কি বীভৎস। রালফ যদি মি. এ্যাকরয়েডের মৃত্যুর কথা জানতে পারে, তাহলে হয়ত সেও সন্দেহ করবে যে আমিই...’

‘আহ, মাদামোয়াজেল!’ পোয়ারো সান্ত্বনার স্বরে বলল, ‘চিন্তা করবেন না। সাহস রাখুন আর এরকুল পোয়ারোর উপর বিশ্বাস রাখুন।’

একুশ
পোয়ারোর ছোট্ট রি-ইউনিয়ন

‘এসো আমার সাথে’, উরুসুলাকে বলল ক্যারোলিন, ‘উরসুলা এখন আমার সাথে উপরে যাবে। একটু রেস্ট নেবে। আর উরসুলা, তুমি কিচ্ছু চিন্তা কর না। পোয়ারো তোমাকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু করবেন।’

‘এতক্ষণ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে।’ ওরা চলে গেলে পোয়ারো বললেন, ‘পুরো ব্যাপারটা ধীরে ধীরে আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে আসছে।’

‘কিন্তু রালফের জন্য ত ব্যাপারটা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।’ আমি বললাম।

‘তা ঠিক। কিন্তু তেমনই ত হবার কথা ছিল, তাই না?’

পোয়ারোর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। পোয়ারো হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন।

‘মাঝে মাঝে আমি বন্ধু হেস্টিংসকে খুব মিস করি। আমি যখনই কোন বড় কেস পেতাম, সে আমার সাথে থাকত, আমাকে সাহায্য করত। প্রায়ই সাহায্য করত। ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। সত্য আবিষ্কার করার ক্ষমতা, অবশ্য সেই সত্যকে চেনার কোন ক্ষমতা ওর নেই। মাঝে মাঝেই বোকার মত কথা বলে ফেলত - কিন্তু ওর সেই বোকার মত বলা

কথাই আমাকে সত্য দেখাত! ওর আরেকটা স্বভাব আছে। সব কিছু লিখে রাখত।'

আমি একটু বিব্রত হলাম। খুক করে কেশে বললাম, 'ইয়ে সত্যি বলতে কি, আমি ক্যাপ্টেন হেস্টিংসের লেখা পড়েছি। এবার আপনার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে ভাবলাম, নিজেও একটু চেষ্টা করে দেখি।'

পোয়ারো লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্তের জন্য ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম জড়িয়ে ধরে দুই গালে চুমু খেয়ে বসেন না কি! কপাল ভাল, তিনি তেমনটা করলেন না।

'অসাধারণ - আপনি কি কেসটা নিয়ে আপনার চিন্তা ভাবনাও লিখে রেখেছেন?'

আমি সায় জানালাম।

'এখনই দেখান আমাকে।' পোয়ারো আগ্রহে চীৎকার করে বললেন।

'আশা করি কিছু মনে করবেন না।' আমি বললাম, 'এখানে সেখানে কিছু ব্যক্তিগত কথা লিখে ফেলেছি।'

'ওহ! বুঝতে পেরেছি। মাঝে মাঝে আমি যে অদ্ভুত আচরণ করি, সেগুলোও নিজের মত করে লিখে রেখেছেন ত? সে নিয়ে ভাববেন না। হেস্টিংসও মাঝে মাঝে মন করত।'

আমি আশায় ছিলাম, কোন না কোন এক দিন আমার লেখা ছাপা হবে। এই ভেবে সব কিছু চ্যাপ্টার হিসেবে লিখে রেখেছি। মোট

বিশ চ্যাপ্টার পড়তে হবে পোয়ারোর। আমি আমার লেখাটা পোয়ারোকে দিয়ে রোগী দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত আটটার পর বাড়ি ফিরলাম। ক্যারোলিন আমার জন্য খাবার গরম করে নিয়ে এল, জানাল সে পোয়ারোর সাথে সাড়ে সাতটার সময় খেয়ে নিয়েছে। পোয়ারো তারপর আমার লেখা নিয়ে কারখানায় গিয়ে বসেছেন।

'জেমস,' ক্যারোলিন বলল, 'আমার ব্যাপারে ঠিকঠাক ভাবে সব লিখেছিস ত?'

ঠিকঠাক ভাবেই লিখেছি, কিন্তু ক্যারোলিনের তা পছন্দ হবে না।

'অবশ্য ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।' ক্যারোলিন আমাকে খুব ভালভাবেই চেনে, চেহারা দেখেই সব বুঝে ফেলল, 'মসিয়ে পোয়ারো সব বুঝবেন। তিনি আমাকে তোর চেয়ে ভাল চেনেন।'

আমি কারখানায় চলে গেলাম। পোয়ারো জানালার পাশে বসা ছিলেন, 'আপনাকে অভিনন্দন জানাতে মন চাচ্ছে। আপনি সব তথ্য একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব লিখে রেখেছেন।'

'আপনার উপকারে এসেছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আসুন, আমাদের মিটিং এর সময় হয়ে গেছে প্রায়।'

ক্যারোলিন হলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার মনে হয় আমাদের আমন্ত্রণের আশায় ছিল।

'সম্ভব হলে আপনাকে সাথে আসতে বলতাম, মাদামোয়াজেল।'

পোয়ারো হতাশ হয়ে বললেন, 'কিন্তু কাজটা বুদ্ধিমানের মত হবে না। জানেনই ত, আজকে যারা আসবেন তাঁরা সকলেই সন্দেহভাজন। তাঁদের মধ্যেই কেউ না কেউ এ্যাকরয়েডকে খুন করেছেন।'

'আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন নাকি?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি কি এরকুল পোয়ারোকে অবিশ্বাস করছেন? পোয়ারো কি জিনিস, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি।' পোয়ারো বললেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে উরসুলা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল।

'তুমি তৈরি?' পোয়ারো বললেন, 'ভাল। চল, একসাথে যাই। মাদামোয়াজেল ক্যারোলিন, বিশ্বাস করুন। আপনি যেভাবে যান, সেভাবেই সব করার চেষ্টা করব। শুভ সন্ধ্যা।'

আমরা বের হলাম। ক্যারোলিন, আশাহত কুকুরের মত আমাদের পথ চেয়ে রইল।

***

লার্চেসে পৌঁছালাম। পোয়ারো অস্থির চিত্তে ঘোরাফেরা করা শুরু করলেন, সব কিছু ঢেলে সাজাতে শুরু করলেন, বিশেষ করে আলোকসজ্জার ব্যাপারটা। চেয়ারগুলো আগেই এক করে রাখা ছিল। এবার ল্যাম্পটা এমনভাবে রাখলেন, যেন আলো সেই দিকে চেয়ারগুলোর উপরে পড়ে। এতে রুমের অন্যদিকটা আঁধার হয়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বেলের আওয়াজ শোনা গেল।

'এসে গেছে।' পোয়ারো বললেন, 'ভাল, সব কিছু তৈরি।'

দরজা গুলে গেল, ফ্রেনলি থেকে সবাই একে একে ঘরে ঢুকলেন। পোয়ারো হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে, হাসিমুখে মিসেস এ্যাকরয়েড আর ফ্লোরাকে আপ্যায়ন করলেন। 'আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, আমি খুব খুশী হয়েছি।' তিনি বললেন, 'মেজর ব্ল্যান্ট আর মি. রেমন্ডও এসেছেন।'

সেক্রেটারি হাসলেন, 'কি ব্যাপার? এত জরুরী তলব?' রেমন্ডের হাসি আরও বিস্তৃত হল, 'কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার? আমাদের হাতে কোন ব্যান্ড বেঁধে রেখেছেন নাকি? যাতে অপরাধীদের হৃৎস্পন্দন ধরা পড়ে?'

'আরে না! আমি পুরনো দিনের মানুষ। পুরোনো জিনিস পছন্দ করি।' পোয়ারো স্বীকার করলেন, 'আমার কাজের জন্য এই মাথার ছোট্ট ধূসর কোষগুলোই যথেষ্ট। আসুন শুরু করা যাক - কিন্তু তার আগে আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই।'

তিনি উরসুলার হাত ধরলেন, 'এই ভদ্রমহিলাকে পরিচয় করিয়ে দেই - মিসেস রালফ প্যাটন। গত মার্চে তিনি আর রালফ প্যাটন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।'

মিসেস এ্যাকরয়েডের মুখ থেকে ছোট একটা চীৎকার বেরিয়ে এল, 'রালফ! বিয়ে! তাও বর্নের সাথে? সত্যি মসিয়ে? আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

উরসুলার চেহারা লাল হয়ে গেল, কিছু বলার জন্য মুখ খুলল সে। কিন্তু ফ্লোরা ওকে থামিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি উরসুলার কাছে গিয়ে

ওর হাতে হাত রাখল, 'আমাদের অবাক হবার কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছ।' সে বলল, 'আমাদের কোন ধারণাই ছিল না! তুমি আর রালফ ব্যাপারটাকে খুব ভালভাবেই গোপন রেখেছ। কিন্তু আমি খুব খুশী।'

'আপনি আসলেই খুব দয়ালু, মিস এ্যাকরয়েড।' উরসুলা নিচু গলায় বলল, 'রালফ আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে।'

'আরে সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কর না।' ফ্লোরা বলল, 'রালফ একটা ঝামেলায় পড়েছিল। বাঁচার একমাত্র যে রাস্তাটা দেখেছে, সেটাই অনুসরণ করেছে। ওর জায়গায় আমি হলেও একই কাজ করতাম। কিন্তু ওর উচিত ছিল আমাকে কথাটা জানানো। আমি কাউকে জানাতাম না।'

পোয়ারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটু শব্দ করলেন।

'মিটিং শুরু হতে যাচ্ছে।' ফ্লোরা বলল, 'শুধু একটা কথা বল ত, রালফ কোথায়? কেউ না জানলেও, তুমি নিশ্চয় জান।'

'কিন্তু, আমি জানি না।' উরসুলা কেঁদে ফেলল।

'কেন? ওকে না লিভারপুলে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে?' রেমন্ড বলল।

'সে লিভারপুলে নেই।' পোয়ারো বললেন।

'সত্যি বলতে।' আমি যোগ করলাম, 'কেউই জানে না।'

'শুধু এরকুল পোয়ারো' বাদে, তাই না? রেমন্ড বললেন।

পোয়ারো সিরিয়াসলি উত্তর দিল, 'আমি? আমি কিছুই জানি না। মনে রাখবেন।'

তাঁর হাতের ইশারায় আমরা সবাই চেয়ারে গিয়ে বসলাম। সবাই

বসতেই দরজা খুলে গেল, আরও দুই জন লোক ঘরে এসে ঢুকলেন। পার্কার আর মিস রাসেল, এসে বসলেন দরজার কাছের চেয়ারে।

'সবাই এসে গেছে।' পোয়ারো বললেন। গলার স্বরে বোঝাই যাচ্ছিল, খুব সন্তুষ্ট। 'আপনারা সবাই এসেছেন। এখন শুরু করা যায়। আজকে এখানে যারা উপস্থিত তাঁদের সকলেরই মি. এ্যাকরয়েডকে খুন করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল...'

তীক্ষ্ণ এক চীৎকার করে মিসেস এ্যাকরয়েড উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার এই ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না।' তিনি বললেন, 'আমি ঘরে ফিরতে চাই।'

'আপনি যেতে পারবেন না, মাদাম।' পোয়ারো বললেন, 'আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।'

তিনি এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, এরপর আবার বললেন, 'রালফ প্যাটন আর উরসুলা বর্নের মি. রজার এ্যাকরয়েডকে খুন করার সবচেয়ে জোরালো মোটিভ ছিল। কিন্তু নয়টা ত্রিশে রালফ প্যাটনের পক্ষে মি. এ্যাকরেয়েডের রুমে থাকা অসম্ভব। রালফ প্যাটন তখন তাঁর স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তাহলে সে সময় কে ছিল ওখানে? তারচেয়ে বড় কথা - আসলেই কি কেউ ছিল ওখানে?'

রেমন্ডকে খুব একটা বিচলিত মনে হল না, 'আপনি কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন? আমার ত তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু, মসিয়ে পোয়ারো, আমি একা নই। মেজর ব্ল্যান্টও মি. এ্যাকরয়েডকে অন্য কারও সাথে কথা বলতে শুনেছেন।'

পোয়ারো সায় জানালেন, 'আমার মনে আছে, মি রেমন্ড। কিন্তু মেজর ব্ল্যান্টের ধরে নিয়েছিলেন যে, আপনিই মি. এ্যাকরয়েডের সাথে কথা বলছিলেন। নিশ্চয় তাঁর এমনটা ভাবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল। এই কেসের শুরু থেকেই, একটা বিষয় নিয়ে আমার খুব খটকা লাগত - মি. রেমন্ডের শুনে ফেলা কথাগুলো। আমার এখনও এই ভেবে অবাক লাগছে যে, অন্য কেউ কোন কিছু সন্দেহই করল না?'

তিনি এক মুহূর্তের জন্য থামলেন, এরপর নরম গলায় বললেন, 'আমার এখনকার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে, আমি এই মুহূর্তে অনুরোধটি রাখতে পারছি না... - সন্দেহের কিছু পাচ্ছেন না?'

'আমার মনে হয় না।' রেমন্ড বললেন, 'তিনি আমাকে চিঠি লেখার জন্য প্রায়ই নির্দেশনা দিতেন - অনেকটা এরকম বাক্যই ব্যবহার করতেন তিনি।'

'একদম ঠিক।' পোয়ারো উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'কেউ কি অন্য কারও সাথে কথা বলার সময় এই ধরণের পোশাকি ভাষা ব্যবহার করে? কিন্তু, যদি ধরে নেই, তখন তিনি কোন চিঠি লেখার নির্দেশনা দিচ্ছিলেন, তাহলে - '

'তারমানে তিনি উচুস্বরে চিঠি পড়ছিলেন?' রেমন্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু কেউ কি ঐ ধরনের কোন চিঠি একা একা তাও আবার উঁচু গলায় পড়ে?'

'আপনারা আরও একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন।' পোয়ারো নম্র ভাবে বললেন, 'বুধবারে এক লোক ফ্রেনলিতে এসেছিল।'

‘ডিকটা ফোন কোম্পানি।’ রেমন্ড তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, ‘একটা ডিকটা ফোন? আপনি তাই ভাবেন?’

পোয়ারো সায় জানালেন, ‘আমি ডিকটা ফোন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা আমাকে জানিয়েছেন যে, মিস্টার এ্যাকরয়েড আসলেই একটা ডিকটা ফোন কিনেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে কেন লুকিয়েছিলেন, তা জানি না।’

‘তিনি মনে হয় আমাকে অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন।’ রেমন্ড বিড়বিড় করে বললেন, ‘তিনি মানুষকে চমকে দিতে খুব পছন্দ করতেন। হয়ত তিনি সেটাকে খেলনা ভেবেছিলেন। নতুন কোন যন্ত্র পেলে একদম বাচ্চাদের মত হয়ে যেতেন। হ্যাঁ, মিলছে।’

‘সব কিছু খাপে খাপে মিলে যায়।’ পোয়ারো বললেন, ‘মেজর ব্ল্যান্ট এই জন্যই ভেবেছিলেন, মি. এ্যাকরয়েড আপনার সাথেই কথা বলছিলেন।’

‘সে যাই হোক।’ রেমন্ড বললেন, ‘খুব চমকপ্রদ আবিষ্কার হলেও, তাতে কি যায় আসে? মি. এ্যাকরয়েড সাড়ে নয়টার সময় জীবিত ছিলেন। যেহেতু তিনি ডিকটা ফোনে কথা বলছিলেন। আর রালফ প্যাটন... ...’

তিনি একটু থমকে গেলেন, উরসুলার দিকে তাকালেন। ‘আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। আমি প্রথম থেকেই জানতাম যে রালফ প্যাটন নিষ্পাপ। কিন্তু তিনি খুব বাজে অবস্থায় আছেন। খালি যদি সবার সামনে আসেন তাহলেই ... ...’

পোয়ারো তাঁকে থামিয়ে দিলেন, 'আপনি কি এই পরামর্শই দিচ্ছেন? যে তাঁর এখন সবার সামনে আসা উচিত?'

'অবশ্যই। আপনি যদি জানেন সে কোথায়, তাহলে... ...'

'বেশই দূরে নেই তিনি।' পোয়ারো বললেন। হাসলেন, 'রালফ... ওখানে!'

তিনি নাটকীয়ভাবে একদিকে দেখালেন। সবার নজর সেদিকে চলে গেল। রালফ প্যাটনকে দরজার দোরগোড়ায় দেখতে পেলাম।

বাইশ
রালফ প্যাটনের গল্প

আমার জন্য খুব বিব্রতকর মিনিট ছিল সেটি। এরপর যে কি হল, তা মাথাতেই ঢুকল না। মানে, আমি জানি কি হচ্ছে, কিন্তু ঠিক মাথায় ঢুকছিল না। রালফ পাটন তাঁর স্ত্রীকে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাসি মুখে দেখছে সবাইকে। পোয়ারোও হাসছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, 'আমি আপনাকে হাজারবার বলেছি না, যে এরকুল পোয়ারোর কাছ থেকে কোন কিছু লুকাবার চেষ্টা করে লাভ নেই? সে সবসময় জেনে যায়?'

এরপর বাকি সবার দিকে তাকালেন, 'আমি আপনাদের সবাইকে বলেছিলাম না - আপনাদের পাঁচ জনের কেউ যেন আমার কাছ থেকে কিছু গোপন না করে? চারজন সব খুলে বলেছিলেন, কিন্তু ডা. শেপার্ড বলেন নি।'

'আরে, ব্যাপারটা খুলে বলি।' আমি বললাম, 'আমি সেদিন বিকালে রালফের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে তার বিয়ের কথা বলল, আরও বলল কি কি সমস্যায় ফেঁসে গেছে। খুনের ব্যাপারটা আবিষ্কার করতেই আমি বুঝতে পারলাম - সন্দেহ হয় রালফ, নাহয় উরসুলার উপরে পড়বে। সেই রাতেই আমি ওকে সব কিছু খুলে বলি। রালফ বুঝতে পারে, এগিয়ে এলে সবাই ওর স্ত্রীকে সন্দেহ করবে।

তাই সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোন উপায়েই হোক না কেন, ওকে... ...'

'ওকে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে।' রালফ বলল।

উরসুলা রালফের হাত নিজের হাতে নিল, এরপর পিছিয়ে গেল। 'তুমি ভেবেছিলে আমি...! তুমি ভেবেছিলে আমি তোমার সৎ পিতাকে খুন করেছি!'

'আমরা ডা. শেপার্ডের অদ্ভুত ব্যবহারের দিকে ফিরে আসি।' পোয়ারো রুক্ষ ভাবে বললেন, 'ডা. শেপার্ড ক্যাপ্টেন প্যাটনকে পুলিশের কাছ থেকে খুব ভালভাবেই লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।'

'কিন্তু, কোথায়?' রেমন্ড বলল।

'নিজেকেই প্রশ্ন করুন বুঝে যাবেন। যদি কোন ডাক্তার কাউকে লুকাতে চায়, তাহলে কোথায় লুকাতে পারে? ধারে কাছেই কোথাও হবে। আমি ভাবলাম, কোন হোটেলে? না। তাহলে, কোথায়? আহ! মাথায় এল - নার্সিং হোম। মানসিক রোগীদের জন্য নির্ধারিত কোন নার্সিং হোমে। তাই আরও খোঁজ খবর নেবার জন্য, মানসিক রোগী এক ভাতিজার উদ্ভাবন করলাম। মাদামোয়াজেল শেপার্ডকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন নার্সিং হোমের কথা তাঁর জানা আছে কি না। তিনি আমাকে এমন দুইটি নার্সিং হোমের কথা জানালেন যেখানে ডা. শেপার্ড রোগী পাঠান। আমি সেখানে খোঁজ নিলাম। জানলাম, এদের মাঝে একটা নার্সিং হোমে এক ডাক্তার শনিবার সকালে একজন রোগী নিয়ে আসেন। অন্য নামে ভর্তি হলেও, রালফকে খুঁজে বের করতে আমার কোন কষ্টই হল না। কিছু কাগজ পত্র পূরণ করে, আমি গতকাল খুব ভোরে ওকে আমার বাসায়

নিয়ে আসি।'

'ডা. শেপার্ড আমার প্রতি খুব বিশ্বস্ত ছিলেন।' রালফ বলল, 'তিনি যা ভাল মনে করেছন, তাই করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আমার আরও আগেই সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু নার্সিং হোমে আমরা কোন পত্র পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেতাম না, এমনকি রেডিও পর্যন্ত শুনতে পেতাম না। কি হচ্ছে না হচ্ছে, আমি কিছুই জানতে পারি নি।'

'এখন ত বলতে পারেন সেই রাতে কি হয়েছিল।' রেমন্ড বলল।

'আপনারা ত সব জেনেই গিয়েছেন।' রালফ বলল, 'আমি ফ্রেনলি থেকে যখন বের হই, তখন নয়টা পঁয়তাল্লিশ বাজে। বার বার পায়চারী করছিলাম। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার কোন এ্যালিবাই নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি স্টাডিতে যাই নি। আমি আমার সৎ পিতাকে জীবিত বা মৃত, কোন অবস্থাতেই দেখি নি। দুনিয়া আমার সম্পর্কে যাই ভাবুক না কেন - আমি চাই আপনারা সবাই আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'কোন এ্যালিবাই যেহেতু নেই, ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেল।' পোয়ারো খুশী খুশী গলায় বলল, 'খুব সহজ।'

আমরা সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

'ক্যাপ্টেন প্যাটনকে বাঁচাতে হলে আসল কালপ্রিটকে দোষ স্বীকার করতে হবে।' সে আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ইন্সপেক্টর রাগলানকে আজকে ডাকি

নি। আমি তাঁকে আজ রাতে সবকিছু বলতে চাই না।'

তিনি সামনে ঝুঁকলেন। আচমকা তাঁর গলার আওয়াজ আর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন হয়ে গেল। হঠাৎ করেই যেন তিনি ভয়ংকর কেউ হয়ে গেলেন, 'আমি জানি মি. এ্যাকরয়েডের খুনি এই রুমেই আছে। আমি খুনির উদ্দেশ্য বলছি, আগামীকাল সত্যটা ইন্সপেক্টর রাগলান জেনে যাবেন। আগামীকাল সকাল।'

এক মুহূর্তের জন্য সবাই নীরব হয়ে গেলেন। পোয়ারোর হাউসকিপার টেলিগ্রাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। সবাই যেন এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছিলেন, এতক্ষণে শ্বাস নিলেন। পোয়ারো দ্রুত টেলিগ্রামটা খুললেন।

ব্ল্যান্ট উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের মধ্যেই কেউ? কিন্তু কে?'

পোয়ারো প্রথমে টেলিগ্রাম পড়লেন, 'আমি এখন জানি।'

টেলিগ্রাম দেখালেন তিনি।

'ওটা কি?' রেমন্ড তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন।

'ওয়্যারলেস ম্যাসেজ - আমেরিকা গামী একটা জাহাজ থেকে।'

সবাই একেবারেই নীরব হয়ে গেল। পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন, 'মসিয়ে এবং মাদামেরা, আমার এই ছোট্ট মিটিংটির এখানেই সমাপ্তি। মনে রাখবেন - আগামীকাল সত্যটা ইন্সপক্টার রাগলান জেনে যাবেন।'

তেইশ
যাহা বলিব সত্য বলিব

পোয়ারো ইঙ্গিতে আমাকে থেকে যেতে বললেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পোয়ারোর গলায় এমন কিছু একটা ছিল, যা শুনে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার এখনও মনে হয় পোয়ারো কোথাও ভুল করছেন।

তিনি ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে বসলেন, 'আহ বন্ধু আমার।' তিনি বললেন, 'কি বুঝলেন?'

'কিছুই বুঝি নি। সরাসরি ইন্সপেক্টর রাগলানের কাছে যেতে কি সমস্যা? শুধু শুধু খুনিকে সুযোগ দেয়ার কি দরকার।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনার ধূসর কোষগুলোকে কাজে লাগান। আমার সব কাজের পিছনে কোন না কোন কারণ থাকে।'

আমি বললাম, 'আমার ত মনে হয়, কারণ হল - যেন খুনি ভয় পেয়ে স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলে।'

'বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছেন। কিন্তু সেটা উদ্দেশ্য ছিল না।'

'তাহলে সম্ভবত আপনি নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। যদি খুনি বিশ্বাস করে যে আপনি কিছু জানেন, হয়ত আপনার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে।'

'নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করব? মন এমি (ফ্রেঞ্চ শব্দ -

হায় খোদা)। আমি নিজেকে হিরো বলে মনি করি না।'

'তাহলে ত আপনি খুনিকে পালাবার সুযোগ করে দিচ্ছেন।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন, 'নাহ। পালাতে পারবে না। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার একটাই উপায়, কিন্তু সেটা পালানো নয়।'

'আপনি কি আসলেই বিশ্বাস করেন যে, আজকে উপস্থিতদের মাঝে কেউ একজন খুনি?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'জ্বি। আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাকে। প্রথম কথা হল দুইটি বিষয় আর একটা অস্বাভাবিকতা প্রথমে আমার নজরে আসে। প্রথমটা হল ফোন কল। রালফ প্যাটনই যদি খুনি হয়ে থাকে, তাহলে ফোন কলের লাভ কি? কোন লাভ নেই, অহেতুক ব্যাপার। তার মানে দাঁড়াল, রালফ খুন করেন নি। আমি বুঝতে পারলাম, ফোন কল করেছে খুনির কোন সহকারী। ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না, কেমন কেমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু মগজে টুকে রাখলাম।

এরপর কলের মোটিভ নিয়ে চিন্তা করলাম। ব্যাপারটা খুব কঠিন ছিল। রেজাল্ট দেখা ছাড়া মোটিভ বের করার কোন উপায় পাচ্ছিলাম না। রেজাল্ট কি তা ত আপনি জানেন - খুনের ব্যাপারটা যেন সেদিন রাতেই আবিষ্কার হয়, পরের দিন সকালে না - সেটি নিশ্চিত করা। কিন্তু তাও ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল না। পরের দিন সকালে আবিষ্কার হলে কি লাভ? একমাত্র যে ব্যাপারটা মাথায় এল সেটা হল - খুনি যেন খুনের ব্যাপারটা আবিষ্কার হবার সাথে সাথেই, নিদেন পক্ষে কিছুক্ষণের মাঝেই যেন উপস্থিত থাকতে পারে।

এবার দ্বিতীয় ব্যাপারটা বলি - দেয়ালের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া চেয়ার। ইন্সপেক্টর রাগলান ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেন নি। কিন্তু, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্তত আমার কাছে। চেয়ার যেভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তাতে চেয়ারটা দরজা আর জানালার ঠিক মাঝখানে এসে পড়ে।'

'জানালা!' আমি বললাম।

'আপনিও, আমার মত করেই চিন্তা করেছিলেন। আমিও ভেবেছিলাম, চেয়ারটা টানা হয়েছে যাতে জানালার উপর থেকে নজর হটানো যায়। কিন্তু চেয়ারটা জানালাকে এত অল্প ঢেকে রাখছিল যে, সেই চিন্তা বাদ দিলাম। কিন্তু জানালার ঠিক সামনে একটা টেবিল ছিল - বই আর ম্যাগাজিনে ভরা। চেয়ার সরিয়ে রাখায়, টেবিলটাকে দেখাই যাচ্ছিল না।

ভাবলাম, তাহলে হয়ত টেবিলের উপরে এমন কিছু একটা ছিল যেটা লুকাবার জন্য চেয়ারটা সরানো হয়েছিল। হয়ত খুনি কিছু একটা রেখে গিয়েছে, হতেও ত পারে? কি জিনিস সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম যে এমন কিছু একটা, যা খুনি খুন করার পর সাথে করে নিয়ে যেতে পারত না। কিন্তু খুনির ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য, জিনিসটা যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলা খুব জরুরী ছিল। আর সেইজন্যই প্রয়োজন পড়ল ফোন কলের, যেন খুনি লাশ আবিষ্কার হবার সময় সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছাবার পূর্বে সেখানে চারজন লোক ছিল -

আপনি, পার্কার, মেজর ব্ল্যান্ট আর মি. রেমন্ড। পার্কারকে প্রথমেই বাদ দিলাম, কেননা লাশ যখনই আবিষ্কার করা হোক না কেন, সে উপস্থিত থাকতই। তাছাড়াও চেয়ারটার কথা একমাত্র সেই আমাকে বলেছিল। কিন্তু মেজর ব্ল্যান্ট আর রেমন্ড সন্দেহের খাতায় রয়েই গেল। কারণ যদি লাশ পরেরদিন সকাল সকাল আবিষ্কার হত, তাহলে তাঁরা দু জনেই বিপদে পড়ে যেত।

এখন প্রশ্ন ওঠে, জিনিসটা কি ছিল? আধা ঘণ্টা আগে, এই রুমেই আমি কি বলেছি, তা ত নিশ্চয় শুনেছেন। যদি মি. এ্যাকরয়েড সেই রাতে একটা ডিকটা ফোন ব্যবহার করেই থাকেন, তাহলে সেটা কোথায় গেল?'

'তাই ত, এই প্রশ্ন ত আমার মাথায় কখনো আসে নি।' আমি বললাম।

'তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম - যদি টেবিলের উপর থেকে কিছু সরানো হয়েই থাকে, তাহলে সেটা সম্ভবত ডিকটা ফোনটাই। কিন্তু একটা ডিকটা ফোনের মত বড় জিনিস ত পকেটে ভরে ফেলা সম্ভব না। নিশ্চয় সেখানে এমন আপাত নিরীহ কিছু একটা ছিল।

বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, আমি কি বোঝাতে চাইছি? খুনির ছবিটা পরিষ্কার হচ্ছে না? এমন একজন যে কিনা ঘটনাস্থলে ছিল, কিন্তু সকালে লাশ আবিষ্কার হলে সেখানে থাকত না। এমন একজন যার কাছে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে ডিকটা ফোন লুকিয়ে ফেলা যায়... ...'

আমি বাঁধা দিলাম, 'কিন্তু ডিকটা ফোন সরিয়ে কি লাভ?'

‘মি. রেমন্ডের মত আপনিও ভাবছেন যে, সাড়ে নয়টায় মি. এ্যাকরয়েড ডিকটা ফোনে কথা বলছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ত তেমন নাও হতে পারে। ডিকটা ফোন জিনিসটা খুব কাজের। চিন্তা করে দেখুন। আপনি এতে করে নির্দেশনা রেকর্ড করে রাখেন, যেন পরে আপনার সেক্রেটারি সেটা শুনে চিঠি লিখতে পারে।’

‘তারমানে...’ আমি চমকে উঠে বললাম।

পোয়ারো সায় দিলেন, ‘ঠিক ধরেছেন। সাড়ে নয়টার সময়, মি. এ্যাকরয়েড ছিলেন মৃত। ডিকটা ফোন কথা বলছিল - তিনি না।’

‘কিন্তু যদি খুনি সেটা চালিয়ে থাকে, তাহলে ত সে সেই সময় রুমে উপস্থিত ছিল।’

‘হতে পারে।। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে, ডিকটা ফোনে একটা ঘড়ি সেট করা ছিল। এমনভাবে যে ঠিক সময়ে সেটা চালু হয়ে যায়? তাহলে খুনির ব্যাপারে আরও দুটি ব্যাপার জানা গেল - এক. সে এ্যাকরয়েডের ঘনিষ্ঠ কেউ, যে জানত এ্যাকরয়েড ডিকটা ফোন কিনেছে। আর দুই, সে এমন কেউ যে ঘড়ির এই কারুকাজটা জানে।

এবার আসুন পায়ের ছাপের কথায়। এ ব্যাপারে আমি বলব, সেটা এমন কারও কাজ, যে ইচ্ছা করেই রালফকে ফাঁসাবার জন্য একাজ করেছে। তবে এই সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য কয়েকটা কাজ করতে হয়েছে, তথ্য জানতে হয়েছে। রালফের একজোড়া জুতা পুলিশ ত্রি বোরস থেকে নিয়ে গিয়েছে। সেই জোড়াটা সেই রাতে পরিষ্কার করার জন্য নীচে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার মানে সেই জোড়াটা রালফ বা অন্য কেউ সেই

রাতে ব্যবহার করতে পারে নি। পুলিশের মতে, রালফ তখন অন্য এক জোড়া জুতা পড়ে ছিল। আমরা এটাও জানতে পারি যে, রালফের আসলেই দুই জোড়া জুতা ছিল। এখন, আমার ধারণা সত্য হতে হলে - খুনিকে সেই সন্ধ্যায় রালফের জুতা পরে ফ্রেনলিতে যেতে হবে। তার অর্থ, রালফের নিশ্চয় তৃতীয় জোড়া জুতা আছে। একই ধরনের তিন জোড়া জুতা বয়ে আনাটা অস্বাভাবিক। তাই ধরে নিলাম, রালফের তৃতীয় জোড়াটা আসলে জুতা না, বুট। আমি আপনার বোনকে দিয়ে এই ব্যাপারে খোঁজ নেয়ালাম - অবশ্য বুটের রঙের কথার উপর জোর দেবার কারণে, তিনি আমার আসল উদ্দেশ্য ধরতে পারেন নি।

আপনি তাঁর খোঁজ খবরের ফল জানেন। রালফের সাথে একজোড়া বুট ছিল। গতকাল সকালে ওকে নিয়ে আমার বাসায় ফিরে, ওকে প্রথম আমি যে প্রশ্নটা করি সেটা ছিল, খুনের রাতে ওর পায়ে কি ছিল। ও জানায় যে সে বুট পড়ে ছিল। এমনকি তখনও তাই পড়ে ছিল। চেঞ্জ করার মত অন্য কিছু পায়নি।

তাহলে খুনি সম্পর্কে আরেকটা ব্যাপার জানা গেল - সে এমন কেউ, যার পক্ষে সেই দিন রালফ প্যাটনের জুতা চুরি করা সম্ভব ছিল। আর তাছাড়া, খুনি অবশ্যই এমন কেউ, যার পক্ষে সিলভার টেবিল থেকে ড্যাগার বা ছুড়ি নেয়াটাও সম্ভব ছিল।

তাহলে - এমন একজন যে সে দিন খুনের আগে ত্রি বোরসে গিয়েছিল, যে রজার এ্যাকরয়েডকে এত ভালভাবে জানে যে, তাঁর ডিকটা ফোন কেনার কথাও অজানা নেই। এমন একজন যে যন্ত্রপাতির ব্যাপারে

অভিজ্ঞ, যার মিস ফ্লোরা আসার পূর্বেই সিলভার টেবিল থেকে ড্যাগার চুরি করার সুযোগ ছিল, যার সাথে এমন কিছু একটা ছিল যাতে করে ডিকটা ফোনটা লুকানো যায় - যেমন একটা বড় কাল ব্যাগ, আর যে পার্কার পুলিশকে ফোন করার সময় স্টাডিতে একা ছিল। আপনি, ডা. শেপার্ড - আপনিই খুনি।'

চব্বিশ
সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিব না

এক - দেড় মিনিটের জন্য, দুই জনেই একেবারে চুপ করে ছিলাম। এরপর আমি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম।

'আপনি পাগল হয়ে গিয়েছেন।' বললাম।

'না।' পোয়ারো বললেন, 'আমি পাগল হই নি। ঐ যে বলছিলাম - একটা অসংগতি। সেই অসংগতির জন্যই আপনার উপরে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। আপনার আর পার্কারের বক্তব্য অনুযায়ী, আপনি যখন ফ্রেনলি থেকে বের হন, তখন নয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। কিন্তু আপনি যখন লজের গেট পার হন, তখন ঠিক নয়টা বাজে। সেই রাতটা ছিল ঠাণ্ডা - এমন ঠাণ্ডা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ ধীরে ধীরে হাঁটবে না। তাহলে, পাঁচ মিনিটের পথ যেতে আপনার দশ মিনিট কেন লাগল? পুরোটা সময় জুরে, স্টাডির জানালা বন্ধ ছিল কি ছিল না, সে ব্যাপারে আপনার কথার উপরেই আমাদের ভরসা করতে হয়েছে। এ্যাকরয়েড শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বন্ধ করেছেন কিনা। নিজে ত দেখতে যান নি। তাহলে, যদি ধরে নেই যে, স্টাডির জানালা খোলা ছিল? যদি ধরে নেই, আপনি বের হবার আগে, এ্যাকরয়েডকে খুন করেছেন? খুন করার পর আপনি সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে আবার ঘুরে স্টাডির জানালার কাছে ফিরে এসেছিলেন? এরপর আপনার ব্যাগ থেকে রালফের

জুতা জোড়া বের করে নিজের পায়ে গলিয়ে একটু হেঁটে আবার জানালা দিয়ে স্টাডিতে ঢোকেন। এতে কাদায় রালফের জুতার ছাপ পরে যায়। এরপর আপনি স্টাডির দরজা আটকে দিয়ে আবার জানালা দিয়ে পালান। পরে নিজের জুতা পরে গেটের কাছে যান। আমি নিজেও সেদিন এই কাজ গুলো করেছি। ঠিক দশ মিনিট সময় লেগেছে। এরপর আপনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন - আপনার শক্ত এ্যালিবাই। কেননা আপনি ত ডিকটা ফোন বাজতে শুরু করার সময় সাড়ে নয়টায় দিয়ে এসেছেন।'

'ওহ, পোয়ারো!' আমি বললাম, 'এ্যাকরয়েডকে খুন করে আমার কি লাভ?'

'নিরাপত্তা। আপনিই মিসেস ফেরার্সের ব্ল্যাক মেইলার। মি. ফেরার্সের মৃত্যুর ব্যাপারে, তাঁর ডাক্তারের চেয়ে বেশী আর কে জানবে? আপনার সাথে যখন আমার প্রথম কথা হয়, আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আপনি এক বছর আগে উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন। আমি উত্তরাধিকারের কোন সূত্রই খুঁজে পাই নি। আপনার হঠাৎ পাওয়া বিশ হাজার পাউন্ডের ব্যাখ্যা হিসেবে আপনি ব্যাপারটাকে দাঁড় করিয়েছিলেন। টাকাটা অবশ্য আপনার কোন কাজে আসে নি, আন্দাজে শেয়ারে খাটিয়ে সব খুইয়েছেন। সর্বস্বান্ত হয়ে আবার শুরু করেছিলেন ব্ল্যাক মেইল করা। কিন্তু মিসেস ফেরার্স সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসেন। আপনি জানতেন, যদি এ্যাকরয়েড সত্যটা জানতে পারতেন, তাহলে তিনি আপনাকে ধ্বংস করে ছাড়তেন।'

‘তাহলে ফোন কলের ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা দিবেন?’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

‘এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশই ভুগিয়েছে। আমি যখন জানতে পারলাম যে, আসলেই আপনার বাসায় সেই রাতে একটা ফোন এসেছিল, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এর কোন ব্যাখ্যায় আমার কাছে ছিল না। প্রথমে ত ভেবেছিলাম বানিয়ে বলছেন। আপনার ত ফ্রেনলি যাবার অজুহাত দরকার ছিল। নাহলে, ডিকটা ফোনটা সরাতেন কিভাবে? ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আপনার বোনের কথা থেকে। শুক্রবার আপনি কোন কোন রোগী দেখেছেন, সেটা জানতে পেরেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার রোগীদের মাঝে একজন ছিল যে কিনা সেদিন রাতেই আমেরিকার দিকে রওনা দিচ্ছিল - একজন স্টুয়ার্ড। সেইদিন রাতের ট্রেনেই তাঁর লিভারপুলে যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে জাহাজে উঠত সে। আর একবার জাহাজে উঠলেই ত...।

তাই আমি খোঁজ নেই। শনিবার রাতে এস এস ওরাইয়ন নামের এক জাহাজ আমেরিকার দিকে রওয়ানা হয়। স্টুয়ার্ডের নাম জানা খুব সহজ কাজ ছিল। আমি তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাই। সেই টেলিগ্রামের উত্তর একটু আগে আপনার সামনেই আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।’

তিনি আমার দিকে টেলিগ্রামটা ধরলেন। ওতে লেখা ছিল - ঠিক বলেছেন। ডা. শেপার্ড আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন তাঁর এক রোগীকে একটা নোট পৌঁছে দেই। আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন

তাঁকে স্টেশন থেকে নোটের উত্তর ফোনে জানাই। উত্তরটা ছিল - নো এ্যানসার।

'দারুণ একটা বুদ্ধি ছিল।' পোয়ারো বললেন, 'কলটা সত্যিই এসেছিল। কিন্তু কি কথা হয়েছিল, সে ব্যাপারেও একমাত্র আপনার কথার উপরে ভরসা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

আমি যা বলেছি, মনে রাখবেন। আগামীকাল সকালে ইন্সপেক্টর রাগলান সত্য জানতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু আমি আপনার বোনকে শ্রদ্ধা আর পছন্দ করি, আমি আপনাকে আরেকটা উপায় বলে দিতে চাই। কে জানে, হয়ত কোন ঘুমের ওষুধের ওভারডোজে কেউ আজ রাতে মারা যেতে পারে? কিন্তু ক্যাপ্টেন রালফ প্যাটন যেন নির্দোষ প্রমাণিত হন, সেদিকে নজর রাখতে হবে। আমার পরামর্শ হল, আপনি আপনার লেখা শেষ করুন - সত্যটাকে প্রকাশ করুন।'

'আপনার কথা শেষ?'

'আরেকটা কথা। আপনি যদি মি. এ্যাকরয়েডের মত আমারও মুখ বন্ধ করতে চান, তাহলে ভুল করবেন। এরকুল পোয়ারোর সাথে এসব চলে না।'

'আমার প্রিয় পোয়ারো।' আমি বললাম, 'আমি আর যাই হই না কেন, বোকা নই।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আচ্ছা, আর কি?' হাই তুললাম একটা, 'বাসায় যাই। আপনাকে ধন্যবাদ খুব উপভোগ্য একটা সন্ধ্যা উপহার দেবার জন্য।'

পোয়ারোও উঠে দাঁড়ালেন, স্বভাব সুলভ ভদ্রতার সাথে বাউ করলেন। আমি তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পঁচিশ
ক্ষমা প্রার্থনা

এখন বাজে ভোর পাঁচটা। আমি খুবই ক্লান্ত - কিন্তু লেখা শেষ করতে পেরেছি। হাত ব্যথ্যা করছে।

আমার লেখার কি অদ্ভুত পরিসমাপ্তি। আমার ইচ্ছা ছিল, এরকুল পোয়ারোর ব্যর্থতার ইতিহাস হিসেবে একদিন এই লেখা প্রকাশ করার। জীবন কত অদ্ভুত, তাই না?

বোকা এ্যাকরয়েড। সে জানত, বিপদ আসে পাশেই ঘোরা ফেরা করছে। কিন্তু একবারও আমাকে সন্দেহ করে নি। ড্যাগারটা একেবারে শেষ মুহূর্তের সংযোজন। আমি অস্ত্র সাথে করেই নিয়ে এসেছিলাম।

আমি মিসেস ফেরার্সের মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই ভেবেছিলাম, সে কি এ্যাকরয়েডকে সব খুলে বলেছে? যখন এ্যাকরয়েডের সাথে আমার দেখা হল, আমি ভেবেছিলাম সে সব জানে। কিন্তু আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ দিচ্ছে। তাই আমি বাসায় ফিরে প্ল্যান করলাম ওকে খুন করার। সে আমাকে দুই দিন আগেই ডিকটা ফোনটা দিয়েছিল, কিছু পরিবর্তন আনার জন্য। আমি আমার প্ল্যান সফল করার জন্য, ওতে কিছু পরিবর্তন করলাম। ব্যাগে করে সাথে নিয়ে গেলাম জিনিসটা।

সেই রাতে কাজ সেরে এ্যাকরয়েডের স্টাডির দরজায় দাঁড়িয়ে

একবার পিছু ফিরে দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, যতটুকু করা সম্ভব তা করেছি। ডিকটা ফোনটা টেবিলে রাখা। সাড়ে নয়টায় চালু হবে। চেয়ারটা এমনভাবে রেখেছিলাম যেন দরজা দিয়ে কেউ ঢুকলে সাথে সাথে দেখতে না পায়।

পার্কারকে দরজার ঠিক সামনে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। পরে লাশ আবিষ্কার হলে, পার্কারকে পাঠালাম পুলিশকে ফোন করার জন্য। আর নিজে গিয়ে ডিকটা ফোনটাকে ঢুকিয়ে রাখলাম ব্যাগে। চেয়ারটিকে সরিয়ে রাখলাম সেটার আগের জায়গা মত। আমি কল্পনাও করতে পারি নি যে, পার্কারের মত লোক ব্যাপারটা লক্ষ করবে।

আমি যদি আগে থেকে জানতে পারতাম যে, ফ্লোরা বলবে - ও ওর আংকেলকে পৌনে দশটায় জীবিত দেখেছে, তাহলে কতই না ভাল হত। ব্যাপারটা আমাকে পুরো হতবাক করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল - ক্যারোলিন। আমার সন্দেহ, সে আঁচ করতে পেরেছিল - 'তোকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে।'

যাই হোক, আন্দাজ করলেও, সত্যটা কখনোই জানতে পারবে না। আমি পোয়ারোকে বিশ্বাস করি। সে আর ইন্সপেক্টর রাগলান মিলে ব্যাপারটাকে সামাল দিতে পারবে। আমি চাই না, ক্যারোলিন জানতে পারুক। ও আমাকে খুবই ভালবাসে, আমার মৃত্যু ওকে কষ্ট দিবে। কিন্তু একসময় ঠিকই সামলে উঠবে সে। কিন্তু যদি জানতে পারে যে আমি একজন খুনি, তাহলে কোন দিনই সামলে উঠতে পারবে না।

লেখা শেষ হলে, আমি খামে ভরে পোয়ারোর নাম উপরে লিখে

দিব। তারপর, ভেনোরাল? সেই ভাল। একধরণের ন্যায়বিচার হবে বলা যায়। যদিও মিসেস ফেরার্সের আত্মহত্যার দায় নিতে আমি রাজী নই। সেই জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তাঁর প্রতি আমার কোন দরদ নেই।

আমার নিজের জন্যও নেই।

ভেনোরালই সই।

কিন্তু একটা আফসোস রয়ে গেল। হায়! পোয়ারো যদি কোনদিন অবসর না নিত! আর এই গ্রামে লাউ ফলাতে না আসত!

সমাপ্ত